জুলাই স্মারক ২০২৫

অগ্রগতি আর অর্জনের এক বছর

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
www.ictd.gov.bd

জুলাই স্মারক ২০২৫

অগ্রগতি আর
অর্জনের এক বছর

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

জুলাই স্মারক-২০২৫

অগ্রগতি আর অর্জনের এক বছর

উপদেষ্টা

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি
সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সমন্বয় ও প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মোঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা
অতিরিক্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সম্পাদনা কমিটি

জনাব মুর্তুজা জুলকার নাঈন নোমান, যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
জনাব মোহাম্মদ সাইফুল হাসান, যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
জনাব মোঃ আবু নাছের, উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
জনাব জুয়েল ভৌমিক, সিনিয়র সহকারী সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
জনাব হুসাইন মুহাম্মদ রিদওয়ান, সহকারী প্রোগ্রামার (প্রশাসন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
জনাব শেখ মোহাম্মদ ফজলে এলাহী, লাইব্রেরিয়ান কাম পাবলিকেশন অফিসার, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
জনাব মোঃ সোহেল মামুন, কমিউনিকেশন এক্সপার্ট (কনসালটেন্ট), ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (ইডিসি) প্রকল্প
জনাব সোহাগ চন্দ্র দাস, কমিউনিকেশন কনসালটেন্ট, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (আইডিইএ) প্রকল্প
জাহিদা খাতুন, সহকারী সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
জনাব মোঃ পূবন আখতার, সিনিয়র সহকারী সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রকাশকাল
৩৬ জুলাই ২০২৫

প্রকাশনায়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মুদ্রণঃ পিক্সেল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স
৫১/৫১/এ রিসোর্সফল পল্টন সিটি
পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০
মোবাঃ ০১৭৫৭ ৬৭২ ৬৯৬
pixelgraphicsp@gmail.com

জুলাই স্মারক ২০২৫

প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন আজ। এক বছর আগে এ দিনে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পূর্ণতা পায়, দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয় প্রিয় স্বদেশ। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ, যাদের যূথবদ্ধ আন্দোলনের ফসল আমাদের এই ঐতিহাসিক অর্জন, তাদের সবাইকে আমি এই দিনে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।
আজ আমি স্মরণ করছি সেই সব সাহসী তরুণ, শ্রমিক, দিনমজুর, পেশাজীবীদের, যারা ফ্যাসিবাদী শক্তিকে মোকাবিলা করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। আমি গণঅভ্যুত্থানে শাহাদাত বরণকারী সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমি গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সকল জুলাই যোদ্ধাকে যারা আহত হয়েছেন, চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন, হারিয়েছেন দৃষ্টিশক্তি। জাতি তাদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

টানা ১৬ বছরের স্বৈরাচারী অপশাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিস্ফোরণ ছিল জুলাই গণঅভ্যুত্থান। জুলাই অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারমুক্ত নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে রাষ্ট্রকে জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরে এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল খাতে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জুলাই গণহত্যার বিচারের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। জুলাই শহিদদের স্মৃতি রক্ষা ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে রাজনৈতিক ও নির্বাচন ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সকল সংস্কারে রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের সাথে আলোচনা চলমান আছে। একটি টেকসই রাজনৈতিক সমাধানের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের কাছে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

জুলাই আমাদের নতুন করে আশার আলো-একটি ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে। হাজারো শহিদের আত্মত্যাগ আমাদের রাষ্ট্র সংস্কারের যে সুযোগ এনে দিয়েছে তা যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। পতিত স্বৈরাচার ও তার স্বার্থলোভী গোষ্ঠী এখনও দেশকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করতে হবে। আসুন সবাই মিলে আমরা এমন এক বাংলাদেশ গড়ে তুলি, যেখানে আর কোনো স্বৈরাচারের ঠাঁই হবে না।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

জুলাই স্মারক ২০২৫

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার
বিশেষ সহকারী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তিতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই সকল অকুতোভয় বীর শহিদদের, যাঁদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বৈরাচারের লৌহকঠিন শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সেই সব মুক্তিকামী জনতাকে, যাঁরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের ডাকে এ মহৎ সংগ্রামে অসীম সাহসিকতার সাথে অংশ নিয়ে আহত হয়েছেন এবং অনেকে চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। জাতির মুক্তির জন্য তাঁদের এ অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষা আমাদের চিরদিন ঋণী করে রাখবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ন্যায়ের পথে চলার এক অনির্বাণ প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

গত এক বছর ধরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে একটি জনবান্ধব ও প্রযুক্তি-নির্ভর প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে কাজ করছে। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। আমরা বিশ্বাস করি, ডিজিটাল প্রযুক্তিই হতে পারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এ লক্ষ্যে, জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সাইবার জগতের সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করেছি। এটি তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দিকনির্দেশনায় আমরা একটি জ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে 'এক ঠিকানায় সকল নাগরিক সেবা' স্লোগান নিয়ে ২৬ মে ২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস 'নাগরিক সেবা' কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া এক হাজারেরও বেশি নতুন অফিসকে ডি-নথি সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে এবং মাইগভ প্যাটফর্মে ১৪০টি নতুন সেবা যুক্ত করা হয়েছে। আমরা ১৬ হাজারের বেশি নারীকে প্রযুক্তির সহায়তায় ক্ষমতায়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও ল্যাপটপ প্রদান করেছি। দেশের যুবশক্তি ও তারুণ্যকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে নির্মাণ করা হচ্ছে 'উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণকেন্দ্র'।

আমি মনে করি 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস' রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অন্তবর্তীকালীন সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আসুন, এ ঐতিহাসিক দিনে আমরা শপথ গ্রহণ করি, প্রযুক্তির শক্তিকে ব্যবহার করে আমরা জুলাই বিপ্লব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব এবং একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

জুলাই স্মারক ২০২৫

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ আজ এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান, যেখানে প্রযুক্তি কেবল সহায়ক শক্তি নয়, বরং জাতীয় উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পসহ প্রায় প্রতিটি খাতে ডিজিটাল সেবার অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে। একটি টেকসই ও ভবিষ্যতমুখী রাষ্ট্র নির্মাণে তারুণ্যের মেধা ও সৃজনশীলতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তাই দেশের উদ্ভাবনী ও প্রতিভাবান তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে প্রযুক্তির সমন্বয়ে আমরা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অগ্রগামী উন্নয়ন কাঠামো।

২০২৪ সালের জুলাই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একাগ্রতা, স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বাধাহীন প্রযুক্তি একটি দেশের অগ্রগতির জন্য কতটা অপরিহার্য। সবারই জানা- সে সময়ে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এক নজিরবিহীন সংকট দেখা দিয়েছিল, যা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, কোনো দেশের প্রযুক্তি অবকাঠামো কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এর স্থিতিশীলতা রক্ষায় দক্ষ ও দূরদর্শী ব্যবস্থাপনা কতটা জরুরি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ইতোমধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে কাঠামোগত সংস্কার ও প্রযুক্তি খাতের সুরক্ষা জোরদারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংকট থেকে শক্তি নিয়ে আমরা এখন এমন একটি প্রযুক্তিনির্ভর ও সুরক্ষিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ার পথে, যেখানে কোনো নাগরিক তথ্যপ্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে না, কোনো উদ্ভাবনী স্বপ্ন থমকে যাবে না। এ অঙ্গীকারই আমাদের নতুন যাত্রার প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে আমরা গড়ে তুলছি এক নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক সমাজ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি- উন্নয়নের প্রকৃত সাফল্য তখনই সম্ভব, যখন রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক সমান সুযোগ, ন্যায়বিচার ও তথ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা পায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা বৈষম্য হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করছি। ই-গভর্ন্যান্স, ওপেন ডেটা, ডিজিটাল ফাইল মুভমেন্টসহ নানা উদ্যোগের মাধ্যমে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন মাত্রা যুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি, আমরা সাইবার নিরাপত্তায় হালনাগাদ আইন প্রণয়ন ও ক্ষতিকর সাইট অপসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলেছি। নাগরিক সেবা প্লাটফর্মে শতাধিক সেবা যুক্ত করে ডিজিটাল সেবাকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছি। সরকারি ই-মেইল, ব্রডব্যান্ড সংযোগ, প্রশিক্ষণ এবং স্টার্টআপ ও এসএমই-এর জন্য অনুদান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে জনগণের সেবায় নতুন মাত্রা যোগ করেছি। এই অব্যাহত প্রচেষ্টা নাগরিক আস্থার নতুন পথ খুলে দিচ্ছে এবং একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় করছে।

স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা একটি আধুনিক, স্বনির্ভর ও মর্যাদাপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তোলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তির উত্তম ব্যবহার, উদ্ভাবনের প্রসার, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিতে দেশের প্রতিটি প্রান্তের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। আমরা কেবল আজকের প্রযুক্তি নয়, আগামী দিনের সম্ভাবনাও প্রস্তুত করছি যেখানে প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থান, বাড়বে বৈদেশিক বিনিয়োগ, এবং প্রতিষ্ঠিত হবে এক আত্মবিশ্বাসী ও উদ্ভাবনী জাতি। আমরা একগুচ্ছ সাহসী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি, যেখানে ভবিষ্যতের প্রতিটি অধ্যায়ে লেখা থাকবে একটি স্বাধীন, বৈষম্যহীন ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি।

এই প্রকাশনার মাধ্যমে আমাদের সম্ভাবনা, অর্জন ও প্রতিশ্রুতির গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছে তারুণ্য, প্রযুক্তি ও স্বপ্নপূরণের সাহস। আমি এই ম্যাগাজিন প্রকাশনায় সহায়তাকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রচেষ্টা তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি আশাবাদী।

সকলের প্রতি রইল শুভকামনা।

শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি

জুলাই স্মারক ২০২৫

অগ্রগতি আর
অর্জনের এক বছর

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সূচিপত্র

০১. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে আইসিটি বিভাগের অভিযাত্রা	০৮-১৬
০২. তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	১৭-২৪
০৩. বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ: দক্ষতা,অবকাঠামো এবং কর্মসংস্থানের সমন্বয়ে গড়ে তুলছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ	২৫-২৮
০৪. নিরাপদ ডিজিটাল সেবা নিশ্চিতকরণে সিসিএ'র উদ্যোগ	২৯-৩১
০৫. তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৩২-৩৬
০৬. সুরক্ষিত সাইবার পরিমন্ডল বিনির্মাণে অগ্রণী জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি	৩৭-৩৯
০৭. সুরক্ষিত তথ্য ভাণ্ডার ও নিরবচ্ছিন্ন তথ্যসেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDCCL)	৪০-৪১
০৮. স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড: একটি উদ্ভাবননির্ভর, আত্মনির্ভরশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথপ্রদর্শক	৪২-৪৭
০৯. ডিজিটাল বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্নে উদ্ভাবনের নেতৃত্বে এটুআই	৪৮-৫২
১০. গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ডিজিটাল রূপান্তর: তথ্যপ্রযুক্তিতে নব অভিযাত্রা	৫৪-৬০
১১. উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশে অগ্রদূত আইডিয়া প্রকল্প	৬১-৬৩
১২. আইসিটি খাতে বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক তুলনা এবং আমাদের প্রস্তুতি	৬৪-৬৯
১৩. জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা: বাস্তবায়নে ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গঠন	৭০-৭১
১৪. বাংলাদেশে সাইবার সুরক্ষা ও উপাত্ত সুরক্ষা	৭২-৭৫
১৫. জুলাইয়ের চেতনায় তারুণ্য নির্ভর ডিজিটাল অর্থনীতির বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইডিজিই প্রকল্প	৭৬-৭৯

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে আইসিটি বিভাগের অভিযাত্রা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনুস-এর উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। তিনি বিশ্বাস করেন, তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা দেশের প্রতিটি নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করলেই গড়ে উঠবে একটি বৈষম্যহীন, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ। এ লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল অর্থনীতির বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় আইসিটি বিভাগ শুধু একটি নীতিনির্ধারক সংস্থা নয়; বরং দক্ষতা উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স, নাগরিক সেবা, কানেকটিভিটি, সাইবার নিরাপত্তা, স্টার্ট-আপ উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এই রূপান্তরের অংশীদার করে তুলছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ও স্বপ্নকে ধারণ করে আইসিটি বিভাগ তরুণ প্রজন্মের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ও প্রকল্পগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, উদ্ভাবন, গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন, যোগাযোগ, অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও প্রশাসনসহ প্রায় প্রতিটি খাতে লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। দেশের সাধারণ মানুষ এর সুফল পাচ্ছে।

আইসিটি সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, আইসিটির প্রসার, জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেওয়া, ই-গভর্ন্যান্স ও ই-পরিকাঠামো গড়ে তোলা, ই-স্বাস্থ্যসেবা, ই-কমার্সসহ নানা সেবা উন্নয়নে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ যে-সব গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে, তা তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বছর জুড়ে নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে Fact Checking, Cyber Security ও Digital Verification বিষয়ে প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সকল মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গুজব ও মিথ্যা তথ্য যাচাই করতে সক্ষম হচ্ছেন।

সকল মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে "ডিজিটাল ভেরিফেশন এন্ড ফ্যাক্ট চেকিং" শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

ফ্যাক্ট চেকিং, সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল ভেরিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গবেষণা, বৃত্তি ও বিশেষ অনুদান

আইসিটির ব্যবহার বাড়িয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সুযোগ সম্প্রসারণ, শিক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটার স্বাক্ষরতা নিশ্চিত করা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও মেধাসম্পদ তৈরি করা এবং নাগরিক জীবনে আইসিটির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তিনির্ভর নানা উদ্যোগে মোট ১,২৬,৭০,০০০/- (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে শিশুর ক্যান্সার নির্ণয় ও রোগের পূর্বাভাসে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক রেডিওমিক্স প্রযুক্তি সংক্রান্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগে এবং সিটি স্ক্যান থেকে সেগমেন্টেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে সাশ্রয়ী চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী

উদ্যোগে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। অনলাইনে প্রকাশিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সংবাদ যাচাই ও সংশ্লিষ্টদের ফরেনসিক প্রোফাইলিং সংক্রান্ত সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক উদ্ভাবনী উদ্যোগে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় আয়োজিত Robosub 2025-এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশে শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত টিম বেঙ্গলসাবকে বিশেষ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতে এবং অপতথ্য ও তথ্য বিভ্রান্তি মোকাবেলায় ট্রুথগার্ড উদ্যোগে ৪৮.৭০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ মেধাসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা অর্জন ও গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবনে সহায়তার জন্য গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪৮ জন শিক্ষার্থী/গবেষকদের অনুকূলে ১,১৫,৮০,০০০/- (এক কোটি পনেরো লক্ষ আশি হাজার টাকা) অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এতে করে দেশীয় প্রযুক্তিখাত শক্তিশালীকরণসহ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তরুণ উ ভাবক তৈরি হবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশীয় গবেষণা স্থান করে নিতে পারবে।

জাতীয় হাই স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (এনএইচএসপিসি) ২০২৫

'ইয়ুথ স্টার্টআপ সামিট-২০২৫'

ইভেন্ট আয়োজন

বিগত অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর উদ্যোগে মোট ০৯টি ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। এসব ইভেন্টের মধ্যে 'তারুণ্য উৎসব-২০২৫', 'বাংলাদেশ স্টার্ট-আপ কানেক্ট-২০২৫', 'ইয়ুথ স্টার্ট-আপ সামিট-২০২৫', 'Japan IT Week 2025', 'PKI Summit', 'বিপিও সামিট ২০২৫', 'টেক কার্নিভাল ২০২৫' এবং জাতীয় হাই স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (এনএইচএসপিসি) উল্লেখযোগ্য। অটোমেশন, কম্পিউটারাইজেশন ও ডিজিটাইজেশনের কারণে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেও প্রযুক্তিবিদ তথা কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের চাহিদা বেড়েই চলেছে।

'বিপিও সামিট ২০২৫'

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আর তাই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আইসিটি ও প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তাদের প্রোগ্রামিং দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ২০১৫ সাল থেকে শুরু করা হয় জাতীয় হাই স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (এনএইচএসপিসি)। এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ সমমানের শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংকে জনপ্রিয় করা। বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় এবারও আয়োজন করা হয় জাতীয় হাই স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০২৫। এ বছর শিক্ষার্থীরা প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আইসিটি কুইজ, দাবা প্রতিযোগিতা, সাইবার সিকিউরিটি ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক সেমিনারসহ আরও বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছে।

'PKI Summit'

দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্তে শ্বেতপত্র টাস্কফোর্স গঠন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন প্রকারের অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের প্রেক্ষিতে আইসিটি খাতে দুর্নীতি ও অপব্যবস্থাপনার তদন্ত এবং গবেষণাপূর্বক শ্বেতপত্র প্রণয়নে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ টাস্কফোর্স মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনে গঠিত হয়েছে। টাস্কফোর্সে অর্থনীতিবিদ, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও আইনবিদসহ বিভিন্ন খাতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রয়েছেন। টাস্কফোর্স আইসিটি বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থা ও প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মূল্যায়ন করে গবেষণা প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রদান করবে।

Bangladesh Strategic ICT Roadmap-2030" প্রণয়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নাগরিকদের ক্ষমতায়ন এবং একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে "Bangladesh Strategic ICT Roadmap-2030" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে রোডম্যাপের একটি খসড়া সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে। আইসিটি কৌশলগত রোডম্যাপটি নাগরিক, ব্যবসায়ী এবং সরকারি অংশীজনের চাহিদা পূরণে কাজ করবে। রোডম্যাপে উল্লেখ্য উদ্যোগগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা-১. স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগ: যা ফাউন্ডেশন তৈরিতে সাহায্য করবে এবং/অথবা তাৎক্ষণিক প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং ২. দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ, যা ফাউন্ডেশনের উপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়ন ও উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বল্পমেয়াদি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়নে একটি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা জরুরি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং দৃশ্যমান ফলাফল অর্জনে সহায়ক হবে। পাশাপাশি, প্রস্তাবিত অগ্রাধিকারগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে এবং সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতেও এ রোডম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আইসিটি ইনোভেশন ল্যাব

বাংলাদেশে একটি উদ্ভাবনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং Huawei-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) সাক্ষরিত হয়। এ স্মারকের আওতায় নিম্নলিখিত কর্মসূচি সম্পাদন করা হবে:

- আইসিটি খাতে উদ্ভাবন ও গবেষণা (R&D) ত্বরান্বিত করা;
- সরকারি সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি প্রযুক্তি ও সমাধান উন্নয়নে যৌথ বিনিয়োগ;
- বাংলাদেশের আইসিটি উদ্ভাবন সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;
- আইসিটি পেশাদারদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন;
- আইসিটি সিস্টেম গবেষণা ও ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান;
- প্রযুক্তিগত অর্জনসমূহের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার;
- আইসিটি উদ্ভাবন ও পরিচালনা/রক্ষণাবেক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন; এ সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে ১২০ জন বিশেষজ্ঞ, পেশাদার ও শিক্ষার্থীকে আইসিটি অবকাঠামো, স্টোরেজ, কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ক্লাউড প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আইসিটি ইনোভেশন ল্যাব এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং প্রশিক্ষণ প্রদান

আইন ও বিধি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি আইন ২০২৪; ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫; জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ ২০২৫; উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি আইন ২০২৪; বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন ২০২৪; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৪; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) পলিসি; ২০২৪ এর খসড়া; ডিজিটাল সার্ভিস এ্যাক্ট-এর খসড়া; স্মার্ট সার্ভিসেস এ্যাক্ট ২০২৪; স্মার্ট লিডারশীপ অ্যাকাডেমি আইন ২০২৪ এর খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর গেজেট (অধ্যাদেশ নং-২৫, ২০২৫) প্রকাশিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পার্টনারশিপ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা, উদ্ভাবন, এ শিল্পের বিকাশ, সাইবার নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যেসব দেশের সাথে খসড়া সমঝোতা স্মারক (MoU) প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

- ইন্দোনেশিয়ার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে;
- থাইল্যান্ডের সাথে গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব;
- রুয়ান্ডার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে;
- সৌদি আরবের সাথে সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দক্ষতা বিনিময় এবং সাইবার স্পেস সুরক্ষা ক্ষেত্রে এবং
- ব্রাজিলের সাথে সাইবার নিরাপত্তা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে;

উদ্যোগ ও আয়োজনে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা সমুন্নত ও স্মরণীয় করে রাখতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে এর আওতাধীন সংস্থা ও প্রকল্পগুলো সমন্বিতভাবে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

নানা উদ্যোগ ও আয়োজনে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণ

"Youth Power: Language Movement 1952 to Quota Reform Movement 2024" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন; জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাবলী সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি; আইসিটি টাওয়ারে জুলাই কর্নার স্থাপন; গণঅভ্যুত্থানে আহতদের মধ্যে ৫০টি ল্যাপটপ বিতরণ; জেলা/উপজেলা পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও কমিউনিটিতে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রায় ৫০০টি গাছ বিতরণ; জুলাই আন্দোলনের সাথে জড়িত এবং শহিদ পরিবারের ২০০০ যোগ্য শিক্ষার্থী ও

যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ইডিসি প্রকল্পের (Establishing Digital Connectivity-EDC) মাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ১০ জন আহত/আহত পরিবারের সদস্যদের চাকুরি প্রদানের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

জুলাই আহতদের মাঝে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিতরণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জুলাই মাসে সংঘটিত আন্দোলনে আহত পাঁচ তরুণকে কৃত্রিম হাত উপহার দিয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সহায়তা করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রয়াসে ক্ষতিগ্রস্থ পাঁচ তরুণকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছে। এ সহায়তা প্রযুক্তির মানবিক ব্যবহারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জুলাই আন্দোলনে আহতদের মাঝে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিতরণ

নাগরিক সেবা বাংলাদেশ

সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে "নাগরিক সেবা বাংলাদেশ" শীর্ষক সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার। নাগরিকদের নিজ নিজ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, পাসপোর্ট, কর ফাইলিংসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ডিজিটাল সেবা প্রদান করবে। এ কার্যক্রমের আওতায় যেমন সরকারি সেবা নাগরিকদের জন্য সহজলভ্য হবে, তেমনি দেশের যুব সমাজ ও নারীদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নাগরিক সেবা বাংলাদেশ

ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন (Digital Transformation)

বাংলাদেশে সরকারি সেবাসমূহকে সহজীকরণ ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহের দাপ্তরিক কার্যক্রমের ডিজিটাল রূপান্তর প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব-এর দিকনির্দেশনায় একটি বিশেষ Digital Transformation Team গঠন করা হয়, যা আইসিটি ডিভিশনের নেতৃত্বে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছে।

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলো সমাধানে বিসিসি ক্লাউডে সার্ভিস-লেয়ার মনিটরিং চালু করে System Down Syndrome উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয়েছে। LD Tax ব্যবস্থায় বাগ ফিক্স ও উন্নয়নের মাধ্যমে দৈনিক রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমি গেটওয়ের আন্তঃসংযুক্ত মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করে তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ সক্ষমতা অর্জন করা হয়েছে। একক লগইন সুবিধা নিশ্চিত করতে Land Gateway SSO কে MyGov SSO-এর সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে। API ভিত্তিক সংযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকসেবা প্ল্যাটফর্মে ভূমি ডিজিটাল সেবাগুলোর অ্যাক্সেস আরও সহজ হয়েছে। ড্রোন-ভিত্তিক ডিজিটাল ম্যাপিং ও জরিপ ব্যবস্থায় প্রতি একরে ৭২% খরচ কমানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যার পাইলট প্রকল্প Barguna, Patuakhali, Pabna Ges Sirajganj জেলার ৩২টি উপজেলায় শুরু হচ্ছে।

- বিআরটিএ-কে পরিচালনাগত সার্বভৌমত্ব ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ভেন্ডরদের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে সকল বহিরাগত প্রবেশাধিকার বাতিল করা হয়েছে। সকল সিস্টেম, ডেটাবেস এবং সোর্স কোডের পূর্ণ প্রবেশাধিকার পুনরুদ্ধার করে প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করা হয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া সকল সিস্টেম পুনরায় সচল করা হয়েছে। বিআরটিএ'র প্রকৌশল দলকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে।

- সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় NCSA, CIRT এবং NDC কর্তৃক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। ২০২৫ সালের Cyber Security Ordinance (CSO 2025) প্রকাশিত হয়েছে, যা নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা ও হয়রানি রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এই অর্ডিন্যান্সের আওতায় National Cyber Security Authority গঠন করা হয়েছে, যা কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণ ও সাইবার হামলার প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় কাজ করছে। ইতোমধ্যে ৫টি Incident

Response Team (IRT) গঠন করা হয়েছে, যা ৩৫টি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো (CII) কাভার করছে।

■ অর্থ মন্ত্রণালয় তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর আওতায় সার্ভার রুমের আধুনিকায়নসহ NOC, Sectoral SOC, NMS Ges Visual Intelligence প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা নিরাপত্তা, পর্যবেক্ষণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

■ Interoperability Data Exchange Hub-এর প্রুফ অব কনসেপ্ট সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করে ওপেন সোর্স ভিত্তিক X-Road প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি ভবিষ্যতে বিভিন্ন সরকারি সিস্টেমের মধ্যে নিরাপদ ও কার্যকর তথ্য বিনিময়ের পথ সুগম করবে।

■ বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ ইন্টারঅপারেবল ভূগর্ভস্থ ফাইবার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মোট সংযোগ দৈর্ঘ্য ৭৮,০০০ কিলোমিটার। এটি ডিজিটাল সংযোগের ভিত্তি শক্তিশালী করেছে।

■ Establishing Digital Connectivity (EDC) প্রকল্পের আওতায় ভুয়া NMS সনাক্ত করে তাৎক্ষণিকভাবে রিমোট কানেক্টিভিটি মনিটরিং সমাধান চালু করা হয়েছে। ব্যান্ডউইথের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সংযোগ পুনর্মিলনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং একটি টেকসই সংযোগ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

■ BDCCL ক্লাউড সক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে এবং Oracle-এর উচ্চমূল্য সংক্রান্ত বিষয়ে দরকষাকষি শুরু করেছে।

■ NIMCO-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য পাইথন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, যার আওতায় জুলাই মাসে আহত হওয়া ঢাকা শহরের শিক্ষার্থীরাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

■ ডিজিটাল ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্প প্রণয়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং বিক্রেতা নির্ভরতা থেকে মুক্ত থাকার নীতিমালা সংকলন করা হয়েছে। এই উদ্যোগে এনবিআর, বিবিএস, ওসিএজি, ই-জিপি এবং পরিকল্পনা কমিশন একত্রে কাজ করছে, যাতে নাগরিক-কেন্দ্রিক এবং ইন্টারঅপারেবল ই-গভর্ন্যান্স সেবা নিশ্চিত করা যায়।

এসব উদ্যোগ বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করছে এবং নাগরিকদের জন্য সরকারি সেবাকে আরও সহজ, নিরাপদ ও কার্যকর করে তুলছে।

প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক চলমান প্রকল্পের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	Aspire to Innovate (a2i)	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৫ ৮৫৫৪৮.০০ লক্ষ টাকা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (৩য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২৬ ৪৪২৮৩.১৪ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৩	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২৬ ১৫৮৯৬.৬৯ লক্ষ টাকা	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৪	টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২৫ ৫০৪৪৩.৩১ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৫	BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প	(জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৭) ১৬৭১৭.২০ লক্ষ টাকা	
৬	Enhancing Digital Government & Economy (EDGE) শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৬ ২৫৪১৬৪.৯৭ লক্ষ টাকা	
৭	সরকারের ভিডিও কনফারেন্সিং প্লাটফর্ম শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৬ ৫৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা	
৮	পার্টনারশিপস ফর এ মোর টলারেন্ট, ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ (পিটিআইবি)	জুলাই ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৫ ৮০২.৯১ লক্ষ টাকা	
৯	আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার (১১টি) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫ (মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান) ৮৩৭১৮.৪৭ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
১০	জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২৫ (মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান) ১৮৪৬০৯.০০ লক্ষ টাকা	
১১	আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২৫ (মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান) ৫৩৩৫৪.৯২ লক্ষ টাকা	
১২	হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৫ (মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান) ৪৩১৭৮.০১ লক্ষ টাকা	
১৩	ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন ইকো-সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারি ২১ - ডিসেম্বর ২৫ ৩৫৩০৬.০০ লক্ষ টাকা	
১৪	বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সেবা ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ (বিডিসেট) কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৫ ৭৪৫৭.৫৯ লক্ষ টাকা (মেয়াদ বৃদ্ধিকরণের কাজ চলমান)	
১৫	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ" (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৬ ১৫৩৪৩৩.০০ লক্ষ টাকা	
১৬	আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি)	জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৭ ১১১৪৬২.৭৬ লক্ষ টাকা	
১৭	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২৫ ৯২৭৩৩.১০ লক্ষ টাকা (প্রস্তাবিত)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
১৮	ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (ইডিসি) প্রকল্প	ডিসেম্বর ২০২১-নভেম্বর ২০২৬ ৫৯২৩৭২.৮৭ লক্ষ টাকা	

আন্তর্জাতিক সম্মাননা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভাগটি একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। জাতিসংঘ, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল, ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS), এবং আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ই-গভর্নেন্স, ই-সার্ভিস, সাইবার নিরাপত্তা, তরুণদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্ভাবনী ডিজিটাল সল্যুশন এবং নারীর ক্ষমতায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি খাতে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সম্মাননার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

1. UNESCAP

জাতিসংঘের Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)-এর ৮১তম অধিবেশনে (এপ্রিল ২০২৫) আইসিটি বিভাগের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ UNESCAP-এর অধীন দুটি মর্যাদাপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্থা- Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT) ও Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management (APDIM) এর গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়।

অধিবেশনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে বহুমাত্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা, জলবায়ু অর্থায়ন এবং সীমানা-জটিলতা নিরসনে সমন্বিত উদ্যেগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

2. WAIC 2025

২৬-২৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে চীনের সাংহাইয়ে World Artificial Intelligence Conference (WAIC) ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে সাংহাই ওয়ার্ল্ড এক্সপো সেন্টারে অনুষ্ঠিত Opening Ceremony এবং High-Level Meeting on Global AI Governance-এ "Global AI Governance" বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এ বিভাগের সচিব জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী এনডিসি বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন।

WAIC 2025

বাংলাদেশের ৪২ টি ভাষার ডিজিটাল রিসোর্স: সব ভাষার উপযোগী কিবোর্ড

২৯ জানুয়ারি ২০২৫ ইং তারিখে বাংলাদেশের ৪০ টি ভাষার জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' প্রকল্পের আওতায় 'মাল্টিলিংগুয়াল ক্লাউড:ডিজিটাল রিসোর্সেস ফর ল্যাঙ্গুয়েজেস অফ বাংলাদেশ' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ভাষাগত সংরক্ষণ এবং ডিজিটাইজেশন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সদৃশ ও ভিন্নতা তুলে ধরা হয়।

১৬ এবং ১৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে আয়োজিত বাংলাদেশের ১ম AI ডিজাইন প্রতিযোগিতা 'National AI ART-A-THON' শীর্ষক কর্মশালা

Empowering Community Radio Content Creation: Addressing Mis/Disinformation and Hate Speech-ভুল বা অপতথ্য কিংবা ঘৃণামিশ্রিত বক্তব্য প্রতিরোধে কমিউনিটি রেডিও কোন ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করতে পারে, সে বিষয়ে রেডিও স্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিটিআইবি প্রকল্প, ইউনেস্কো ঢাকা এবং বাংলাদেশ কমিউনিটি রেডিও অ্যাসোসিয়েশন (বিসিআরএ) যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এতে ১৮ টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যেন তারা তাদের কমিউনিটির প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে এ ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করতে পারে।

জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৫

জেলা প্রশাসক সম্মেলন বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক প্রশাসনিক আয়োজন, যেখানে দেশের সকল জেলা প্রশাসক (ডিসি) রাজধানীতে একত্রিত হয়ে নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হলো মাঠ প্রশাসনের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় সম্পর্কে সরাসরি মতবিনিময় করা এবং কেন্দ্রীয় নীতি ও নির্দেশনাকে স্থানীয় বাস্তবতার সাথে সমন্বিত করা। এখানে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, জনসেবা উন্নয়ন, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানসহ নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৫-এ আইসিটি বিভাগ সংশ্লিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যথা- বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হাই-টেক পার্কসমূহের উপযোগিতা/ব্যবহার সম্বন্ধে একটি সমীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং-এ দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় আইসিটি বিভাগের অধীন প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হাই-টেক পার্কসমূহের উপযোগিতা/ব্যবহার সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ডিপিপি চূড়ান্ত করার কার্যক্রম চলমান আছে। দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩৮টি জেলায় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে জাতীয় অগ্রগতির পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন, ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণ, কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ, ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা, উদ্ভাবন, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগসমূহ বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের (4IR) উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিসিসি এবং এর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সারাদেশে ৪৯,১৫৩ জন তরুণ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, উদ্যোক্তা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করেছেন। প্রশিক্ষণ বিষয়ে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি তুলে ধরা হলো:

সাতটি ডিপ্লোমা/পিজিডি ও ২৬টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের আওতায় বিসিসি'র বিকেআইআইসিটি থেকে ২৮২ জন এবং ৭ টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রে হতে ১,৫৮৫ জনসহ মোট ১,৮৬৭ (আঠারশ সাতষট্টি) জনকে আইসিটিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিকেআইআইসিটি এবং ৭ টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে 'Essential Computer Skills' এবং 'Digital Marketing' কোর্সে মোট ২৩১ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিসিসিরি কম্পিউটার ল্যাবে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

- Enhancing Digital Government & Economy (EDGE) প্রকল্পের আওতায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (ডিজিটাল মার্কেটিংসহ অন্যান্য বিষয়ে ৪০,৬৬৬ জন), নতুন গ্র্যাজুয়েট (হায়ার এন্ড ট্রেইন কর্মসূচির আওতায় উদীয়মান প্রযুক্তির উপর ১,০৩৪ জন), সরকারি কর্মকর্তা (সাইবার নিরাপত্তা, ডিজিটাল লিডারশীপ, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২,২৬৬ জন), এবং আইটি-আইটিইএস প্রতিষ্ঠানের মধ্যম সারির কর্মকর্তাসহ (ব্যবসা উন্নয়ন, ব্যবসা সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে ৭৮১ জন) সর্বমোট ৪৪,৭৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

"অ্যাডভান্সড সাইবার সিকিউরিটি" বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ

- iDEA প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ২০টি প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ এবং মেন্টরিং-এর মাধ্যমে ১,০০০ জন নতুন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- BGD e-GOV CIRT প্রকল্পের আওতায় গত এক বছরে Adnvaced Cyber Security, Cyber Range Implementation and Management বিষয়ে ৩৬ জন সরকারি কর্মকর্তা এবং Basic Cyber Security বিষয়ে Military Institute of Science and Technology এর ১৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

WIFI ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সে নারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

- Women and ICT Frontier Initiative (WIFI) প্রোগ্রামের আওতায় ৬৫৮ জন নারী উদ্যোক্তাকে ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ নারীরা উদ্যোক্তা হিসেবে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যেমন করবে তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দুই দিনব্যাপী আয়োজিত 'আর্টিভিজম ফর পিস' ঢাকা পর্বের কর্মশালা শেষে দলগত ছবি

২৬ ও ২৭ জানুয়ারী ২০২৫ দুই দিনব্যাপী আয়োজিত 'Training of Facilitators (ToF) on Digital Literacy and Responsible Social Media Use' শীর্ষক কর্মশালা

পার্টনারশিপ ফর এ মোর টলারেন্ট, ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ (পিটিআইবি) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ৫৫৯ তরুণ-তরুণী ও শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে রাজশাহী ও বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে তৃতীয় লিঙ্গের ৪০ জনকে আইসিটিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি

দেশের ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কানেক্টিভিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III): বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২৫০টি প্রতিষ্ঠানকে ৮,৫২৯ টি সার্ভিস (৮,০৫২ টি ই-মেইল, ৩৬১ টি ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, ৩১ টি ভিপিএস সার্ভিস, ৩০ টি নেটওয়ার্ক, ২৮টি স্টোরেজ সার্ভিস) প্রদান করা হয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্স সেবা: মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ সরকারি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জন্য ১৪৪টি ভিডিও কনফারেন্সিং-এ নেটওয়ার্ক স্থাপনসহ সকল ধরনের কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন: কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ৬৫৩টি ইউনিয়নে ২০ Mbps গতির ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা। ৫৯৪টি ইউনিয়নে FAT এবং ৬১৭টি ইউনিয়নের PAT সম্পন্ন হয়েছে।

সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার: সফটওয়্যারের গুণগত ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ৪৩ টি সফটওয়্যার এবং ৮৫৮টি আইটি ডিভাইস টেস্টিং করা হয়।

কো-ওয়ার্কিং স্পেস: উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (IDEA) প্রকল্পের আওতায় অনুদান প্রদানের পাশাপাশি স্টার্টআপদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজিকরণ করতে কো-ওয়ার্কিং স্পেস ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে। বর্তমানে ২১ টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের ২৪ জন স্টার্টআপ প্রতিনিধি বিনামূল্যে কো-ওয়ার্কিং অফিস স্পেস ব্যবহার করছে।

ই-গভর্ন্যান্স, সাইবার নিরাপত্তা এবং নাগরিক সেবা

সাইবার নিরাপত্তা জোরদারে লক্ষ্যে BGD e-GOV CIRT ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে সেগুলো হচ্ছে:

আইটি অডিট: BGD e-GOV CIRT সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) সমূহে নিয়মিত আইটি অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিসিসি ডাটা সেন্টার এবং CDBL (Central Depository of Bangladesh)-এ দুটি প্রতিষ্ঠানের আইটি সম্পন্ন এবং প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়।

সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স: সাইবার হামলার হুমকি বিষয়ে মোট ২১৯টি রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থাপিত সাইবার সেন্সর মনিটরিং এর মাধ্যমে ঝুঁকি ও হুমকি সম্পর্কে ১৬টি রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT): সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহের সিস্টেম, নেটওয়ার্ক এবং অ্যাপ্লিকেশনের নিরাপত্তা দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য VAPT কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট ১৩টি VAPT (সার্ভার, নেটওয়ার্ক ডিভাইস, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ও ওয়েব এপিআই) সম্পন্নপূর্বক রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

অ্যাডভান্সড ডিজিটাল ফরেনসিক: এ ল্যাব হতে অ্যাডভান্সড ডিজিটাল ফরেনসিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে অপরাধ তদন্তে সহায়তা করা হয়। গত অর্থবছরে ৮টি প্রতিষ্ঠানের ১১টি কার্যক্রমের ৪৪টি আলামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ব্যাটারি চালিত রিকশা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: ব্যাটারি চালিত রিকশা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও মোবাইল অ্যাপসের Software Requirement Specification (SRS) ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনারের প্রশিক্ষণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৩৩০ মাস্টার ট্রেইনারের তথ্য সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়েছে।

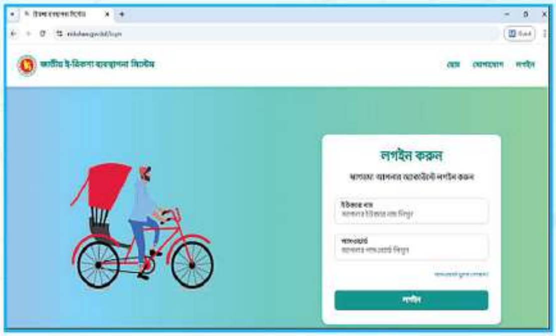

BGD e-GOV CIRT এর উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত ব্যাটারি চালিত রিকশা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও মোবাইল অ্যাপ -এর স্ক্রিনশট

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA): বর্তমানে সরকারের মোট ৩০টি ডিজিটাল সেবা জাতীয় ই-সার্ভিস বাস-এর সাথে যুক্ত আছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এস্তোনিয়ার e-Governance Academy টিমের সাথে ৩ দিনের একটি নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপ (Workshop on Bangladesh National Data eXchange, based on X-Road) আয়োজন করা হয়।

ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও ই-সাইন: ডিজিটাল সার্টিফিকেট ব্যবহারের কার্যকর ও সহজতর করার লক্ষ্যে বিসিসি-সিএ "ই-সাইন" কার্যক্রম চালু করেছে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ্যাপোস্টাইল, ডিজিডিপি'র ই-ডিপি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ডি-নথি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্রে ই-সাইন ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৬৪৪ টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে এবং ৩৭৮টি ই-সাইন সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে।

সরকারের জন্য নিজস্ব ই-মেইল: ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য কোনো লাইসেন্সকৃত এবং কেন্দ্রীয় ই-মেইল সেবা না থাকায় নিরাপত্তাহীনতা, তথ্য ফাঁস ও সাইবার হুমকি ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারের বিভিন্ন সংবেদনশীল তথ্য অরক্ষিত ই-মেইল প্ল্যাটফর্মে আদান-প্রদান হতো, যা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এই সমস্যা সমাধানে EDGE প্রকল্পের উদ্যোগে ১.৫ লাখ ব্যবহারকারীর জন্য সরকারের নিজস্ব ডাটা সেন্টারে লাইসেন্সড ই-মেইল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং তা ব্যবহারোপযোগী করে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে।

ন্যাশনাল জব পোর্টাল: জাতীয় পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকুরির নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কোন পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় পোর্টাল ছিল না। ফলে, আবেদন থেকে শুরু করে চূড়ান্ত বাছাই পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ে সহজতর উপায়ে অনলাইনে সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে EDGE প্রকল্পের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে ন্যাশনাল জব পোর্টাল (jobs.gov.bd)। জব পোর্টালে ইতোমধ্য ১০ (দশ) টি সরকারি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন PVHP শীর্ষক প্রকল্পের ৩১৭ টি পদের চাকুরির আবেদন জব পোর্টালের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লিখিত চাকুরির জন্য ১৫ হাজারের বেশি চাকুরিপ্রার্থী ন্যাশনাল জব পোর্টালে নিবন্ধনের মাধ্যমে আবেদন করেছেন।

রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার: EDGE প্রকল্পের উদ্যোগে দেশের ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার' (Research and Innovation Centre-RIC)। এসব সেন্টারের আওতায় দেশের তরুণ গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণা প্রস্তাবকে অর্থায়নসহ অন্যান্য সহযোগিতা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭৮টি গবেষণায় অর্থায়ন করা হয়েছে যার অধিকাংশের নেতৃত্বে রয়েছে তরুণ গবেষক ও উদ্ভাবক। প্রায় ১,৯০০ গবেষণা প্রস্তাবের মধ্য হতে এসকল প্রকল্প বাছাইকালে নতুন ও উদীয়মান প্রযুক্তিভিত্তিক (যেমন-আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি, রোবটিক্স, জীন প্রযুক্তি, বায়োটেক, ইত্যাদি) পণ্য ও সেবা উদ্ভাবনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে তথ্য প্রযুক্তি খাতের প্রসার কার্যক্রম: আন্তর্জাতিক বাজারে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে EDGE প্রকল্পের উদ্যোগে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা হয় নিয়মিতভাবে। এসবের মধ্যে

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফলোআপ বিজনেস আউটরিচ-ফ্রান্স- ডিসেম্বর ২০২৪, বিজনেস আউটরিচ-জাপান ডিসেম্বর ২০২৪, জাপান ডে ২০২৪, ভিভাটেক ২০২৫-ফ্রান্স- জুন ২০২৫, বেয়ার সামিট (BEAR Summit) এবং জাতীয় সেমিকন্ডাক্টর সিম্পোজিয়াম ২০২৫ ইত্যাদি কর্মসূচিতে অংশগহণ করা হয়।

এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ অনুদান: আইডিয়া প্রকল্পের আওতায় স্টার্টআপদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের (এসএমই) জন্যও ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে, যা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২,৪৭৪ জন এসএমই উদ্যোক্তাকে মোট ১২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রত্যেক উদ্যোক্তা ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান পেয়েছেন। উল্লেখ্য, গত জুলাই ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ সময়কালে নতুন করে ২৪২ জন এসএমই উদ্যোক্তা আইডিয়া প্রকল্পের এসএমই সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে এই অনুদান পেয়েছেন।

জুলাই স্মরণে তথ্যপ্রযুক্তি চেতনায় বিসিসির বিশেষ কার্যক্রম

পার্টনারশিপস ফর এ মোর টলারেন্ট, ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ (পিটিআইবি) প্রকল্পের আওতায় জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক কার্যক্রম:

- **Artivism for Peace:** জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশকে তরুণ প্রজন্ম, বিশেষত যারা সরাসরি আন্দোলন করেছে, তারা কীভাবে দেখতে চায়, সেই প্রেক্ষাপটে দেশের ৫ টি বিভাগে "Artivism for Peace" কর্মশালা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারী তরুণ শিল্পীরা নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষাগুলো তুলে ধরেন।

- **Artivism for Peace কর্মশালা:** সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বিকাশ, গুজব, মিথ্যা তথ্য, অপতথ্য বা সাইবার সহিংসতা প্রতিরোধে কীভাবে আর্টকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, এ লক্ষ্যে দেশের ৫ টি বিভাগীয় শহর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুর) এ দুই দিনব্যাপী "আর্টিভিজম ফর পিস" কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে ৩০ জন করে মোট ১৫০ জন তরুণ চিত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

গত ০৮ ও ০৯ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ দুই দিনব্যাপী আয়োজিত 'আর্টিভিজম ফর পিস' চট্টগ্রাম পর্বের কর্মশালার একাংশ

গত ২২ ও ২৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ দুই দিনব্যাপী আয়োজিত 'আর্টিভিজম ফর পিস' যশোর পর্বের কর্মশালায় তরুণ শিল্পীদের চিত্রকর্ম

- **Artivism for Peace Artivism for Peace** উদ্যোগের অংশ হিসেবে শান্তিপূর্ণ, সহনশীল ও সম্প্রীতির যে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বাংলাদেশের, সেটিকে ধরে রেখে ইতিবাচক পরিবর্তনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, যশোর ও রংপুরে মোট ৬ টি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, প্রদর্শনীতে মোট ১৩৫ টি চিত্রকর্ম প্রদর্শন করা হয়।

গত ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ ঢাকার গুলশানে আয়োজিত আর্টিভিজম ফর পিস' চিত্র প্রদর্শনী শেষে তরুণ শিল্পীদের সাথে দলগত ছবি

গত ০১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ রংপুরে আয়োজিত আর্টিভিজম ফর পিস' চিত্র প্রদর্শনীতে তরুণ শিল্পীদের যৌথ চিত্রকর্ম

সেমিনার ও কর্মশালা

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং এর অধীন প্রকল্পসমূহের উদ্যোগে মোট ৪১ টি সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

সাইবার নিরাপত্তায় ব্যবহৃত সফটওয়্যার/টুলস শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "BGD e-GOV CIRT" এর সক্ষমতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আয়োজনে গত ০৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে "সাইবার নিরাপত্তায় ব্যবহৃত সফটওয়্যার/টুলস" শীর্ষক একটি কর্মশালা বিসিসি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহ (CII), আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

"সাইবার নিরাপত্তায় সফটওয়্যার/টুলস" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টা-এর বিশেষ সহকারী জনাব ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

National AI ART-A-THON

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয় 'National AI ART-A-THON' নামে একটি ডিজাইন প্রতিযোগিতা, যেখানে জেনারেটিভ AI প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে নব আঙ্গিকে তুলে ধরার লক্ষ্যে শিল্পী ও প্রযুক্তিবিদরা একত্রিত হন। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), এবং 'Partnerships for a More Tolerant, Inclusive Bangladesh' প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে গত ১৬-১৭ এপ্রিল ২০২৫ এটি আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় সহযোগিতা করেছে ঢাকায় অবস্থিত রয়েল নরওয়েজিয়ান দূতাবাস। এ প্রতিযোগিতায় ২,০০০-এর বেশি আবেদন জমা পড়ে এবং পেশাদার ও ছাত্র বিভাগে ৩৮০টি চূড়ান্ত কাজ জমা হয়। এর মধ্যে থেকে ২১টি দল গালা রাউন্ডে নির্বাচিত হয়।

গত এপ্রিল ১৬-১৭, ২০২৫ তারিখে দেশে প্রথমবারের মত আয়োজন করা হয় AI ডিজাইন প্রতিযোগিতা 'National AI ART-A-THON' শীর্ষক প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব

Robotics for Junior's প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বিসিসি'র বিকেআইআইসিটি (BKIICT) মাধ্যমিক পর্যায়ের (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি) শিক্ষার্থীদের জন্য প্রোগ্রামিং ও রোবোটিক্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গত ২৭ জুন ২০২৫

তারিখ বিসিসি'র অডিটরিয়ামে আয়োজন করা হয় Robotics for Junior's শীর্ষক ইভেন্ট। অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Robotics, Drone Ges Programming এর বিষয়ে উপস্থাপন ও প্রদর্শনী প্রদান করেন বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের মেন্টরগণ। সবশেষে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী ৩ জনকে হুয়াওেই কোম্পানির সৌজন্যে পুরস্কৃত করা হয়।

Robotics for Junior's শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী

জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা

জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (এনএইচএসপিসি) ২০২৫

দেশের ৬৪ জেলার ১৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পর্যায়ে নির্বাচিত বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নিয়ে গত ২১ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) অনুষ্ঠিত হয় 'জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (এনএইচএসপিসি) ২০২৫' এর চূড়ান্ত পর্ব। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিং বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্য আয়োজন করা হয় এই জাতীয় প্রতিযোগিতা। রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে (কেআইবি) আয়োজিত জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী জনাব ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা-এর বিশেষ সহকারী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে গত ৩১ মে ২০২৫ তারিখ আয়োজন করা হয় "যুব প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০২৫"। প্রতিযোগিতায় শারীরিক, দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার (এনডিডি)-এই চারটি ক্যাটাগরিতে সারাদেশ থেকে আগত ১২২ জন প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেন। মাইক্রোসফ্‌ট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের দক্ষতা যাচাই করা হয়। প্রতিটি ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত শীর্ষ তিনজন করে মোট ১২ জন বিজয়ীকে স্মার্টফোন, সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

'যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা-২০২৫' এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সঙ্গে প্রধান অতিথি ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান, নির্বাহী পরিচালক, বিসিসি

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর সংস্কার কার্যক্রম

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতকে আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক

মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত ও ভবিষ্যতমুখী সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো উপস্থাপন করা হলো:

- ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির আলোকে প্রশিক্ষণের কারিকুলাম আপডেট ও যুব-তরুণ সমাজকে সম্পৃক্তকরণ;
- ডাটা সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- চলমান প্রকল্পের অঙ্গ সংস্কার ও সম্পাদিত চুক্তিসমূহের অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ;
- বিসিসিকে আইসিটি ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল রেগুলেটরি এক্সিলেন্স সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ;
- আইসিটি ক্ষেত্রে গবেষণা, উন্নয়ন ও নেতৃত্ব দানের জন্য আইসিটি লিডারশিপ একাডেমি প্রতিষ্ঠা;
- সিএ কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ এবং বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেটের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;
- সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক সেবা/সিস্টেম চালুকরণে বিসিসি'র অধীন জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেন্টার (National AI Computing Center) স্থাপন;
- ই-গভ ক্লাউড সম্প্রসারণ ও ইউনিফাইড কমিউনিকেশন চ্যানেল প্রবর্তন;
- আইসিটি ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম প্রবর্তন এবং ইন্টিগ্রেটেড ইন্টার্নশিপ প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত;
- বৈদেশিক সাহায্যে গৃহীত প্রকল্পের অপ্রয়োজনীয় অংশ/কার্যক্রম সংশোধন;
- সকল ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রাহকের জন্য বিএনডিএর মাধ্যমে সেন্ট্রাল প্লাটফর্ম উন্নয়ন এবং সিকিউরড ডাটা এক্সচেঞ্জ প্লাটফর্ম প্রস্তুত;

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) তথ্যপ্রযুক্তির শক্তিকে জাতীয় উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। বিসিসি'র বহুমুখী উদ্যোগসমূহ ইতোমধ্যে দেশের ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণ, কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স, সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন এনেছে। "নতুন বাংলাদেশ" গঠনের পথে বিসিসি যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, তা ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ ও উদ্ভাবনমুখী সমাজের ভিত্তি রচনা করছে। তথ্যপ্রযুক্তির গতিশীল জগতে বিসিসি'র অঙ্গীকার, একটি টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ: দক্ষতা, অবকাঠামো এবং কর্মসংস্থানের সমন্বয়ে গড়ে তুলছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ

পরিচিতি

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ৯২টি হাই-টেক পার্ক (এইচটিপি)/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (এসটিপি)/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ করছে। ইতোমধ্যে ১৮টি পার্কের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলছে। অবশিষ্ট পার্কগুলোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে:

ক) দক্ষ মানসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের চাহিদার দিক বিবেচনা করে ২০৩১ সালের মধ্যে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করেছে। আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩৭,৪৮৮ জনকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১. ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে

- ৮৫০ জন শিক্ষার্থীদের আইটি/আইটিএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫০০ জন শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে;
- বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক ইনোভেশন হাবের ১,০৬৯ (২৬৫ টিম) জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১,০৮৫ জন শিক্ষার্থীদের (২৫৮টি টিম) প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে;
- ১৬০ টিমকে ৭৩.০০ লক্ষ টাকা প্রি-সিড মানি দেয়া হয়েছে;
- ৬৬০ জন স্টার্টআপকে (২৮ কোহোর্ট) স্টার্টআপ স্কেলআপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৩৫টি স্টার্টআপ (৩১ কোহোর্ট) প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে এবং৪৬০ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

২. বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল পরিষেবা ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ (বিডিসেট) প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে

- ১০০ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং
- ৮০০ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ) অবকাঠামো উন্নয়ন

- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ৯২টি পার্ক নির্মাণ করছে;
- ১৮টি পার্কের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলছে;
- ঢাকার কাওরানবাজারে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক-২ এর নির্মাণ কাজসহ অবশিষ্ট পার্কগুলোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতু-বন্ধন তৈরি করছে;
- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বুয়েটে ইনোভেশন হাব স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনোভেশন হাব স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনোভেশন হাব স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী নিশ্চিত এবং গবেষণার সুযোগ তৈরির জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এপর্যন্ত ৩৩টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- সারাদেশে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে;

আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, বরিশাল

আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, চট্টগ্রাম

আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, মেহেরপুর

আইটি/হাই-টেক পার্ক, ময়মনসিংহ

মাদারীপুর জেলায় শিবচরে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পার্কের পরিবর্তে ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত ইনস্টিটিউটের গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট এর অশংটুকু মিলে বুয়েটে একটি ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের বিষয় বুয়েট এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পার্কের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়।

গ) যেসব হাই-টেক পার্ক/সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক/ ইনকিউবেশন সেন্টারগুলোতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলমান আছে

- হাই-টেক পার্ক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর;
- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর;
- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক-১, ঢাকা (সাবেক জনতা টাওয়ার);
- হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী (সিলিকন টাওয়ার);
- হাই-টেক পার্ক, সিলেট (কোম্পানীগঞ্জ);
- আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর;
- আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, কুয়েট;
- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, চট্টগ্রাম (আগ্রাবাদ);

ঘ) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে)

১) আইটি পার্কসমূহের কার্যক্রম চালুকরণঃ

- আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর পার্কটি ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়;
- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ০১টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ;

২) ভূমি বরাদ্দ প্রদানঃ

- হাই-টেক পার্ক, সিলেট এ ২টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ;
- হাই-টেক পার্ক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এ ১২টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ এবং
- হাই-টেক পার্ক, রাজশাহীতে ২টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

৩) স্পেস বরাদ্দ প্রদানঃ

- হাই-টেক পার্ক, সিলেট হতে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে রেডি স্পেস বরাদ্দ;
- হাই-টেক পার্ক, রাজশাহীতে ৫টি প্রতিষ্ঠানকে রেডি স্পেস বরাদ্দ এবং
- আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, চাঁদগাঁও, চট্টগ্রামে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

৪) স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ প্রদানঃ

- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এ ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে সেল/ওয়ার্ক স্টেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

ঙ) আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন

- দেশের বিভিন্ন হাই-টেক পার্কগুলোতে ২৩০টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস ও প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে;
- ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস ও প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- নিয়মিত ভাড়া প্রদান না করা এবং চুক্তির শর্ত প্রতিপালন না করাসহ বিভিন্ন কারণে ১১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত স্পেস ও প্লট বাতিল করা হয়েছে এবং
- পার্কে ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে বেসরকারি সেক্টর থেকে ২৫২৪.৯২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ হবে।

চ) ইভেন্ট

"জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়" শীর্ষক সেমিনার আয়োজনঃ

- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে "জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়;
- সেমিনারে দেশের ইতিহাস, আত্মত্যাগ এবং প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে আলোচনা করা হয় এবং
- সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি;

ছ) সংস্কার কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্প সাইট পুনঃনির্ধারন এবং অযৌক্তিক সাইট বাতিলকরণ

- আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্পের আওতায় (গোপালগঞ্জ, ফেনী, নীলফামারী, শেরপুর, সুনামগঞ্জ) চলমান রয়েছে;
- প্রকল্প এলাকাসমূহ বাদ দেওয়া হয় (পটুয়াখালী, ঠাকুরগাঁও);
- প্রকল্প সাইট পুন:নির্ধারণ করে (ভূমি প্রাপ্তির সাপেক্ষে) চার তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট চার তলা ভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত হয়;
- হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প হতে ম্যুরাল/স্মৃতি সৌধ কম্পোনেন্টটি বাদ দেওয়া হয়েছে;
- জেলা পর্যায়ে আইটি/ হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) আওতায় কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার (রামু), সিলেটের
- (কোম্পানীগঞ্জ) বাদ দেওয়া হয়েছে;
- নাটোরের সাত তলা ভবনের পরিবর্তে চার তলা ভবন নির্মাণ করা হবে;
- আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১১টি) প্রকল্পের আওতায় (বান্দরবান) সাইট বাদ দেওয়া হয়েছে;
- চাঁদপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া জেলার ছয় তলা ভবনের পরিবর্তে পাঁচ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে;
- মানিকগঞ্জ, ভোলা জেলার ছয় তলার পরিবর্তে চার তলা ভবন নির্মাণ করা হবে;
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রনটিয়ার টেকনোলজি এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় গ্যালারিসহ ফুটবল মাঠ, বালি ভরাট (আংশিক) অংশ বাদ দেওয়া হয়;

ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস)

- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনলাইন ওএসএস সিস্টেমে মোট ৮৩টি সেবা চালু রয়েছে;
- কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সেবা ৫০টি এবং অন্যান্য সেবা প্রদানকারী (এনবিআর, CCI & E, DIFE, Fire Service, RJSC, SSD, Bangladesh Bank, পরিবেশ অধিদপ্তর ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠানের ৩৩টি সেবা ইন্ট্রিগ্রেশন রয়েছে এবং
- সকল সেবা অনলাইন ওএসএস সিস্টেম-এ অন্তর্ভূক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জমি ও স্পেস বরাদ্দের Standard Operating Procedure (SoP) তৈরী

- জমি ও স্পেস বরাদ্দের ক্ষেত্রে Standard Operating Procedure (SoP) তৈরী করা হয়েছে।

আইন, বিধি, গাইড লাইন/ নীতিমালা, প্রবিধানমালা তৈরি

- হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার পার্ক/ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য জমি নির্বাচন গাইড লাইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে;
- কর্তৃপক্ষের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সিভিল স্থাপনার অপারেশন ম্যানুয়াল (SoP) প্রস্তুত করা হয়েছে;
- কর্তৃপক্ষের বিধিমালা-২০১৫ সংশোধনের লক্ষ্যে খসড়া প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত/ স্থাপিতব্য ইনোভেশন হাব পরিচালনা গাইড লাইন এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উচ্চ প্রযুক্তির ল্যাব পরিচালনা গাইড লাইন এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে;

নিরাপদ ডিজিটাল সেবা নিশ্চিতকরণে সিসিএ'র উদ্যোগ

বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (CCA) দেশের সার্টিফাইং অথরিটিগুলোর (CA) কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে। ই-সিগনেচার ব্যবস্থার সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা ও বৈধতা নিশ্চিত করতে সিসিএ লাইসেন্স প্রদান, সিএ সংক্রান্ত পলিসি ও গাইড লাইন প্রণয়ন এবং পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করে। পাশাপাশি, ই-কেওয়াইসি (e-KYC) ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থার মান নির্ধারণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং প্রযুক্তিনির্ভর পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়া সহজ করতে কাজ করছে, যা দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় থেকে যেসব উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

ডিজিটাল সেবা

গত এক বছরে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার চালু হয়

Sl. No.	Organization Name	Service
1.	National Board of Revenue (NBR)	VAT Smart Challan
2.	Ministry of Foreign Affairs	Verification of educational certificates of students going abroad
3.	Bangladesh Cricket Board	e-Ticket
4.	Mutual Trust Bank	Internal Memo e-Sign
5.	Eastern Bank Limited	Internal Memo e-Sign
6.	BRAC Bank PLC	Procurement
7.	Robi Axiata PLC	Supply Chain Management
8.	Bangladesh Institute of Forensic Psychology and Science	PDF Sign
9.	Saudi Bangla Pipelines Limited	Internal Memo e-Sign
10.	Beacon Pharmaceuticals	Document Management System
11.	Aristopharma Limited	Document Management System
12.	DGePay	e-Sign on appointment letters, purchase orders and leave forms
13.	Dipon International	e-Sign on Appointment Letters, Purchase Orders, Leave forms, Release Letters, Experience Certificate
14.	Dipon Consultancy Services	
15.	Relief Exchange Limited	
16.	Dipon Infrastructure Limited	

Sl. No.	Organization Name	Service
17.	Dipon Gas Limited	
18.	Bangla Trident Forwarding Agency Company Ltd.	FCR/BL Signature
19.	DG Infotech Limited	Appointment Letters, Purchase Orders, Leave forms
20.	E-Government ERP	PDF Sign
21.	ICD Division	Dnothi System

ইভেন্ট আয়োজন

সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২২ মে ২০২৫ তারিখে Public Key Infrastructure (PKI) Summit 2025 আয়োজন করা হয়। উক্ত সামিটের ডিজিটাল সিগনেচার বেস্ট ইউজার ক্যাটাগরিতে RJSC, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, BRAC Bank PLC, Robi Axiata Limited এই চার প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া Digital Transformation in Bangladesh: PKI and Digital Signature for Trust, Security and Transparency I Securing Governance: Digital Signature in Public Services বিষয়ে দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেআই সামিট ২০২৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানর

পিকেআই হ্যাকাথনের একাংশের

- একই সময় বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রফেশনাল ক্যাটাগরিতে PKI Hackathan আয়োজন করা হয়। উক্ত হ্যাকাথনে দুটি ক্যাটাগরিতে ০৩টি করে মোট ০৬ টি দলকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করা হয় পিকেআই বিষয়ে অনলাইন কুইজ। কুইজে অংশগ্রহণকারী ৬৬ জনকে ডিজিটাল স্বাক্ষরকৃত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকবৃন্দের অংশগ্রহণে ই-সাইন বিতরণ অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

- জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, ইন্টারঅপারেবিলিটি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল সাইন বিষয়ক সেমিনারে ০৮ (আট)টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের হাতে কলমে e-KYC সম্পন্ন করা এবং ডিজিটাল সিগনেচারের সাথে যুক্ত করা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্য নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (DoICT) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সংস্থার প্রধানতম কাজগুলো হচ্ছে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেওয়া, কানেক্টিভিটি স্থাপন, অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ, গবেষণা ও উদ্ভাবন, আইসিটি শিল্পের বিকাশ এবং তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নব উদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে এই অধিদপ্তরটি এখন দেশের সাধারণ মানুষের জন্য একটি অপরিহার্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেগুলো তুলে ধরা হলো:

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- উদীয়মান প্রযুক্তি, Technical Writing and Documentation, Digital Forensic and Investigation, Public Procurement, ডি-নথি, ফ্রি-ল্যান্সিং ইত্যাদি বিষয়ে ৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- নারীর ক্ষমতায়নে 'হার পাওয়ার' প্রকল্পের মাধ্যমে গত এক বছরে ১৬,৬৬৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ ও ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীরা ৪.৩১ কোটি টাকা উপার্জন করেছেন;

'হার পাওয়ার' প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের প্রশিক্ষণ ও ল্যাপটপ প্রদানের অংশ

আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি

৩০টি উপজেলায় 'উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণকেন্দ্র'-এর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং নতুন করে আরও ১০০ টি উপজেলায় নির্মাণ কাজ ৯০ শতাংশের বেশি সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সারাদেশে ৪৬,২৮৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

সদ্য নির্মিত উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণকেন্দ্র

স্কুল অব ফিউচার এর জন্য রোবটিক্স কর্নার স্থাপন: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় আইসিটি বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত 'স্কুল অব ফিউচার' হিসেবে মনোনীত ৩০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রোবটিক্স কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কর্নারে রয়েছে, বেসিক ও অ্যাডভান্স রোবটিক্স ইন্সট্রুমেন্ট, থ্রি-ডি প্রিন্টার ও ফিলামেন্ট, কন্ট্রোলারসহ ভিআর হেডসেট, আইআর নেটওয়ার্ক ক্যামেরা, ইউপিএস, 4IR ল্যাবের জন্য বিশেষ টেবিল এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য বসার জায়গা।

বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত 'স্কুল অব ফিউচার' হিসেবে মনোনীত ৩০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রোবটিক্স কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কর্নারে রয়েছে, বেসিক ও অ্যাডভান্স রোবটিক্স ইন্সট্রুমেন্ট, থ্রি-ডি প্রিন্টার ও ফিলামেন্ট, কন্ট্রোলারসহ ভিআর হেডসেট, আইআর নেটওয়ার্ক ক্যামেরা, ইউপিএস, 4IR ল্যাবের জন্য বিশেষ টেবিল এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য বসার জায়গা।

স্থাপিত রোবটিক্স কর্নার

উদ্ভাবন, গবেষণা ও সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তরকে সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি/উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিয়মিত সহায়তা করছে। এরই অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য টিকাদান কার্যক্রম ও সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা, তথ্য সংশোধন এবং রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করছে এ অধিদপ্তর। Smart Office Management System (SOMS)-এর ফিচারসমূহ যেমন: দপ্তর ব্যবস্থাপনা, বদলি ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা, রিপোর্ট ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি যুক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ মনিটরিং সফটওয়্যার (OTMS) তৈরি এবং ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে অদ্যাবধি ২৫,১২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য নারী উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে।

স্মার্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

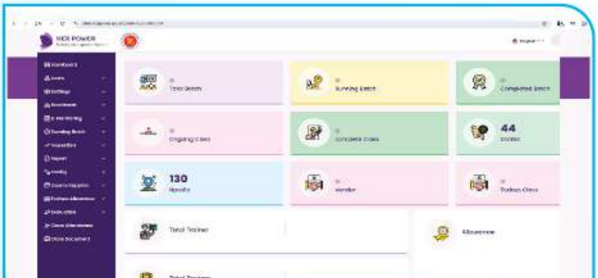

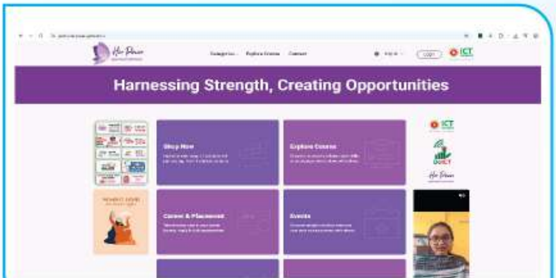

প্রশিক্ষণ মনিটরিং সফটওয়্যার এবং নারী উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম

ইভেন্ট/উৎসব আয়োজন

নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে "তারুণ্যের উৎসব-২০২৫" আয়োজন

"এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ফেব্রুয়ারিতে দেশব্যাপী আয়োজন করা হয় 'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫'। এ উৎসব এর মূল লক্ষ্য ছিল তরুণ উদ্যোক্তাদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে অনুপ্রাণিত করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ উৎসবের মূল আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয় কুমিল্লায়।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তারুণ্য উৎসব'এর সমাপনী পর্বে 'জুলাই বিপ্লব ও তথ্য প্রযুক্তি' এবং 'জুলাই বিপ্লবে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়' বিষয়ক দুটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। তরুণদের অংশগ্রহণে উৎসবে অনলাইন ভিত্তিক কুইজ, কনসার্ট এবং একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫

বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২৪/২৫

আইসিটি অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় গত ১৭-২১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে একক এবং দলগত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ২টি স্বর্ণপদক, ৪টি রৌপ্যপদক ও ৪টি ব্রোঞ্জপদকসহ মোট ১০টি পদক অর্জন করেছে।

২৬ তম আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী ১০ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ দল

আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন

আইসিটি শিল্পের উন্নয়নের অংশ হিসেবে "বিপিও ২.০: বিপ্লব থেকে উদ্ভাবন" প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ২১-২২ জুন অনুষ্ঠিত হয় বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০২৫। বাংলাদেশকে একটি বিশ্বমানের আইটিইএস (ITES) এবং আউটসোর্সিং powerhouse হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যাত্রায় এই সামিট একটি মাইলফলক স্থাপন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (DoICT), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (BPC) এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্ট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (BACCO) যৌথভাবে এ সামিটটি আয়োজন করে। এ সামিটের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত আউটসোর্সিং গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০২৫

দুই দিনব্যাপী এ সামিট ৩০,০০০+ অংশগ্রহণকারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়। এতে সরকারি প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক বিপিও বিশেষজ্ঞ, বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, ফ্রিল্যান্সার, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। ৩২টি প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা তুলে ধরে, ৯টি সেমিনার ও গোলটেবিলে ৮৬ জন দেশি-বিদেশি বক্তা আলোচনা করেন। সামিটে ১০০ জন তরুণ তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি পেয়েছেন। ক্যারিয়ার এক্সপো, বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টিভেশন ও B2B ম্যাচমেকিং-এর পাশাপাশি অনুষ্ঠিত পলিসি ডায়ালগে কূটনীতিক ও বিনিয়োগকারীদের উপস্থিতি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে।

উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

সাইবার ড্রিলে সাফল্য

অধিদপ্তরের SOC, NOC I CIRT টিম থেকে ২টি স্বতন্ত্র টিমে ৫ জন করে সর্বমোট ১০ জন কর্মকর্তা গত ২৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ সাইবার ড্রিল-এ অংশগ্রহণ করেন। ৫৮টি দলের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২টি দল যথাক্রমে ১৬তম ও ৩৪তম স্থান অর্জন করে। ড্রিলের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ১৫তম স্থান অর্জন করে।

PKI Drill ২০২৫ প্রতিযোগিতায় ২য় রানার-আপ

সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক Bangladesh Public Key Infrastructure Summit 2025 এর অংশ হিসেবে PKI Drill 2025 প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অধিদপ্তরের টিম প্রফেশনাল ক্যাটাগরিতে ২য় রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রম

প্রশাসনিক রুটিন কার্যক্রমের পাশাপাশি নাগরিক সেবার গুণগত মানোন্নয়ন, ডিজিটাল রূপান্তর ও দক্ষ জনবল উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্ভাবনী ও গুরুত্ববহ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা অধিদপ্তরের কৌশলগত লক্ষ্য ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

- **মাঠ পর্যায়ে ডিজিটাল নথি (ডি-নথি) এবং সরকারি ওয়েব পোর্টাল বাস্তবায়ন:** দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ডিজিটাল নথি (ডি-নথি)'র এডমিন প্যানেল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে প্রদান করা হয়েছে যা সরকারি ফাইলিং কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

- **বিষয়ভিত্তিক পুল গঠনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম:** বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে দক্ষতা নিশ্চিতকরণে অধিদপ্তরের অভ্যন্তরে বিষয়ভিত্তিক পুল গঠন করা হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ উচ্চতর কর্মকাণ্ডে দক্ষ মানবসম্পদ সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নীতিনির্ধারণী ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।

- **উপজেলা পর্যায়ে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:** উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের তরুণ প্রজন্মকে আত্মকর্মসংস্থানের আওতায় আনতে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত গ্রুপভিত্তিক তালিকা তৈরি করে অধিকতর উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মভিত্তিক বৈশ্বিক কর্মবাজারে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা হচ্ছে।

জুলাইয়ের চেতনায় তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের ঠিকানা হবে 'উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণকেন্দ্র'

বৈষম্য ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মের ঐতিহাসিক জাগরণের ফসল জুলাই গণঅভ্যুত্থান। এই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির নামে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে, যা পরে একটি স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের গণদাবিতে রূপান্তরিত হয়। এ আন্দোলনের মূলে ছিল মেধার ভিত্তিতে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তরুণরা স্বপ্ন দেখেছিল এমন এক বাংলাদেশের, যেখানে প্রত্যন্ত গ্রামের একজন মেধাবী তরুণও সমান সুযোগ পাবে, যেখানে স্বজনপ্রীতি বা বৈষম্য নয়, বরং দক্ষতাই হবে সাফল্যের চাবিকাঠি।

তরুণদের সেই স্বপ্নপূরণে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪০০টি উপজেলায় 'উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণকেন্দ্র' নির্মাণ করা হচ্ছে। এ কেন্দ্রগুলো নিছকই কোনো প্রশিক্ষণকেন্দ্র নয়, বরং এগুলো উপজেলা পর্যায়ে একেকটি প্রযুক্তি হাব হিসেবে গড়ে উঠবে। আশা করা হচ্ছে, ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে ১০০টি 'উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণকেন্দ্র' এর নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে আরও ৫০টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলে তরুণ প্রজন্ম তাদের নিজ উপজেলায় বসেই বিশ্বমানের প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তোলার সুযোগ পাবে। এই কেন্দ্রগুলোতে স্টার্টআপ, প্লাগ অ্যান্ড প্লে এবং কো-লোকেশনসহ আধুনিক সব সুবিধা থাকায় তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া ৫ম তলা 'উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণকেন্দ

প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীরা তিন ও ছয় মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে। তাদের আর চাকরির জন্য বিদেশ পাড়ি দিতে হবে না; ঘরে বসেই তারা ইউরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবে। এটি কেবল তাদের ব্যক্তিগত ভাগ্যই পরিবর্তন করবে না বরং দেশের অর্থনীতিতেও আনবে নতুন গতি। জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। 'উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণকেন্দ্র' এর মাধ্যমে রাজধানীর সঙ্গে উপজেলা পর্যায়ের সরকারি দপ্তরগুলোর একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি হবে, যা সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনবে। ই-লার্নিং এবং ভিডিও কনফারেন্সের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

'উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণকেন্দ্র' তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। এই কেন্দ্রগুলোই হয়ে উঠবে আগামীর নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল ভিত্তি এবং তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের নতুন ঠিকানা। এছাড়া ইডিসি প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ভেতরের লে-আউট

সুরক্ষিত সাইবার পরিমন্ডল বিনির্মাণে অগ্রণী জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি

জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত সাইবার পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। এজেন্সিটি সাইবার হুমকি প্রতিরোধ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর সুরক্ষা, নীতি প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাইবার সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি, সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দেশের সামগ্রিক সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তার উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও সাইবার সচেতনতা কার্যক্রম

সাইবার সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি হতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রায় ২০০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণের সাইবার হুমকি শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ কৌশল, প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তরুণদের মধ্যে সাইবার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০২৫-এ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রায় ৩০০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সেশন আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনলাইন জগতে নিজেদের নিরাপদ রাখার বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

"জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, ২০২৫" এ সাইবার সচেতনতা বিষয়ক সেশনের একটি মুহূর্ত

এছাড়াও, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৫০০ জন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে সাইবার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ডিজিটাল হাইজিন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা ও সাইবার হুমকি ব্যবস্থাপনা

নতুনভাবে প্রণীত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এ অনলাইন জুয়াকে একটি সাইবার অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি হতে প্রায় ১,০০০ এর অধিক অনলাইন জুয়ার সাইট/ গ্রুপ ব্লক, ক্ষতিকর কনটেন্ট ও সাইবার নিরাপত্তায় হুমকিস্বরূপ সাইটসমূহ রিমুভ/ব্লক করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিটিআরসি ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে।

জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি হতে জাতীয় কম্পিউটার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT) এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা হয়। জাতীয় কম্পিউটার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম (NCERT)

"Digital Protection through National Cyber Security Strategy and CII Protection" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সাইবার হামলা ও হুমকি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসহ (CII) বিভিন্ন সংস্থাকে সতর্কবার্তা ও প্রতিকারমূলক পরামর্শ প্রদান করছে। CII-তে স্থাপিত সাইবার সেন্সর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকি ও হুমকি সম্পর্কিত প্রতিবেদনও প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, রিস্ক বেইজড আইটি অডিট, ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট ও পেনেট্রেশন টেস্ট এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সাইবার ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

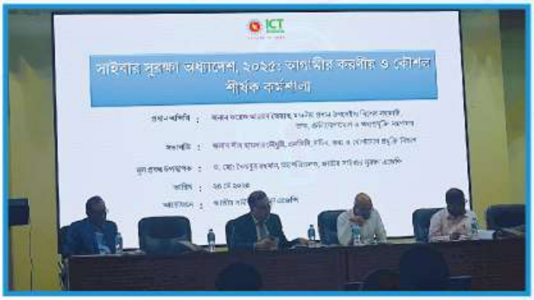

"সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ: আগামীর করণীয় ও কৌশল" শীর্ষক কর্মশালা

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'Bangladesh Digital Cyber Resilience' প্রোগ্রামের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর (CII) সাইবার সক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য Cyber Maturity Model Assessment পরিচালনা ও পর্যালোচনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, CII প্রতিনিধি ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণে "Digital Resilience through Cyber Security Strategy & CII Protection" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে উক্ত মূল্যায়ন উপস্থাপনপূর্বক ২০২৫-২০৩০ মেয়াদি 'Bangladesh Cyber Security Strategy'-এর খসড়ায় অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করে তা চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুযায়ী জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি'র আগামীর করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব মহোদয়ের উপস্থিতিতে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় সামগ্রিকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সাইবার নিরাপত্তায় কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণে পরবর্তী পদক্ষেপ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও সুপারিশ গৃহীত হয়।

এছাড়াও, ইউরোপীয় ইউনিয়নের global gateway ও e-Governance Academy (eGA)-এর সহযোগিতায় NSOC, X-Road সহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়মূলক সেশন আয়োজন করা হয় যা আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা ও ইন্টারঅপারেবিলিটি সম্পর্কিত ধারণা, সর্বোত্তম অনুশীলন এবং সম্ভাব্য বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক আয়োজিত ইভেন্ট

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে সাইবার ড্রিল আয়োজনের মাধ্যমে সাইবার ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং ও প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৫৮টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

"সাইবার ড্রিল, ২০২৫" এর কিছু খণ্ডচিত্র

আইন ও বিধি প্রণয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ এ নাগরিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধান অপ্রতুল থাকার কারণে তা অপপ্রয়োগ ও নিপীড়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করায় এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার খর্ব করার কারণে উক্ত আইন রহিত করে একটি অধিকতর সমন্বিত আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি হতে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়নে বিভিন্ন

স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশন সভা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়। এসব সভা ও সেমিনারে প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ চূড়ান্তকরণে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে সরকার গত ২১ মে ২০২৫ তারিখে 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' এর প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন ও সংশোধন করা হয়েছে যা একদিকে দেশের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে নাগরিকদের অধিকার, স্বচ্ছতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাও রক্ষা করছে।

"সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ" খসড়া প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা

নাগরিকদের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকারকে সাইবার সুরক্ষার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। অনলাইন কন্টেন্ট ব্লক, অপসারণ বা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার স্বার্থে সরকারকে সকল ব্লককৃত কন্টেন্টের তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়েছে এবং তিন দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি না পেলে তা পুনরায় চালু করতে হবে–যা প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

এছাড়া, সাইবার জুয়া, যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইলিং এবং অশ্লীল কনটেন্ট সম্পর্কিত অপরাধ ও দণ্ড নতুনভাবে সংযোজন করে ডিজিটাল নিরাপত্তার আওতা বিস্তৃত করা হয়েছে। এর ফলে নারী ও কিশোর-কিশোরীদের ডিজিটাল সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, সামাজিক মূল্যবোধের সুরক্ষা ও নিরাপদ সাইবার পরিবেশ গঠনে এটি ভূমিকা রাখবে।

এ অধ্যাদেশের অধীনে শুধুমাত্র সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মামলা দায়ের করতে পারবে। আইনের অপব্যবহার ও হয়রানি রোধে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এর ফলে তৃতীয়পক্ষের ইচ্ছামতো মামলা দায়ের বন্ধ হবে। সর্বোপরি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু ধারা বাদ দেয়া হয়েছে। এসব ব্যবস্থা একত্রে দেশের সাইবার পরিমণ্ডলকে নিরাপদ, জবাবদিহিমূলক ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলছে।

এছাড়াও, জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি হতে খসড়া ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়নে একাধিক স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশন সভা আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি, সাইবার সুরক্ষা বিধিমালা প্রণয়ন, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো গাইডলাইন এবং ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব গাইডলাইন হালনাগাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা দেশের সাইবার নিরাপত্তা কাঠামোকে আধুনিকায়ন, তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং অপরাধ তদন্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে।

ডিজিটাল অর্থনীতি ও নাগরিকদের ডিজিটাল জীবনযাত্রাকে সুরক্ষিত করার মধ্য দিয়ে একটি নিরাপদ ও আস্থাশীল সাইবার-স্পেস সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি কাজ করে যাচ্ছে।

সুরক্ষিত তথ্য ভাণ্ডার ও নিরবচ্ছিন্ন তথ্যসেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDCCL)

বর্তমানে সরকারের প্রায় প্রতিটি খাতে যেমন, প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি, পুলিশ, কর ব্যবস্থা, নাগরিক সেবা, ব্যাংকিং ইত্যাদিতে বিপুল পরিমাণ তথ্য তৈরি হচ্ছে। এই সমস্ত তথ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ, নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যাকআপ এবং ক্লাউডভিত্তিক সেবা প্রদানের জন্য একটি বিশ্বমানের ডাটা সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে গাজীপুরের কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে সাত একর জমির উপর নির্মিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও টায়ার-ফোর ক্যাটাগরির একটি আধুনিক ডাটা সেন্টার। ক্লাউড কম্পিউটিং ও জি-ক্লাউড প্রযুক্তিনির্ভর এই সেন্টারটি বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার। এটি পরিচালনা করছে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDCCL), যা দেশের ডিজিটাল অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

গত এক বছরে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড-এর আওতায় যেসব উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

নাগরিক সেবা:

এ ডাটা সেন্টার হতে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি প্রায় ৬০টি প্রতিষ্ঠানকে ক্লাউড কম্পিউটিং, ক্লাউড স্টোরেজ, ডাটা স্টোরেজ ও ব্যাকআপ, ডাটা সিকিউরিটি ও কো-লোকেশন সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। ডাটা সেন্টারের ক্লাউড সার্ভিস হতে গ্রাহককে ভার্চুয়্যাল মেশিন তৈরী করে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দেয়া হয় যার মাধ্যমে গ্রাহক যেকোন স্থান থেকে লগ-ইন করে সুরক্ষিত উপায়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের কোন হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ক্রয় বা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না, শুধু ইন্টারনেট বা ইন্ট্রানেট ব্যবহার করে নিশ্চিন্তে ই-সেবা গ্রহণ করতে পারে।

ইভেন্ট

"জুলাই গণঅভ্যুথান দিবস" উদযাপন উপলক্ষ্যে 'Bridging Campus to Cloud' উদ্যোগের আওতায় প্রথম পর্যায়ে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST)-এর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০ জন শিক্ষার্থী ও ২ জন শিক্ষক বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল) পরিচালিত ডাটা সেন্টার পরিদর্শন করেন। এ বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করার পাশাপাশি ডাটা ও ক্লাউড প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনের পথ নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

"জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস" উদযাপন

জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান

বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখে চলেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় অর্থনীতিতে যেভাবে অবদান রেখেছে:

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি

বিডিসিসিএল সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিডিসিসিএল মোট আয় ও ব্যয়ের বিপরীতে ভ্যাট-ট্যাক্স, কাস্টমস ডিউটি ও বিভিন্ন ফী বাবদ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সর্বমোট ১৯.২১ কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করেছে। বিডিসিসিএল থেকে সেবা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্ভার ক্রয়, সার্ভারের মেইন্টেনেন্স ও এ সংক্রান্ত দক্ষ জনবল বাবদ অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে যাতে উল্লেখযোগ্য খরচ সাশ্রয় হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়

বিডিসিসিএল আন্তর্জাতিক মানের ক্লাউড সেবা প্রদান করার ফলে সেবা প্রদানের গুণগত মানও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদেশি ডাটা সেন্টারের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর মাধ্যমে সরকারের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

নতুন কর্মসংস্থান ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি

বিডিসিসিএল- এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ডাটা সেন্টার ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং উন্নত কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তোলার পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে।

বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি

বিডিসিসিএল-এর অব্যবহৃত র‍্যাকস্পেস এবং বিদ্যমান ডেটা স্টোরেজ এলাকাগুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিডিসিসিএল একটি আন্তর্জাতিক মানের বিনিয়োগমুখি সার্টিফাইড ডাটা সেন্টার পরিচালনার মাধ্যমে সেবা প্রদান, ডাটা সংরক্ষণ, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড একটি উদ্ভাবননির্ভর, আত্মনির্ভরশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথপ্রদর্শক

পরিচিতি

প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে তরুণদের হাত ধরেই গড়ে উঠছে নতুন সম্ভাবনার বাংলাদেশ। এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে কাজ করে চলেছে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন দেশের একমাত্র সরকারি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি। ২০২০ সালের মার্চে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু বিনিয়োগ নয়, তরুণদের পাশে থেকে তাদের স্বপ্নের উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, তরুণরাই দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই তাদের আইডিয়া, উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্যোক্তা মনোভাবকে কার্যকর করতে এটি কাজ করে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক পুঁজি, নেটওয়ার্কিং ও আন্তর্জাতিক এক্সপোজার দেওয়ার মাধ্যমে। বাংলাদেশ সরকারের প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম একটি হাতিয়ার হিসেবে, স্টার্টআপ বাংলাদেশ তরুণদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যত নির্মাণে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে।

প্রধান কার্যাবলি

বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি এবং স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিনিয়োগ সহায়তা বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগকে যেমন উৎসাহিত করছে, তেমনি বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১. প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী সীড/গ্রোথ স্টেজ স্টার্টআপসমূহে বিনিয়োগ;
২. স্টার্টআপদের গ্রোথ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
৩. দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে স্টার্টআপদের সংযোগ স্থাপন করে দেয়া;
৪. জাতীয় পর্যায়ে স্টার্টআপ সংশ্লিষ্ট পলিসি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ;
৫. স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন;

বিনিয়োগ

স্টার্টআপ মূল্যায়নের আলোকে সীড স্টেজ স্টার্টআপে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা এবং গ্রোথ স্টেজ স্টার্টআপে প্রতি রাউন্ডে সর্বোচ্চ পাঁচ কোটি টাকা ইক্যুইটি বা ইক্যুইটি-লিঙ্কড ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড ইতোমধ্যে ৩৭টি সম্ভাবনাময় স্টার্টআপে ১০৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৬টি স্টার্টআপের সাথে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং উক্ত সময়কালে মোট ২২.৬৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক বিনিয়োগকৃত স্টার্টআপগুলো হচ্ছেঃ পাঠাও লিমিটেড, সেবা প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড, চালডাল লিমিটেড, ইনটেলিজেন্ট মেশিনস লিমিটেড, ঢাকা কাস্ট লিমিটেড, এডু হাইভ লিমিটেড, মনের বন্ধু লিমিটেড, টেন এমএস লিমিটেড, কেয়ার নিউট্রিশন লিমিটেড, হেলো টাস্ক লিমিটেড, লুপ ফ্রেইট লিমিটেড, শাটল টেকনোলজিস লিমিটেড, যান্ত্রিক লিমিটেড, ট্যুর বুকিং বিডি লিমিটেড, ভ্রুম সার্ভিসেস লিমিটেড, আই-ফার্মার লিমিটেড, সিলভার ওয়াটার টেকনোলজিস বাংলাদেশ লিমিটেড, সোয়াপ বিডি লিমিটেড, বিমাফাই লিমিটেড, মেডইজি লিমিটেড, ট্রাক লাগবে লিমিটেড, মার্কেটার এআই লিমিটেড, আমারল্যাব লিমিটেড, ওপেনরিফ্যাক্টরি বাংলাদেশ লিমিটেড, স্টেলার ডিজিটাল লিমিটেড, আরোগ্য লিমিটেড, প্যাভিলিয়ন ৩৬০ লিমিটেড, এলিস ল্যাবস পিটিই. লিমিটেড, হিসাব টেকনোলজিস লিমিটেড, পালস টেক লিমিটেড, প্যারেন্টস কেয়ার লিমিটেড, ডুবটেক ডিজিটাল লিমিটেড, সক্রিয় টেকনলজিস লিমিটেড, এরিয়া ৭১ ভেনচার লিমিটেড, ইংলিশ চ্যাম্প লিমিটেড, বুকশনারি লিমিটেড, শিখো টেকনোলজিস বাংলাদেশ লিমিটেড। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ স্টার্টআপগুলো বর্তমান অবস্থা তোলে ধরা হলোঃ

পাঠাও লিমিটেড

পাঠাও লিমিটেড ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ অন-ডিমান্ড ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। এটি রাইড শেয়ারিং, ফুড ডেলিভারি ও ই-কমার্স সেবা দিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ বিভিন্ন শহরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রায় অসংখ্য রাইডার ও ডেলিভারি পার্টনারকে কর্মসংস্থান দিয়েছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড বিনিয়োগ ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে পাঠাও-এর ব্যবসা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সেবা প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড

সেবা প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস, যেখানে ব্যবহারকারীরা ঘরোয়া ও পেশাদার সেবা যেমন ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, বিউটি সার্ভিসসহ নানা ধরনের সেবা সহজেই বুক করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীসহ বিভিন্ন শহরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ৫,০০০-এর বেশি সেবা প্রদানকারীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে। তারা ১০০+ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ পেয়েছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের প্রাথমিক বিনিয়োগ সহায়তার মাধ্যমে স্কেলআপে সহায়তা করেছে।

চালডাল লিমিটেড

চালডাল লিমিটেড বাংলাদেশের অন্যতম অনলাইন গ্রোসারি প্ল্যাটফর্ম, যা ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি সেবা দেয়। প্রতিষ্ঠানটি ২,০০০-এর বেশি কর্মী নিয়োজিত রেখেছে এবং এখন পর্যন্ত ৪০ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ পেয়েছে।

ইনটেলিজেন্ট মেশিনস লিমিটেড

ইনটেলিজেন্ট মেশিনস লিমিটেড একটি এআই ও মেশিন লার্নিংভিত্তিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, যা ব্যাংক, টেলিকম ও সরকারি খাতে ডেটা বিশ্লেষণ ও অটোমেশন সল্যুশন প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি ৪০-এর বেশি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ দিয়েছে এবং ১ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ পেয়েছে।

আইফার্মার লিমিটেড

২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের কৃষিখাতে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদানকারী অন্যতম উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানটি কৃষকদের জন্য সহজতর আর্থিক সহায়তা, কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে সহায়তা করে। তারা এ পর্যন্ত প্রায় ৮০,০০০ কৃষককে প্রযুক্তিভিত্তিক সহায়তা প্রদান করেছে। আইফার্মার -এ স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড একটি কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

ট্রাক লাগবে

একটি অন-ডিমান্ড ট্রাকিং প্ল্যাটফর্ম, যা ২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করে এবং মালবাহী পরিবহন খাতে একটি ডিজিটাল বিপ্লব ঘটায়। প্ল্যাটফর্মটি দেশব্যাপী ট্রাক ভাড়া নেওয়ার প্রক্রিয়াকে ডিজিটালাইজ করে এবং ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য দ্রুত ও সাশ্রয়ী ট্রান্সপোর্ট সেবা নিশ্চিত করে। এ পর্যন্ত ৫০,০০০-এর বেশি ট্রাক ড্রাইভার ও মালিক এই প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে। তারা প্রায় ১০+ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ সংগ্রহ করেছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের ব্যবসায়িক সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আরোগ্য

২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ফার্মেসি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে, যা ব্যবহারকারীদের নির্ভরযোগ্য ও যাচাইকৃত

ওষুধ সরাসরি গ্রাহকের বাসায় পৌঁছে দেয়। আরোগ্য দেশের স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটাল রূপান্তরের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ নাম, যারা ইতিমধ্যে ১,০০,০০০-এর বেশি গ্রাহককে সেবা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের প্রাথমিক স্কেলআপ -এ সহায়তা প্রদান করেছে।

হিসাব টেকনোলজিস:

একটি ভয়েস ভিত্তিক ফিনটেক সল্যুশন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যা ২০১৭ সাল থেকে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভয়েস টেকনোলজির মাধ্যমে ব্যাংকিং ও পেমেন্ট খাতকে আরও সহজ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলছে। হিসাব ইতোমধ্যে জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে। তারা প্রায় ৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ পেয়েছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের বিনিয়োগ ও পাইলটিং কার্যক্রমে সহায়তা করেছে।

ডুবোটেক

একটি হার্ডওয়্যার ও রোবটিকস ভিত্তিক স্টার্টআপ, যা ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা পানির নিচে নজরদারি, রক্ষণাবেক্ষণ ও ডেটা সংগ্রহের জন্য উদ্ভাবনী রোবটিক সল্যুশন তৈরি করে থাকে, যা দেশের সামুদ্রিক ও নৌ খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খরচ কমিয়ে কার্যকারিতা বাড়িয়েছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের বিনিয়োগ ও বাজার প্রবেশে সহায়তা করেছে।

শেয়ারট্রিপ লিমিটেড

শেয়ারট্রিপ দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন প্ল্যাটফর্ম। প্রতিষ্ঠানটি বাজেট ফ্রেন্ডলি ট্যুর প্যাকেজ দিয়ে প্রতি মাসে হাজারো পর্যটককে সেবা দেয়। তারা ১০০-এর বেশি তরুণকে কর্মসংস্থান দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করেছে।

টেন মিনিট স্কুল লিমিটেড

টেন মিনিট স্কুল ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের শীর্ষ অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম। প্রতিষ্ঠানটি ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ভিডিও লেকচার, লাইভ ক্লাস ও দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স প্রদান করে। অ্যাপটি ৫৭ লাখের বেশি বার ডাউনলোড হয়েছে এবং মাসে এক কোটির বেশি শিক্ষার্থী সেবা গ্রহণ করে। বিনামূল্যে সেবা নিচ্ছে প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ শিক্ষার্থী, আর পেইড ব্যবহারকারী সাড়ে ছয় লাখের বেশি। ২০২৩ সালে তারা ৬১ কোটি টাকা বিনিয়োগ পেয়েছে, যার মধ্যে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড অন্যতম অংশীদার।

উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানসমূহ ইয়ুথ স্টার্টআপ সামিট ২০২৫

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে ঢাকার বাইরেও যখন ব্যবসায়িক ভাবনার আলো ছড়িয়ে পড়ছে, তখন স্টার্টআপ বাংলাদেশ তরুণদের একত্র করার জন্য একটি অভিনব আয়োজন করে–ইয়ুথ স্টার্টআপ সামিট ২০২৫। চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই সামিট যেন হয়ে ওঠে তরুণদের উদ্ভাবনের মহামিলনমেলা।

সেখানে দেখা মেলে এমনসব তরুণের, যারা নীরবে নিজের ঘরে বসে বড় কিছু ভাবছিলেন–কেউ স্বাস্থ্যখাতে প্রযুক্তি আনার স্বপ্ন দেখেছেন, কেউ আবার কৃষিকে ডিজিটাইজ করতে চান। সামিটে এসে তারা বুঝলেন, তারা একা নন। হাজারো তরুণ উদ্যোক্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সরকার, আছে স্টার্টআপ বাংলাদেশ। সেই জায়গা থেকে জন্ম নিল নতুন সংযোগ, নতুন ভাবনা আর উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার আত্মবিশ্বাস।

এ আয়োজন শুধু একটি সম্মেলন ছিল না, বরং এক নতুন দরজা, যেখানে তরুণরা শিখেছে কীভাবে নিজের ব্যবসার পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়, বিনিয়োগকারীর সামনে কীভাবে নিজেদের উপস্থাপন করতে হয়, এবং কীভাবে ছোট ভাবনাকে বড় বাস্তবতায় রূপ দেওয়া যায়। 'দ্য ইউথ ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতা ছিল এই সামিটের অন্যতম আকর্ষণ, যেখানে বিজয়ী আইডিয়াগুলো পেয়েছে বাস্তবায়নের সুযোগ, পেশাদার মেন্টরশিপ এবং পুঁজি সহায়তা। প্রতিটি বিভাগে আয়োজিত এ আঞ্চলিক ইয়ুথ স্টার্ট-আপ সামিটে চ্যাম্পিয়ন স্টার্টআপকে ৩ লক্ষ টাকা, প্রথম রানার আপ স্টার্টআপকে ২ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় রানার আপ স্টার্টআপকে ১ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্টার্টআপ কানেক্ট ২০২৫

তরুণদের কণ্ঠ যেন বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে যায়—এ লক্ষ্যেই স্টার্টআপ বাংলাদেশ আয়োজন করে "বাংলাদেশ স্টার্টআপ কানেক্ট ২০২৫"। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ আন্তর্জাতিক আয়োজনে ৫০ জনেরও বেশি বিদেশি প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ প্রোগ্রামে ১৫টিরও বেশি সেমিনার আয়োজন করা হয় যেখানে ২০০০ এরও বেশি উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারীসহ স্টার্টআপ বিষয়ে আগ্রহীরা অংশগ্রহণ করেন।

এ সম্মেলনে বাংলাদেশের তরুণ উদ্যোক্তারা প্রথমবারের মতো সরাসরি নিজেদের স্টার্টআপ নিয়ে কথা বলেছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে। কেউ নতুন কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলেছেন, কেউ আবার স্বাস্থ্যসেবা খাতে ডেটা অ্যানালিটিকস কিভাবে বদলে দিতে পারে সেই গল্প শুনিয়েছেন। এ যেন ছিল এক সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী প্রজন্মের জাগরণ।

বক্তৃতা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আর এক্সিবিশনের মাধ্যমে তরুণরা শিখেছে কীভাবে আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, তারা বুঝেছে- বাংলাদেশের আইডিয়াও বিশ্বজয় করতে পারে, যদি উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মে সেটা তুলে ধরা যায়। স্টার্টআপ কানেক্ট ছিল সেই প্ল্যাটফর্ম।

বাংলাদেশ স্টার্টআপ কানেক্ট ২০২৫

তরুণদের কণ্ঠ যেন বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে যায়—এ লক্ষ্যেই স্টার্টআপ বাংলাদেশ আয়োজন করে "বাংলাদেশ স্টার্টআপ কানেক্ট ২০২৫"। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ আন্তর্জাতিক আয়োজনে ৫০ জনেরও বেশি বিদেশি প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ প্রোগ্রামে ১৫টিরও বেশি সেমিনার আয়োজন করা হয় যেখানে ২০০০ এরও বেশি উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারীসহ স্টার্টআপ বিষয়ে আগ্রহীরা অংশগ্রহণ করেন।

এ সম্মেলনে বাংলাদেশের তরুণ উদ্যোক্তারা প্রথমবারের মতো সরাসরি নিজেদের স্টার্টআপ নিয়ে কথা বলেছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে। কেউ নতুন কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলেছেন, কেউ আবার স্বাস্থ্যসেবা খাতে ডেটা অ্যানালিটিকস কিভাবে বদলে দিতে পারে সেই গল্প শুনিয়েছেন। এ যেন ছিল এক সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী প্রজন্মের জাগরণ।

বক্তৃতা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আর এক্সিবিশনের মাধ্যমে তরুণরা শিখেছে কীভাবে আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, তারা বুঝেছে- বাংলাদেশের আইডিয়াও বিশ্বজয় করতে পারে, যদি উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মে সেটা তুলে ধরা যায়। স্টার্টআপ কানেক্ট ছিল সেই প্ল্যাটফর্ম।

Expand North Star Dubai 2024

বাংলাদেশের স্টার্টআপদের বৈশ্বিক পরিচিতি অর্জনের পথটি আরও সুদৃঢ় হয় অক্টোবর ২০২৪-এ, দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত Expand North Star (GITEX) কনফারেন্সে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ২৪টি উদ্ভাবনী স্টার্টআপ অংশ নেয় বিশ্বের অন্যতম বড় স্টার্টআপ প্রদর্শনীতে।

প্রথমবারের মতো এ কনফারেন্সে বাংলাদেশ নামে একটি ব্র্যান্ডেড প্যাভিলিয়ন স্থাপন করা হয়, যেখানে তরুণ উদ্যোক্তারা তাদের উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও সম্ভাবনা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। সেখানে অনুষ্ঠিত এক্সক্লুসিভ 'ইনভেস্টর নাইট'-এ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে সরাসরি আলোচনা করেন তারা। কেউ পেয়েছেন প্রতিশ্রুতি, কেউ পেয়ে গেছেন নতুন পার্টনারশিপ।

এ আয়োজন তরুণ উদ্যোক্তাদের আত্মবিশ্বাসের জায়গাটিকে আন্তর্জাতিক করে তুলেছে। তারা বুঝেছে, বাংলাদেশের প্রযুক্তি বিশ্বদরবারে জায়গা করে নেওয়ার মতোই প্রতিযোগিতামূলক। শুধু দরকার সহযোগিতা, দিকনির্দেশনা এবং সুযোগ।

Shark Tank Bangladesh

নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের জন্য উদ্ভাবন, বিনিয়োগ এবং পরিচিতির এক অসাধারণ মঞ্চ হিসেবে Shark Tank Bangladesh ছিল ২০২৪ সালের অন্যতম আলোচিত ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ, যেখানে Startup Bangladesh Limited (SBL) একটি গর্বিত স্পনসর ও অংশীদার হিসেবে যুক্ত ছিল। আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় এ বিনিয়োগভিত্তিক টেলিভিশন শো-এর স্থানীয় সংস্করণটি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে নিয়ে আসে Bongo, যা Startup Bangladesh এর একটি পোর্টফোলিও কোম্পানি।

এ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশীয় স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তারা মূলধারার গণমাধ্যমে জায়গা পাওয়ার সুযোগ পান এবং দেশের বিশাল দর্শকগোষ্ঠীর সামনে তাদের ব্যবসায়িক ধারণা উপস্থাপন করেন। শো-টিতে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তারা সরাসরি বিনিয়োগকারীদের সামনে পিচ করে তাৎক্ষণিক বিনিয়োগ পাওয়ার সুযোগ পায়, যার মাধ্যমে অনেক স্টার্টআপ লক্ষণীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ এর এ কৌশলগত অংশগ্রহণ ছিল উদ্ভাবনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার এবং উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ ও মেন্টরশিপের সুযোগ করে দেওয়ার বৃহত্তর লক্ষ্যের অংশ। এটি শুধু একটি বিনোদনমূলক আয়োজন নয়, বরং একটি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যাটফর্ম, যা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে দৃঢ়ভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং উদ্যোক্তা সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করেছে। Shark Tank Bangladesh—এর সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে স্টার্টআপ বাংলাদেশ উদ্ভাবন, বিনিয়োগ এবং সহযোগিতার একটি সমন্বিত পরিবেশ তৈরিতে অনন্য অবদান রেখেছে, যা দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের জন্য একটি গেম চেঞ্জার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ফান্ড অব ফান্ডস

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর আওতায় একটি "Fund of Funds" গঠন সম্প্রতি কোম্পানির বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এই ফান্ড অব ফান্ডস বাংলাদেশ স্টার্টআপ কানেক্ট প্রোগ্রাম এ উদ্বোধন করা হয়েছে। ফান্ড অব ফান্ডস (FoF) চালুর জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং পরিবেশগত উন্নয়নে স্টার্টআপ পোর্টফোলিও এর প্রভাব

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পোর্টফোলিও কোম্পানিগুলো দেশের উদ্ভাবন খাতকে একটি নতুন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পথে নিয়ে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে সরাসরি মানুষের জীবনমান ও আয় উন্নত হচ্ছে। ইতিমধ্যে লক্ষাধিক নারী, শিশু ও শরণার্থী পেয়েছেন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সহায়তা। ফ্রন্টিয়ার নিউট্রিশন (কেয়ার নিউট্রিশন) এবং চালডাল সাশ্রয়ী ও ফোর্টিফাইড খাবারের মাধ্যমে অপুষ্টি মোকাবেলা করছে, আর আরোগ্য এবং মেডইজি কম দামে জরুরি ওষুধ বাসায় পৌঁছে দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজ করে তুলছে।

চাকরি সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা তৈরি হলো আমাদের বিনিয়োগের অন্যতম বড় প্রভাব। পাঠাও, সেবা প্ল্যাটফর্ম, টেন মিনিট স্কুল এবং শিখো, এর মতো স্টার্টআপের মাধ্যমে হাজার হাজার নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে – বিশেষ করে তরুণ, নারী ও নিম্নআয়ের মানুষদের জন্য। অনেকেই গিগ-ওয়ার্ক বা মাইক্রো উদ্যোক্তা হয়ে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছেন।

শিক্ষা খাতে, টেন মিনিট স্কুল ও শিখো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা পৌঁছে দিচ্ছে, যেখানে স্থান বা খরচ কোনো বাধা নয়। মার্কোপলো আধুনিক ডিজিটাল টুল ও এআই দক্ষতা ছড়িয়ে দিচ্ছে – যা আগামী প্রজন্মকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করছে।মানসিক স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে, যেখানে মনের বন্ধু হাজার হাজার মানুষকে কাউন্সেলিং, ইমোশনাল সাপোর্ট ও ট্রমা ম্যানেজমেন্ট সেবা দিচ্ছে – একটি এমন খাত যা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিল।

এছাড়া, হ্যালো টাস্ক গৃহকর্মীদের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে, যেখানে তারা নির্ভরযোগ্য আয় ও সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছে। আই ফার্মার কৃষকদের জন্য সহজ ঋণ, ইনপুট ও বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করছে, যা তাদের আয় বাড়াচ্ছে এবং মধ্যস্বত্বভোগী নির্ভরতা কমাচ্ছে। এ স্টার্টআপগুলো স্টার্টআপ বাংলাদেশ-এর ইকুইটি ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিংয়ের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব রেখে চলেছে, এবং তারা গড়ে তুলছে এক সুস্থ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, ডিজিটালি শক্তিশালী এবং অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল বাংলাদেশ।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিশ্রুতিশীল স্টার্টআপগুলোতে ইকুইটি এবং কনভার্টেবল ফাইন্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি, নীতিগত সহায়তা, এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণেও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় সমস্যার উদ্ভাবনী সমাধানকে পুঁজি ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা, যা ভবিষ্যতে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের স্টার্টআপগুলোকে প্রস্তুত করে তুলবে।

ন্যাশনাল স্টার্টআপ পলিসি

স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল স্টার্টআপ পলিসি'র খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্টেকহোল্ডারগণের মতামত এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট গ্রহণের জন্য একাধিক ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে পরবর্তী ধাপে উন্নীত করার জন্য ১১টি উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সংস্কার চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহায়তায় দ্রুত যোগাযোগ ও বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ যখন স্মার্ট অর্থনীতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন উদ্দ্যোক্তাভিত্তিক প্রবৃদ্ধির একটি নির্ভরযোগ্য কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে বেশি। সেই কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ এক স্তম্ভ হয়ে উঠেছে স্টার্টআপ বাংলাদেশ।

তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তিকে সক্রিয় করে তোলা, আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় আইডিয়ার অবস্থান তৈরি করা, এবং একটি টেকসই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলায় এই প্রতিষ্ঠানটি এখন শুধু একটি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং বাংলাদেশ সরকারের প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে একটি নির্ভরযোগ্য গাইডও।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ-এর এই পথচলা প্রমাণ করে, সঠিক সহযোগিতা এবং দিকনির্দেশনা থাকলে প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তা চেতনার মাধ্যমে একটি জাতিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। ভবিষ্যতের উন্নয়নযাত্রায়, এই প্রতিষ্ঠানটি যেন এমনই এক হাত, যা বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিতে চায়– উদ্ভাবনী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের দিকে।

ডিজিটাল বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্নে উদ্ভাবনের নেতৃত্বে এটুআই

বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের অভিযাত্রায় 'এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)' ইতোমধ্যে নিজেকে একটি নির্ভরযোগ্য ও পথপ্রদর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নাগরিক সেবা হোক, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অর্থনীতি, প্রায় প্রতিটি খাতেই এটুআই প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে গড়ে তুলছে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল, যেখানে কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত সবার জীবনে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া।

সরকারি কর্মকর্তাদের মানসিকতা বদলানো থেকে শুরু করে গ্রামের একজন মানুষ, একজন শিক্ষার্থী বা উদ্যোক্তার হাতেও ডিজিটাল সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে এটুআই। পাশাপাশি তরুণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, উদ্ভাবক, কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করছে ভবিষ্যত বাংলাদেশ ভিত্তি, যেখানে উদ্ভাবন শুধু শব্দ নয়, একটি অভ্যাস, একটি সম্ভাবনা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ফিনটেক, ই-কমার্স, বিচার, প্রশাসনসহ প্রতিটি খাতেই এটুআই দেখিয়ে দিচ্ছে একটি আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নপথ। এছাড়া নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই প্রকল্পে শুরু হয়েছে কৌশলগত পুনর্বিন্যাস – বিতর্কিত, অদক্ষ জনবল অপসারণ, অকার্যকর কার্যক্রম বাতিল এবং সত্যিকারের জনস্বার্থে নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। লক্ষ্য – উদ্ভাবনকে নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে নিয়ে আসা। বর্তমানে এটুআই একদল দক্ষ, দূরদর্শী ও প্রযুক্তিনির্ভর নেতৃত্বের অধীনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ডিজিটাল রূপরেখা প্রণয়নে সক্রিয়। উদ্ভাবনের অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি, সেবার প্রান্তিকীকরণ এবং তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ – এই তিন স্তম্ভে দাঁড়িয়ে এটুআই ভবিষ্যতের কৌশলগত রূপান্তরের নির্ধারক শক্তি হয়ে উঠছে।

মাইগভ

এটুআই এর তৈরি অন্যতম ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাইগভ (myGov) হলো সরকারের সমন্বিত ডিজিটাল সেবা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে এক ঠিকানায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার দুই শতাধিকের বেশি সেবা পাওয়া যায়। নাগরিকরা একক অ্যাকাউন্টে লগইন করে আবেদন, ফি পরিশোধ, স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং ও নথি যাচাই এক জায়গা থেকেই করতে পারেন। নিরাপদ পরিচয় যাচাই, পেমেন্ট গেটওয়ে ও আন্তঃসংযোগ (interoperability) প্রযুক্তির মাধ্যমে মাইগভ দ্রুত, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য সেবা নিশ্চিত করে। বিগত এক বছরে মাইগভ'র উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নরূপ:

- ২৭টি মন্ত্রণালয় এর ২৬৩টি নতুন সেবা ডিজিটালাইজড;
- ২১৮টি কর্মশালার মাধ্যমে ১,৫৬৪ জন সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

সনদ সত্যায়নের সহজতম পথ-ই-এপোস্টিল

মাইগভ-প্ল্যাটফর্মে এপোস্টিল (Apostille) ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্তি গত এক বছরের মধ্যে অন্যতম প্রধান অর্জন। এপোস্টিল হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি সত্যায়ন ব্যবস্থা, যা একটি দেশের সরকারি দলিল (যেমন: জন্ম নিবন্ধন, শিক্ষাগত সনদ, বিবাহ সনদ) অন্য দেশে ব্যবহারের জন্য সত্যায়ন করা। বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহীদের অনলাইন সনদ সত্যায়নের এপোস্টিল সেবায় বাংলাদেশ ২০২৪ সালের ২৯ জুলাই এ কনভেনশনে যুক্ত হয় এবং একই বছরের অক্টোবর থেকে এপোস্টিল সেবা চালু করে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাইগভ পোর্টালে এপোস্টিল ব্যবস্থাপনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। গত অক্টোবর ২০২৪ থেকে মাইগভ পোর্টালের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১০,০০,০০০+ এর বেশি ই-এপোস্টিল সেবা প্রদান করা হয়েছে। ১৯৬১ সালের হেগ কনভেনশন অনুযায়ী এ সত্যায়ন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, যা বর্তমানে বিশ্বের ১২৭টি দেশে স্বীকৃত। বিদেশি দূতাবাসসমূহ প্রতি পাতা ডকুমেন্ট সত্যায়ন করতে ৩ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত সার্ভিস ফি আদায় করে থাকে। এপোস্টিল প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন এর ফলে বাংলাদেশি সেবাপ্রার্থীগণকে তাদের ডকুমেন্ট সত্যায়নের জন্য বিদেশি দূতাবাসের দ্বারস্থ হতে হবে না। যার ফলে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রতিবছর প্রায় ৫ শত থেকে ৭ শত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এ সেবা চালু হওয়ার ফলে বিদেশগামী ও বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের বিভিন্ন দলিল সত্যায়ন প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে। অনলাইনেই মাইগভ পোর্টালের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস জমা দিয়ে দ্রুত ই-এপোস্টিল সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে। এতে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় কমেছে, পাশাপাশি দালাল ও জালিয়াতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে।

ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক

সরকারি সব দপ্তরের ওয়েবসাইটকে একক প্লার্টফর্মে তথ্য, সেবা ও যোগাযোগকে নাগরিকের জন্য একই অভিজ্ঞতায় সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য করেছে ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক। কেন্দ্রীভূত হোস্টিং সিকিউরিটি, কনটেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ও একীভূত সার্চের ফলে আপডেট দ্রুত হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমে। বর্তমানে ৩৫,০০০+ সরকারি দপ্তরকে যুক্ত করা পোর্টালের গত এক বছরে (জুলাই ২০২৪; জুন ২০২৫) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

- ১,২০০ টি নতুন দপ্তরে চালু;
- ৮০০+ কর্মকর্তার দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্ল্যাটফর্মে দৈনিক গড় ভিজিট সংখ্যা ৫৩২,০০০+ বার।

ডি-নথি

কাগজপত্র নির্ভর ফাইলিং থেকে সরকারি দপ্তরগুলোকে সরিয়ে ডি-নথি একটি আধুনিক, স্বচ্ছ ও দ্রুতগতির ই-ফাইলিং ব্যবস্থা দিয়েছে। ১৫,০০০-এর বেশি সরকারি অফিসে চালু থাকা এই প্ল্যাটফর্মে ফাইল হারানো, কালক্ষেপণ, দীর্ঘসূত্রিতার সুযোগ নেই, ফাইল হাতে ঘুরতেও হয় না; যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গা থেকে ফাইল নিষ্পত্তি করা যায়। এআই, ওসিআর, স্পিচ-টু-টেক্সট (STT) ও ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রযুক্তি যুক্ত করে ডি-নথি প্রশাসনকে কাগজবিহীন করেছে এবং এখন পর্যন্ত ২৫ কোটির বেশি নথি প্রক্রিয়াকরণ করে কর্মঘণ্টা সাশ্রয়, স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে–যা সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত এবং গভর্ন্যান্স কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে।

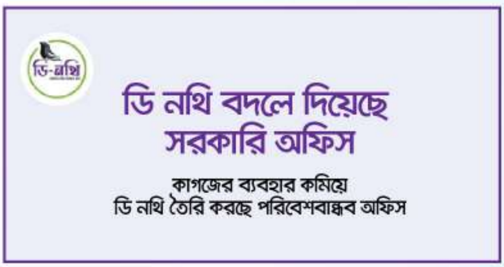

গত এক বছরের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে

- ১,৫৫৮ টি নতুন অফিস পুরোদমে চালু;
- ২,৪৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩

জরুরি তথ্য, সেবানির্দেশনা ও সামাজিক সমস্যা রিপোর্টিংয়ের একক নম্বর হিসেবে ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইন মাঠ প্রশাসনের সমন্বয়ে দ্রুত সহায়তা ও ফলোআপ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি এই সেবা থেকে সংগৃহীত ডেটা নীতিনির্ধারণে কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। গত এক বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও অগ্রগতি নিম্নরূপ:

- সর্বমোট ৫৬,০০,০০০+ ফোনকল গ্রহণ;
- ১০০,০০০+ সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত ফোনকল গ্রহণ এবং মাঠ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের নিকট প্রেরণ;
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তথ্য, সেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু;

■ নাগরিক সেবা বাংলাদেশ' এর অফিসিয়াল হেল্পলাইন হিসেবে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইনোভেশন

এটুআই-এর ইনোভেশন ক্লাস্টারের উদ্যোগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় সরকার ও পরিবেশসহ বিভিন্ন খাতের স্টার্টআপ, গবেষক, নীতিনির্ধারক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে সমস্যা সমাধানে কাজ করেন। Citizen Innovation-এ সেবা, নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নাগরিক-মতামত গুরুত্ব পায়; KYC স্টাডি ও E-Participation বাজেট, নীতি ও প্রকল্পে সরাসরি অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে।

ডিজেবিলিটি ইনোভেশন ল্যাব (DIL) নিশ্চিত করে প্রযুক্তি-সুবিধা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন পিছিয়ে না থাকে। ২০১৬ সাল থেকে ইনোভেশন ল্যাবের iHub, National Innovation Repository ও জাতীয় উদ্ভাবন নীতিসহ ৬৪টি সফল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৩৭টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে, এবং উদ্ভাবন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়াও গত এক বছরের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে

'সেবা জনবান্ধবকরণ ওয়ার্কবুক' প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে ৭টি G2C এবং ২টি G2B সেবা গ্রহণে নাগরিকের চ্যালেঞ্জ ও চাহিদা নিরূপণপূর্বক সেবার মানোন্নয়নে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে;
সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকের মতামত এবং চাহিদার প্রতিফলনের সুযোগ সৃষ্টিতে ই-পার্টিসিপেশন সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে; ই-পার্টিসিপেশন কৌশলপত্রের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে;

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ইনোভেশন হাব চালু করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রতি বছর সেরা উদ্ভাবনী সহায়ক বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। এই লক্ষ্যে এটুআই এবং ইউজিসি যৌথভাবে কাজ করছে; দেশব্যাপী বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা সম্ভাবনাময় উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবকদের ই-রিপোজিটরি এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত প্লার্টফর্মে নিয়ে আসার প্রাথমিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে উদ্ভাবন-উদ্ভাবক-ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে মেলবন্ধন তৈরী হবে;

এড-টেক, স্কিলস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, চাকরিপ্রার্থী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি জ্ঞান, কর্মদক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে এই উদ্যোগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, অনলাইন প্রশিক্ষণ ও সেক্টরভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
গত বছরে The Economist Education Foundation-এর লিডারশিপ কর্মসূচিতে ১৭ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম স্থান অর্জন করেছে। 'আওয়ার অব কোড ইন বাংলাদেশ-২০২৫' ক্যাম্পেইনে ২ লাখ শিক্ষার্থী কোডিং-প্রোগ্রামিং সচেতনতা ও সার্টিফিকেট পেয়েছে, আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ১০০ শিক্ষার্থী সাইবার নিরাপত্তায় প্রশিক্ষিত হয়েছে। 'কিশোর বাতায়ন' ৩,৪৪৫ শিক্ষার্থীকে লিডারশিপ এবং 'শিক্ষক বাতায়ন' ১,১০০ শিক্ষককে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ২,৫০০-এর বেশি ICT4E অ্যাম্বাসাডর শিক্ষক কোডিং প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, আর সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচিতে সমপরিমাণ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। মুক্তপাঠে যুক্ত ৫০টি কোর্সে ৩৩,১০০-এর বেশি শিক্ষার্থী প্রশিক্ষিত হয়েছে এবং SheSTEM প্রকল্পে ১,৫০০+ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ পেয়েছে। 'ডি-নথি' ও 'আরএমএস' অনলাইন কোর্স চালু হয়েছে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্রে ট্যুরিজম-হসপিটালিটি ইন্টার্নশিপ পরিকল্পনা, কওমি শিক্ষার্থীদের আইসিটি দক্ষতা কর্মপরিকল্পনা এবং গ্রিন-স্কিল ও কর্মসংস্থান বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে। তিনটি ট্যালেন্ট হান্টের মাধ্যমে ৬০০ নারী ও যুবক, ৩০০ শিক্ষার্থী গ্রীন উদ্যোক্তা, ২৪০ কওমি শিক্ষার্থী প্রি-ভোকেশনাল এবং ২০০ যুবক SEO, সাইবার নিরাপত্তা ও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ নিয়েছে। কক্সবাজার জব ফেয়ারে ৩০টি কোম্পানি ২,২৫৪টি পদ অফার করেছে, যেখানে ১৫৭ জন প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে।

ডেটা ইনিশিয়েটিভ

কার্যকর ও টেকসই নীতিনির্ধারণে ডেটাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের

মাধ্যমে নীতি ও সেবার মানোন্নয়ন সম্ভব হয়, যা নাগরিকদের জীবনে সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই প্রেক্ষাপটে, গত এক বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ন্যাশনাল ড্যাশবোর্ড অনুমোদিত হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও আইসিটি বিভাগসহ মোট ২৭টি সরকারি সংস্থায় এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
গেটস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এবং থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (এআইটি)-এর সহযোগিতায় Strengthening Public Data System for Sanitation in Bangladesh (SPDSSB) প্রোগ্রামের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, জাতিসংঘের ই-গভ ডেভলপমেন্ট ইনডেক্স ও বিশ্বব্যাংকের গভটেক ম্যাচুরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের রিপোর্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে।

ডেটা ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইনের জন্য একটি ডেটা-ভিত্তিক অ্যানালিটিক্যাল ড্যাশবোর্ড এবং UNESCAP-এর সহায়তায় একটি এসডিজি অ্যানালিটিক্যাল ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হয়েছে। ডেটা ইনিশিয়েটিভ বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে ৯৩টি দপ্তরের মোট ৩৮০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, জাতীয় টিকা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে মাল্টি-সেক্টরাল ডাটা ইন্টিগ্রেশন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজসেবা, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের তথ্য সমন্বয় করে ইন্টারঅপারেবিলিটি গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে নাগরিক পরিষেবা আরও সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সেবা সহজিকরণ

সরকারি সেবা প্রদানের মানোন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গত এক বছরে ১১১টি প্রতিষ্ঠানের সমান সংখ্যক সেবা সহজিকরণের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং মোট ৩৩৬ জন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা এই সেবাগুলো আরও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারেন।

রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থার আওতায় গত এক বছরে ৪৭টি নতুন উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১,৭৮৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাতে তারা সঠিকভাবে রিপোর্ট প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন।

নাগরিক সেবা বাংলাদেশ

সরকারি সেবা আরও সমন্বিত ও নাগরিক-কেন্দ্রিক করতে 'এক ঠিকানায় সকল নাগরিক সেবা' এই স্লোগান নিয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কৌশলগত পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে চলমান 'নাগরিক সেবা বাংলাদেশ' প্ল্যাটফর্মে এটুআই কারিগরি অংশীদার হিসেবে কাজ করছে। এর মাধ্যমে, সরকারি সেবাব্যবস্থার মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ, ডিজাইন থিংকিং, নীতিকাঠামো ও সেবা পুনর্নকশায় কৌশলগত অবদান রাখছে এটুআই। আমরা বিশ্বাস করি,

সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়ে এ উদ্যোগ নাগরিকদের দোরগোড়ায় মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করবে, আস্থা বাড়াবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সুশাসন, অন্তর্ভুক্তি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।

স্বপ্নপূরণের অভিযাত্রায় এটুআই

'Leave No One Behind' নীতিতে এটুআই যুব, নারী, প্রান্তিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও উদ্যোক্তা-সক্ষমতা গড়ে তুলছে। উদ্ভাবন-ভিত্তিক প্রশাসনিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা ও ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাসে এটুআই-এর সাফল্য বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। এমডিজি ও এসডিজি-তে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে এই প্রকল্পের অবদান অনস্বীকার্য। প্রতিটি উদ্যোগ নাগরিকের সময়, ব্যয় ও ভোগান্তি কমিয়ে সেবার গতি, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তি বাড়াচ্ছে। এটুআই-এর সফল মডেল ইতোমধ্যে ফিলিপাইন, ফিজি, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান ও তুরস্কসহ ১২টি দেশে ইউএনডিপি ও সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। আফ্রিকার ঘানা, গাম্বিয়া, সোমালিয়া, উগান্ডা এবং সাও তোমে ও প্রিন্সিপেতেও এটুআই কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। WSIS, APICTA, UN-ITU SDG Digital Game Changer Award সহ এটুআই এখন পর্যন্ত ৭৮টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের সরকারি সেবাক্ষেত্রে এটুআই-এর অগ্রণী ভূমিকা আর কেবল একটি প্রকল্প নয়; এটি কৌশলগত জাতীয় রূপান্তরের ভিত্তি। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে বহু ডিজিটাল সেবা সফলভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে, ফলে সেবাদানে গতি, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বেড়েছে। সামগ্রিক সাফল্যের জন্য নাগরিক সম্পৃক্ততা, প্রান্তিক অন্তর্ভুক্তি ও যুগোপযোগী প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার অপরিহার্য – এটুআই সে লক্ষ্যেই কাজ করছে।

সব বাধা অতিক্রম করে শতবর্ষের পুরনো প্রশাসনিক কাঠামোকে প্রযুক্তিনির্ভর ও নাগরিক-কেন্দ্রিক কাঠামোয় রূপান্তরের দূরদর্শী লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ দৃঢ় অগ্রসর। ২০২৬ সাল পর্যন্ত চলমান এটুআই প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় 'এটুআই এজেন্সি' গঠনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে; সংবিধিবদ্ধ এ সংস্থা প্রযুক্তিনির্ভর রাষ্ট্র গঠনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

প্রবন্ধ

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ডিজিটাল রূপান্তর: তথ্যপ্রযুক্তিতে নব অভিযাত্রা

আওয়ামী লীগের ১৫ বছরে ফ্যাসিস্ট রেজিম এর সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে যে বিনিয়োগ গুলো করেছে সেগুলো সংযোগের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন, নিরাপত্তার দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এবং খরচের দিক থেকে লুটপাট এবং দুর্নীতি প্রবন।

এ সময়ে নিপীড়নমূলক একটি সাইবার নিরাপত্তা আইন দিয়ে সমুদয় টেলিযোগাযোগ এবং আইসিটি খাতকে বিপথগামী করে রাখা রেখেছিল। ঝুঁকিপূর্ণ কনসালটেন্ট এবং অযোগ্য ভেন্ডার নিয়োগ করে ব্যাপক অর্থ খরচ করে মন্ত্রণালয় দপ্তর সংস্থা বিভাগ ভিত্তিক কিছু ডিজিটাল আইল্যান্ড তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ইন্টার অপারেবিলিটি মোটেই গুরুত্ব পায়নি। ন্যাশনাল কানেক্টিভিটি বাস (বিএনডিএ) কিংবা ন্যাশনাল সার্ভিস বাসের (এনইএ) মতো কনসেপ্টগুলো কাগজে ছিল কিন্তু বাস্তবতা পায়নি।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বে এসে আমরা দেখতে পেয়েছি ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারের সক্ষমতা একেবারেই সীমিত, সিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা একেবারেই অপ্রতুল এবং গুরুত্বপূর্ন এনলাইটিকস অনুপস্থিত। ডেটাসেন্টারের নেটিভ ফ্যাসিলিটি গুলোর মেমোরি, প্রসেসিং পাওয়ার, স্টোরেজ ৩ যায়গাতেই ক্যাপাসিটি ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়ে চলে গেছে। উপরন্তু ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টারের সক্ষমতা প্রয়োজনীয় ক্যাপাসিটির মাত্র ১২-১৫ শতাংশ। ডাটা সেন্টার এবং ক্লাউড ফেসিলিটির এনভায়রনমেন্টাল ড্যাশবোর্ড, পেলোড ডিস্ট্রিবিউশন, ইন্টারনেট থ্রুপুট এলোকেশন, এন্টি ডিডস মেজার ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াদি অনুপস্থিত ছিল। নেটিভ ক্লাউডের সার্ভারগুলোর ভার্চুয়াল মেশিন গুলোর পার্ফর্মেন্স মনিটরিং ছিল না।

বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানিতে দুটি দুর্নীতি লুটতরাজ বান্ধব চুক্তি করা হয়েছে। প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলারে চীনা প্রতিষ্ঠানের সাথে একটা চুক্তি করা হয়েছে যার সার্ভারগুলো কখনোই ব্যবহৃত হয়নি এবং প্রকল্প হস্তান্তরের আগেই হার্ডওয়্যার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সাথে, অন্য চুক্তিতে ক্লাউড ক্রেডিট কেনার নাম করে বিদ্যুৎ খাতের ক্যাপাসিটি চার্জের আদলে এমন অন্যায় চুক্তি করা হয়েছে যেখানে সরকারকে ৩ বছরে ২৩.৯ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে, অথচ সেই ক্লাউড ফেসিলিটি তিন বছরে সর্বমোট ৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করার কোন সম্ভাবনা নেই। যেখানে ক্লাউড হচ্ছে 'পে অ্যাজ ইউ গো', অর্থাৎ যতটুকু ব্যবহার ততটুকু উপর বিল পরিশোধ, সেখানে সাবেক সরকার এমন চুক্তি করেছে যার মাধ্যমে ক্লাউড ব্যবহার হোক বা না হোক সেখানে ১৮ মিলিয়ন ডলার পেমেন্ট করতেই হবে, কোন ক্রেডিট ফরোয়ার্ডিং হবে না এবং হার্ডওয়ারের মালিকানা না থেকেও বাংলাদেশ সরকারকে ডিউটি পেমেন্ট করতে হয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিডিজি-ই-গভ সার্টের মানসম্পন্ন কোনো সিকিউরিটি সফটওয়্যার পাওয়া যায়নি,যার গার্টনার র‍্যাঙ্কিংয়ে লিডিং পজিশনে আছে। জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিল এর জনবল,কম্পিউটার ল্যাব এবং টুলসগুলো অত্যন্ত সাধারণ মানের ছিল।

এটুআইয়ে ইনোভেশনের নামে বৈধ এবং অবৈধভাবে বেশ কিছু প্রকৃত ইনোভেশন নয় এমন প্রকল্প নিয়েছে, মার্কেট প্লেস ভিত্তিক প্রকল্প নিয়েছে। গেমিং প্রকল্প করে দেশের গেমিং ইন্ডাস্ট্রি ডেভলপমেন্ট সফটওয়্যার, ট্রেনিং ফেসিলিটি, ভৌত অবকাঠাম ইত্যাদি সরবরাহ না করে শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা এবং শেখ রাসেলের নামে সিনেমা বানানো হয়েছিল।

বাংলাদেশ হাইটেক পার্কের অধীনে স্বজন প্রীতির মাধ্যমে জমি নির্বাচন করে ২০টির বেশি সফটওয়্যার ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য একাধিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলোর ভূমি নির্বাচন এতটাই দুর্নীতি হয়েছে যে, লোকালয় কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত এসব সফটওয়্যার সেন্টারে বিনিয়োগকারী, শিক্ষার্থী কিংবা আইটি কোম্পানি কাউকে আকৃষ্ট করানো যাচ্ছে না। সিলেটের হাইটেক পার্ক নগর থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে। সাভারের কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক ব্যাপক পরিমাণ জমি শুধুমাত্র দুটি কোম্পানিকে বরাদ্দ দিয়ে রাখা।

ডিপার্টমেন্ট অফ আইসিটি এমন প্রকল্প করেছে তার ইনপুট ২০১৬/১৭ সালে দেওয়া, ফলে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে প্রকল্পটির উপযোগিতা অবশিষ্ট নেই।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ইনফো সরকার নামে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ফাইবার সংযোগের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার সংগ্রহের জন্য বড় প্রকল্প করেছে, কিন্তু সেটিও পাঁচ বছর সময় ক্ষেপণ করে মাত্র ১০% রিভিউ শেয়ারিং এ দুটি কোম্পানিতে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর এর জন্য সিসএ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে পুরোপুরি অকার্যকর রেখে দেওয়া হয়েছে, যার কোন সিকিউর ওয়েব ট্রাস্ট সার্টিফিকেট নেই, ডিএনএস কিংবা এসএসএল সিকিউরিটি নেই, নেই আন্তর্জাতিক পিকেআই ফোরামের স্বীকৃতি।

অর্থাৎ একদিকে ইন্টার অপারাবিলিটি নেই, অন্যদিকে নেই ডাটা সেন্টার ও ক্লাউড ক্যাপাসিটি, নেই সক্ষম সাইবার নিরাপত্তা টুলস, নেই কার্যকর সাইবার অপারেশন সেন্টার। এর মধ্যেই শুরু হয়েছে কোটি কোটি নাগরিকের তথ্য ডার্ক ওয়েবে বেচাকে-নার মহামারি, নাম সর্বস্ব নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যাদের ন্যূনতম ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা কিংবা সাইবার সুরক্ষা নেই কিংবা এপিআই সুরক্ষা ইত্যাদির ব্যাপারে ন্যূনতম জ্ঞান নেই, দক্ষ কর্মী নেই, আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট নাই তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সোর্স কোড গুলো অপরিপক্ক। যে কোম্পানির বিরুদ্ধে আদালতে নাগরিকের তথ্য বিক্রির অভিযোগ তাকেই বিসিসি এজ প্রজেক্টের কম্পোনেন্ট হিসেবে কৌশলগত ইন্টার অপারেবিলিটির কাজ দেওয়ার ফন্দী হয়েছে বিগত সরকারের আমলে।

বিভিন্ন পর্যায়ে আইসিটি ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল, ট্রেনিং কারা দেয়, কিভাবে দেয়, আদৌ দিচ্ছে কিনা, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার না করে ভুল প্রক্রিয়ায় টেনিং আয়োজন চলছিল। দেখা গেছে ট্রেনিং না দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে, একই এনআইডির বিপরীতে একাধিকবার ট্রেনিং সংক্রান্ত টাকা উত্তোলনের ঘটনা ঘটেছে।

ফ্রিল্যান্সার তৈরির জন্য যেসব কম্পিউটার দেওয়া হয়েছিল সেগুলো এতই নিম্নমানের যে, যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ করা যায় না, ওপেন করা যায় না কম্পিউটার।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব সাপোর্ট প্রকল্পে দেশেব্যাপী নয় হাজার স্কুলের যেসব ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে তার প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ আজ অকেজো।

উপরন্তু বিগত এক দশকেরও বেশি সময় আইসিটি ডিভিশন শুধুমাত্র নিজেদের প্রজেক্ট নিয়েই ব্যস্ত থাকত, সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে আইসিটি বিষয়ক ক্যাপাসিটি উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স এর মৌলিক কাঠামো দাড় করানো, কিংবা ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আইসিটি তে দক্ষ জনবল তৈরি কোনটাতেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করা হয়নি। বরং ডিজিটাল কানেক্টিভি-টি দেয়ার নামে কিছু ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই না করেই অর্থ লোপাটের ঘটনাও ঘটেছে।

একেবারে লেজে গোবরে এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দায়িত্ব নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মৌলিক পরিবর্তন আনার।

তাই আমরা শুরু করেছি নিম্নোক্ত কাজ সমূহ-

১। ভ্যালু ফর মানি

নাগরিক সেবার জন্য যৌক্তিক কোন ভ্যালু তৈরি করে না এ ধরনের সব প্রকল্প বন্ধ করা, প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্প আমরা বন্ধ করেছি। এটুআই এবং গেমিং প্রকল্প যে ভেন্ডর নির্ভর, অযৌক্তিক যেসব অ্যাপগুলো তৈরি করতো সেসব বন্ধ করা হয়েছে।

ক। আইসিটির চলমান কুড়িটি প্রকল্পের প্রতিটির সাব কম্পোনেন্ট এবং কম্পোনেন্ট গুলো ক্রিটিক্যাল রিভিউ করা হয়েছে।
খ। প্রতিটাতে একসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো নতুন ভাবে ডিফাইন করা হয়েছে।
গ। প্রতিটা প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।
ঘ। যেসব প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো হিসেবে হার্ড ফ্যাসিলিটি আছে, কিন্তু সেখানে সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফেসিলিটি নাই, সেজন্য নতুন করে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

-এভাবে একদিকে রাষ্ট্রের কষ্টার্জিত অর্থের সাশ্রয়, অন্যদিকে ব্যয়িত অর্থের বিপরীতে "ভ্যালু অফ মানি" এন্ড "ভ্যাল্যু অফ সার্ভিস" তৈরির পথ খোঁজা হয়েছে।

২। জরুরী ভিত্তিতে ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারের এক্সপানশন

এনডিসি এক্সপানশন কর্মকাণ্ড চলছে, উপরন্তু ডিজাস্টার রিকভারি এক্সপানশন কার্যক্রম শুরু করেছি আমরা আইসিটি থেকে । পাশাপাশি কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের ডেটা সেন্টারে ক্লাউড ফ্যাসিলিটি নির্মাণে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছি। দেশে যাতে পূর্ণমাত্রায় সিডিএন ক্যাশ, এজ রাউটার, হাইপার স্কেলার ফ্যাসিলিটি আনা যায়।

৩। অসম চুক্তি সংশোধনের উদ্যোগ

ইনফো সরকার-৩, ডাটা সেন্টার, ক্লাউড, হাইটেক পার্কের জমি বরাদ্দ ইত্যাদি চুক্তি পূনর্বিবেচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভেন্ডরের সাথে স্পেসিফিকেশন রিভিউ এর মত কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। সফটওয়্যার স্পেসিফিকেশন থেকে শুরু করে ডেটা সেন্টার স্পেসিফিকেশন ডকুমেন্ট রিভিউ করে সেগুলো সংশোধন করে আপডেট করেছি।

৪। 'ভেন্ডর লকড' পরিস্থিতি থেকে বের হতে সোর্স কোড সংগ্রহ এবং গিট হাব প্রতিষ্ঠা

এটুআই ও বিসিসির ভেন্ডর গুলো থেকে সোর্স কোড টেক ওভার করা, যাতে সরকার সফটওয়্যার লক এবং ভেন্ডর লকড না হয়ে যায়। এজন্য ধ২র ও বিসিসি'র যৌথ উদ্যোগে 'গিট হাব' তৈরি করা হয়েছে।

আইসিটি থেকে আমরা দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সফটওয়্যার সিস্টেমের উন্নয়নে সাপোর্ট দেয়া শুরু করেছি। বিআরটিএ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ভূমি মন্ত্রণালয়, বিটিসিএল, চট্রগ্রাম পোর্ট অথোরিটির সফটওয়্যার সমূহের সোর্স কোড পুনরুদ্ধার, সফটওয়্যার সিস্টেম সহজীকরণ এবং নিরাপত্তা সংযোজন নিয়ে কাজ করছি। এছাড়া বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ঢাকা রোড ট্রান্সপোর্ট অথোরিটি, ঢাকা উত্তর সিটি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে এঞ্জেইজ হচ্ছি।

ইতিমধ্যেই আইসিটির ডিজাইনে একটি পুলিশ কমিউনিকেশন এপ তৈরি করা হয়েছে যা ওল্ড স্কুল ওয়াকিটকিকে রিপ্লেইস করবে, বাংলাদেশ পুলিশকে এপ ভিত্তিক 'পুশ টু টক' সেবা দিবে।ঢাকা সিটির জন্য একটা রিক্সা রেজিস্ট্রেশন এপ তৈরি করা হয়েছে যা কিউআর কোড ভিত্তিক নাম্বার প্লেট জেনারেট করবে। বর্তমানে ইউনিফায়েড টিকেটিং এর কাজ হাতে নিয়েছি আমরা যাতে বিমান, রেল, বাস, ট্রাক, লঞ্চ, টোল সহ সব ধরনের সরকারি ট্রান্সপোর্টেশনের একটা মার্কেট প্লেস তৈরি হয়। এর পাশাপাশি বেসরকারি বাসের টিকেটিং সিস্টেমের জন্য কিউআর কোড ভিত্তিক পস-টার্মিনাল এবং বাস-ভেলিডেটর সেট মিলিয়ে এপ ভিত্তিক টিকেটিং এর কাজ শুরু হয়েছে।

৫। এক ঠিকানায় সব নাগরিক সেবা আনার স্বপ্নযাত্রা

আমরা চেষ্টা করেছি সব মন্ত্রণালয়ের সবগুলো সেবার ফ্রন্ট ডেস্ক সার্ভিস নাগরিক সেবা প্ল্যাটফর্মে এনে প্রাথমিক পর্যায়ের আবেদন নবায়ন ইত্যাদি গ্রহণ করা। ইন্টার অপারাবিলিটির মাধ্যমে একটি ন্যাশনাল কানেক্টিভিটি হাব বা ন্যাশনাল এপিআই হাব বা ন্যাশনাল সার্ভিস হাব তৈরি করে নাগরিক সেবা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা। যাতে করে মানুষ তো অফিসে না গিয়ে শুধুমাত্র একটি সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে বিভিন্ন সেবার আবেদন এবং নবায়ন করতে পারেন. এটিকে আমরা নাম দিয়েছি নাগরিক সেবা বাংলাদেশ, এক ঠিকানায় সব সেবা।

অর্থাৎ প্রতিটি সরকারি অফিসের সেবা এক জায়গায় এনে নাগরিকদেরকে হয়রানি মুক্ত সেবা দানের লক্ষ্যে নাগরিক সেবার মাধ্যমে ন্যাশনাল এপিআই কানেক্টিভিটি হাব তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন অফিসের শত শত ওয়েবসাইটে গিয়ে আলাদাভাবে সেবার আবেদন করার প্রয়োজন পড়বে না, বরং এক জায়গায় সব সেবা পাওয়ার জন্য একটা ন্যাশনাল কানেক্টিভিটি হাব দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অতীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনলাইন সেবা, ডিজিটাল সেন্টার সহ যেসব ডিজিটাল আইল্যান্ড করা হয়েছে নাগরিক সেবা সেগুলোকেও ইন্টারকানেক্ট ও ইন্টারঅপারেবল করবে। নাগরিকদেরকে প্রয়োজনীয় সব সেবা এক জায়গায় দিতে এটি বাংলাদেশের প্রথম সিটিজেন সার্ভিস কানেক্টিভিটি হাব।

বিচ্ছিন্নভাবে সব মন্ত্রণালয়ের সব ওয়েবসাইটে আলাদা আলাদা ভাবে না গিয়ে একটি ন্যাশনাল এ পি আই হবে সবাইকে সংযোগ করা গেলে, একটি জাতীয় সার্ভিস প্লাটফর্ম তৈরি হবে, প্লাটফর্মে বসে সব মন্ত্রণালয়ের সব সেবার এক্সেস পাওয়া যাবে, ইতিমধ্যে আমরা ছয়টা মন্ত্রণালয়কে এই কমন প্লাটফর্মে যুক্ত করতে পেরেছি, চেষ্টাটা অব্যাহত থাকবে।
আমরা স্বপ্ন দেখি একদিন জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কিংবা এত সংক্রান্ত তথ্য সংশোধন, জাতীয় পরিচয় পত্র বা এনআইডি সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের সেবা, পাসপোর্ট এর আবেদন নবায়ন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, বিভিন্ন কোম্পানির পরিবেশগত ছাড়পত্র, বিদ্যুৎ পানি গ্যাস ইত্যাদির ইউনিটি সংক্রান্ত আবেদন নবায়ন পরিবর্তন, সার্টিফিকেট সহ বিভিন্ন ধরনের এটেস্টেশন, কিংবা পুলিশের মামলা জিডি ইত্যাদি সবকিছু একটা মাত্র সেবা কেন্দ্রে গিয়েই সম্ভব হবে, এই স্বপ্ন যাত্রাটা নাগরিক সেবার মাধ্যমে শুরু হয়েছে।

৬। আইসিটি মাস্টার প্ল্যান

আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পরে আইসিটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছি। দুটি স্টেজে এটা করা হয়েছে। প্রথমে জাইকা সীমিত পরিসরে কান্ট্রি স্ট্যাডি করে একটা প্ল্যান দিয়েছে। সেখানে পূর্ণ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন মাস্টার প্ল্যান এবং আইসিটির রিফর্ম রোডম্যাপ এর অনেক এলিমেন্ট অনুপস্থিত বলে আমরা নিজেরা আরেকটি আইসিটি মাস্টার প্ল্যান করেছি। এর খসড়া ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এই মাস্টারপ্ল্যানে ২০২৭ এবং ২০৩০ এ আইসিটি খাতে দক্ষ জনবল, সফটওয়্যার পার্ক তৈরি, আইসিটি রপ্তানি বৃদ্ধি সহ ভীষণারি টার্গেট সেট করা হয়েছে।

আমরা চাই আগামী পাঁচ বছরে আইসিটি খাতে অন্তত ছয় মিলিয়ন দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে এবং একই সাথে ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে দিতে। সেজন্য ঢাকায় একাধিক সফটওয়্যার পার্ট নির্মাণের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশনকে জমির চাহিদা পত্র দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি বিটিসিএল ও ডাক বিভাগ সহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জমিতে সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণ করে সেখানে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর জন্য মেট্রোপলিটন সেন্ট্রিক ওয়ার্ক স্পেস তৈরির (অফিস ভাড়া) উদ্যোগ নিচ্ছি। এর সাথে আমরা সেমিকন্ডাক্টর খাতকে একটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সেজন্য কিছু ল্যাব তৈরি করা, মেকারস স্পেস তৈরি করাকে গুরুত্ব দিচ্ছি।

৭। স্কিল গ্যাপ পূরণে ইন্ডাস্ট্রি সার্টিফায়েড ট্রেনিং

নতুন ধরার ট্রেনিং প্রকল্প শুরু করেছি। বর্তমানে আমরা সবগুলো ট্রেনিং ডিপিপি'র কাজ করছি, এখানে আমরা আন্তর্জাতিক মানের ফ্রিল্যান্সার, মাই এসকিউএল, পাইথন প্রোগ্রাম, ক্লাউড ভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটিং, সাইবার সিকিউরিটি, কনটেন্ট বেজড মোজো জার্নালিজম, ডিজিটাল ভেরিফিকেশন ইত্যাদির উপরে এমন ট্রেনিং কারিকুলাম সাজাচ্ছি যাতে দুটি সার্টিফিকেশন নিশ্চিত থাকবে।

ক) হয় ট্রেনিং গুলো ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) এনএসডিএ কর্তৃক স্বীকৃত হবে।
খ) অথবা ট্রেনিং গুলোর কোন আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন থাকবে।

এর উদ্দেশ্য ইন্ডাস্ট্রির জন্য দরকারি তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এলিমেন্টারি স্কিল গ্যাপ পূরণ করা। পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার্থীরা এই ট্রেনিং করে পরে যাতে এই সার্টিফিকেট কর্মজীবনে কাজে লাগাতে পারেন।

আমরা নিয়ম করেছি এখন থেকে আইসিটি ডিভিশন থেকে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত সার্টিফিকেটবিহীন কোন ট্রেনিং দেয়া হবে না। ডিপিপি সংশোধন শেষ করে আমরা অচিরেই হার পাওয়ার, লার্নিং এন্ড আর্নিং, এডভান্স ফ্রিল্যান্সার

ট্রেনিং, এডভান্স প্রোগ্রামিং ট্রেনিং, মোবাইল আইসিটি ট্রেনিং ইত্যাদি ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু করব। ট্রেনিং গুলো শেষ করে পরীক্ষা হবে, পরীক্ষায় যারা একটা মানসম্পন্ন স্কোর করবে তাদেরকে কিছু সম্মানী দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ল্যাপটপ দেওয়া হবে যার মালিকানা আইসিটির থাকবে তবে শর্ত এমন হবে যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মেইনটেনেন্স চুক্তি থাকবে তাতে ল্যাপটপগুলো সচল থাকে, এবং দরকারে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ল্যাপটপ প্রতিস্থাপন করতে পারে।

৮। ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির ভবিষ্যৎ মহাযাত্রা

যেহেতু বাংলাদেশের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কিছু ডিজিটাল আইল্যান্ড এ ফ্রাগমেন্টেড হয়েছে, এতো ইন্টারকানেক্টিভিটি এবং ইন্টার অপারেবিলিটি পর্যাপ্তভাবে তৈরি হয়নি। এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের মতো করে এপিআই সংযোগের মত একটা অনিরাপদ যাত্রায় নিয়োজিত ছিল। আমাদের মনে হয়েছে এর পরিবর্তে বাংলাদেশে একটি সত্যিকারের ডাটা গভর্নেন্স এবং ইন্টার অপারেবিলিটির ব্যবস্থা দরকার।

সেজন্য ডেটা গভর্নেন্স এর ন্যাশনাল রিকোয়ারমেন্ট গুলোকে আমরা তিন স্তরে সাজিয়েছি।

ক) ডিপিআই সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো গুলো ঠিক করা

- সাইবার নিরাপত্তা আইন যা আমরা ইতিমধ্যেই পাশ করেছি।
- ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন যা আমরা সব ধরনের কনসালটেশন শেষ করে ক্যাবিনেটে (অক্টোবরের প্রথমার্ধে) উপস্থাপনের পর্যায়ে আছি।
- ন্যাশনাল ডেটা গভর্নেন্স এবং ইন্টারঅপারেবিলিটি অথরিটি আইন, এটি নিয়ে আমরা এখন কাজ করছি।
- হাইটেক পার্ক আইন, এটিকে আমরা আপডেট করছি।
- পোস্টাল এন্ড ই কমার্স আইন, এটিকে আমরা ওর পরপর সব আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নতুন করে সংশোধন করছি।
- টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং লাইসেন্সিং পলিসি ইতিমধ্যেই আমরা পাশ করেছি।

ডিজিটাল ইকোনমি ভিত্তি রচনার জন্য মানসম্পন্ন ইন্টারনেট অবকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য আমরা সার্ভিস বেস্ট একটা ডিজিটাল ইকোনমির সূত্রপাত করার জন্য, হয়রার্কিকেল এবং কমপ্লেক্স টেলিযোগাযোগ লাইসেন্স ইন স্ট্রাকচার কে সহজ করেছি।

এখানে দেশের ফাইবার কানেক্টিভিটি'কে সহজ করার জন্য ন্যাশনাল ফাইবার ব্যাংক নিয়ে কাজ করছি, এখানে প্রত্যেকটা সরকারি এবং বেসরকারি কোম্পানির অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক একটা কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ম্যাপিং সফটওয়্যার থাকবে, যার মাধ্যমে ফাইবার কোম্পানিগুলো একে অপরের সাথে ফাইবার শেয়ারিং ফাইবার ইন্টার কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করে দেশের ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এবং সরকার সরকারি অফিসগুলোকে সহজেই ফাইবার সংযোগের আওতায় নিয়ে আসতে পারে।

পাশাপাশি দেশের মাত্র বিশ শতাংশ টেলিকম টাওয়ার ফাইবারের আওতায় বলে, নতুন পলিসিতে আগামী তিন বছরের মধ্যে ৮০ শতাংশ মোবাইল টাওয়ার ফাইবারাইজেশনের টার্গেট দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ডিজিটাল সার্ভিসের ক্রমবিকাশ এবং ডিজিটাল ইকোনোমির ভিত্তি প্রস্তুত করার জন্য সস্তায় ইন্টারনেট নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ন্যাশনাল ফাইবার ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। এক্সেস টু ফাইবার ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হবে।

খ) ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলোর ইন্টারঅপারেবিলিটি

এই স্তরের দেশের সব মন্ত্রণালয়ের, সব তথ্য সংস্থা কিংবা বিভাগের, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসহ সব সরকারি এবং বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ সেবা দাতা প্রতিষ্ঠানের সার্ভারগুলোকে আন্তঃসংযুক্ত করে, একটি জাতীয় কানেক্টিভিটি এক্সচেঞ্জ তৈরি করা হবে। এটা একটা ন্যাশনাল কানেক্টিভিটি বাস হয়ে উঠবে যা সেবার জন্য নতুন পুরনো সরকারি ও বেসরকারি সেবা সমূহের জন্য একটি সার্ভিস বাসের সূচনা করবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ডেটাবেজ এবং সফটওয়্যার গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- একটা হরাইজন্টাল আরেকটা ভার্টিকাল।

হরাইজন্টাল লেয়ারে এমন কিছু ডেটাবেজ আছে যা সব নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং শেয়ার বিনিময়

বিতরণ করে, এখানে আছে জাতীয় পরিচয়পত্র বা এনআইডি সিস্টেম ও ডেটাবেজ, নাগরিকের জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধন ডেটাবেজ, পাসপোর্ট ডাটাবেজ, শিক্ষা ডেটাবেজ, স্বাস্থ্য ডেটাবেজ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটাবেজ ইত্যাদি। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই ডাটাবেজ গুলো প্রায় সব নাগরিকের কিছু না কিছু তথ্য ধারণ করে।

বিপরীতে ভার্টিক্যাল লেয়ার এর ডেটাবেজ গুলো শুধুমাত্র আংশিক নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ বিনিময় কিংবা বিক্রয় করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তিন ধরনের-

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ডেটাবেজ
- বিভিন্ন সরকারি সেবা ডাটাবেজ
- বিভিন্ন বেসরকারি সেবা ডাটাবেজ

ন্যাশনাল ইন্টারকানেক্টিভিটি এক্সচেঞ্জ এই সবগুলো ডেটাবেজকে কানেক্টিভিটির মধ্যে নিয়ে আসবে। ডিজিটাল সার্টিফাইড পিকেআই ভেরিফিকেশন সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সকল ভার্টিক্যাল এবং হরাইজেন্টাল ডেটাবেজ পরস্পর আন্তঃসংযুক্ত হবে। এতে করে একটা ন্যাশনাল এপিআই কানেক্টিভিটি হাব তৈরি হবে। এটা দেশের প্রথম ইন্টারপারেবিলিটি এক্সচেঞ্জ, যার উপর ভিত্তি করে একটি ডিজিটাল সার্ভিস বাস তৈরি করা সম্ভব হবে।

অর্থাৎ ন্যাশনাল কানেক্টিভিটি বাস এবং ন্যাশনাল কানেক্টেভিটি এক্সচেঞ্জ তৈরি হলে তার উপরে ডিজিটাল সেবা যেমন ফিনটেক, এডটেক বা এডুকেশন টেকনোলজি, হেলথ টেক, এগ্রিকালচার টেক, গভ-টেক সহ যাবতীয় ডিজিটাল সেবা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত সেবা সমূহ, এআই পরিচালিত দুর্নীতি দমন, এআই পরিচালিত পাবলিক প্রকমেন্ট, এআই ভিত্তিক ট্যাক্স নেট ও ভ্যাট নেট ডিসকভারি, এআই ভিত্তিক হেলথ-টেক ডিসকভারি সব বিভিন্ন মন্ত্রণলায়ের সেবার এআই ভিত্তিক রুপান্তরের পথ সুগম হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যে ডেটার উপরে কাজ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ডাটাগুলোর সোর্স বা উচ্চ থেকে সংগ্রহকৃত প্রাইমারি ডেটা নয়। আমাদের ডাটা মানের কোয়ালিটি প্রশ্ন যুক্ত থাকায় ডেটা বেজড ডিসিশন অনেক সময় ভুল হয়। এক্ষেত্রে ন্যাশনাল কানেক্টিভিটি হাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা উৎস থেকে এটা সংগ্রহ করে দিবে। উৎস থেকে সংগৃহীত প্রাইমারি ডেটা উত্তেজক করনের মাধ্যমে ডেটার ডিফেন্ড ডিসিশনের একটা পথ উন্মুক্ত হবে।

এর বাইরে যেটা গভর্নেন্স এর জন্য আমাদের একটি কেন্দ্রীয় রেগুলেশন দরকার যেটা নির্ধারণ করবে-

- কোন প্রতিষ্ঠান কোন সেবার বিপরীতে বা নিড বেজড ডেটা সংগ্রহ করবে
- কাকে কখন কিভাবে ডেটা দিবে, কিভাবে ডেটা সংগ্রহ সংরক্ষণ, ডেটা প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্টোরেজ, বিনিময় এবং বিক্রয় করবে
- কোন প্রতিষ্ঠান কাকে কিভাবে ডেটা শেয়ার করবে
- ডেটার টিয়ার নির্ধারণ করবে, কোন মন্ত্রণালয় কিভাবে অন্য মন্ত্রণালয়কে বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে, সরকারের প্রতিষ্ঠান কিভাবে অন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে, এবং দেশের অভ্যন্তরস্থ কোম্পানি কিভাবে বিদেশের কোম্পানি কার কাছে ডেটা সংগ্রহ হস্তান্তর এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়াদি শেয়ার করবে। এবং
- প্রতিষ্ঠান কিভাবে ব্যক্তির যেটার উপরে হস্তক্ষেপ করতে পারবে
- তাদের সুবিশাল রেগুলেটরের নিয়ন্ত্রণের জন্য চাই একটি ডেটা গভর্নেন্স অথরিটি (এখানে থাকে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা উইং, ডেটা ব্রোকার)

ডেটা গভর্নেন্স অথরিটিতে থাকবে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা উইং, ডেটা ব্রোকার উইং (ডেটা গভর্নেন্স বিষয়ে প্রশিক্ষিত আইনজীবী ও ডেটা সায়েন্টিস্ট), কমপ্লায়েন্স ও এনফোর্স্মেন্ট টিম।
সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল রুপান্তরটি সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

গ। ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অথেনটিকেশন লেয়ারের দরকার ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট লেয়ার

এই লেয়ারের মাধ্যমে ব্যক্তির এনআইডি সহ বিভিন্ন ধরনের আইডির তথ্যগুলো ভেরিফাই করা সম্ভব হবে। তবে ইলেকট্রনিক আইডি অথেন্টিকেশনের একটা মূলনীতি হচ্ছে, এটা শুধুমাত্র হরাইজন্টাল কিংবা ভার্টিক্যাল স্তরের একটিমাত্র ডেটাবেজ থেকে ডাটা নিয়ে সেটা অথেন্টিকেট করে দেয় না। বরং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তির একই ডেটার ভিন্ন ভিন্ন ভার্শন থাকলে সেই ডেটা গুলোর মধ্যে ক্রস ডোমেইন ভেরিফাই করে, সবচেয়ে একুরেট তথ্যটি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে পরবর্তীতে সেটা ব্লকচেইন বা সমজাতীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে সব জায়গায় সঞ্চালন করা হবে। যাতে করে ব্যক্তির ঠিকানা সহ তথ্য ফিল্ড গুলোর মধ্যে ভিন্নতা না থাকে।

এটি ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর গুরুত্বপূর্ণ স্তর, তবে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ইন্টারকানেক্টিভিটি লেয়ার এবং ডিজিটাল গভর্নেন্স না থাকায়, অতীতে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে পরিচয় যাচাইয়ের উদ্যোগ ব্যাহত হয়েছিল। পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত, অযোগ্য কনসালটেন্ট এর মাধ্যমে নাগরিক তথ্য ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিনিময় একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে।

তিন স্তর বিশিষ্ট ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই সমস্যাগুলোর সমাধান করে বাংলাদেশের ডিজিটাল সিস্টেমকে ভবিষ্যৎ মুখে করে তুলবে।

ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটা মধ্যবর্তী স্তরে মন্ত্রনালয় গুলো নিজে ডেটা স্টোর তৈরি না করে বরং ন্যাশনাল ডেটা সেন্টারকে ব্যবহার করবে। ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার সাইবার অপারেশন সেন্টার, সাইবার সেন্সর, সাইবার টুল সহ বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলা করে মন্ত্রণালয় গুলোকে নিরাপদ ডেটা স্টোরেজ সার্ভিস প্রদান করবে। এর মাধ্যমে আলাদা আলাদা ভাবে ডেটা স্টোরেজ করতে সরকারের মোট খরচ কমে আসবে।

৯। ডিজিটাল সার্ভিস অপটিমাইজেশন

সরকারের ডিজিটাল সেবা কেবল আইসিটি বিভাগের আওতায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং সেবার মান অক্ষুণ্ন রাখা, নাগরিক তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, ইন্টারঅপারেবিলিটি প্রতিষ্ঠা, সেবা সহজীকরণ এবং দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান এসব লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা অপরিহার্য। এ ধরনের সহযোগিতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে কো-ক্রিয়েশন সংস্কৃতি গড়ে উঠলে নাগরিককেন্দ্রিক ডিজিটাল সেবার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পথ যতই চ্যালেঞ্জপূর্ণ হোক না কেন, আমরা সেই যাত্রায় সহায়ক শক্তি হিসেবে পাশে আছি।

সাম্প্রতিক সময়ে আইসিটি বিভাগ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবাসমূহকে অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে একদিকে সিস্টেম ডাউনটাইম উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে এবং অন্যদিকে সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেছে। এই যৌথ উদ্যোগে স্বল্প সময়ে সিস্টেমের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় ভূমি খাতে রাজস্ব আদায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, বিআরটিএর ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ নিবিড়ভাবে কাজ করছে। তদুপরি, মহাসড়কের সেতু টোল গেটে যানবাহনের দীর্ঘ সারি এবং এতে করে সৃষ্ট নাগরিক ভোগান্তি হ্রাসকল্পে সড়ক ও জনপথ বিভাগের সাথে যৌথভাবে ই-টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে, যা শুধু যাত্রার সময় সাশ্রয়ই করবে না, বরং রাজস্ব আদায়কেও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ থেকে যে উদ্যোগগুলো নেয়া হয়েছে এই সবগুলো উদ্যোগ প্যারালালে চলতে পারলে, আমরা মনে করি বাংলাদেশের আইসিটির ভবিষ্যৎ ডিজিটাল ইকোনমির জন্য প্রস্তুত হবে।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা)
ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশে অগ্রদূত আইডিয়া প্রকল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তরের যাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তি আজ অন্যতম চালিকাশক্তি। বাংলাদেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে যাত্রা শুরু করে 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (আইডিয়া)'। সরকারের ৪৪,২৮৩.১৪ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ নির্ধারিত হলেও, এর প্রভাব ইতোমধ্যেই দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবনমুখী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে অনন্য ভূমিকা পালন করছে এ আইডিয়া প্রকল্প।

আইডিয়া প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত 'প্রি-সিড স্টার্টআপ ওরিয়েন্টেশন ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২৫'-এ নবনির্বাচিত ২৩টি স্টার্টআপের সাথে আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক

বর্তমান বিশ্বে প্রতিযোগিতা আর টিকে থাকার লড়াই শুধু পুঁজির উপর নির্ভরশীল নয়, প্রয়োজন উদ্ভাবনী সমাধান, প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ আর নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক পরিবেশ। এই প্রেক্ষাপটে আইডিয়া প্রকল্প দেশের মেধা, নতুন ভাবনা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে তরুণ সমাজকে উদ্যোক্তায় রূপান্তর করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের জন্য তৈরি হয়েছে একাধিক অনন্য সেবা ও সুবিধা।

আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে একটি উদ্ভাবনী পরিবেশ গড়ে উঠছে, যা অর্থনীতিতে সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রকল্প শুরুর পর থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ৪২৯টি স্টার্টআপকে মোট ৩১ কোটি ১৮ লাখ ৫২ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গত জুলাই ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ সময়কালে ৪১টি নতুন স্টার্টআপ অনুদানের অনুমোদন পেয়েছে। বর্তমানে ৯০টিরও বেশি পোর্টফোলিও স্টার্টআপ গ্রোথ পর্যায়ে রয়েছে। ১৭টি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে অনুদান, মেন্টরিং ও প্রশিক্ষণ পেয়ে উদ্যোক্তারা তাদের উদ্ভাবনী ধারণাকে ব্যবসায়ে রূপান্তর করছে। এ প্রকল্পের ফলে প্রায় ৭ হাজার সরাসরি ও ১ লাখের বেশি পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। এছাড়া এই স্টার্টআপগুলো এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ৮৬ কোটি টাকার বৈদেশিক বিনিয়োগ এনেছে, যা দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে ও ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগের পথ খুলে দিয়েছে। আইডিয়া প্রকল্পের অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপগুলোর মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ট্রাক লাগবে লিমিটেড, মার্কোপোলো ডট এআই, শপআপ, আই ফার্মার লিমিটেড, হ্যালোটাস্ক প্ল্যাটফর্ম

লিমিটেড, রোবোডেমী স্কুট লিমিটেড, মনের বন্ধু লিমিটেড, স্কাইফ্লোরা লিমিটেড, পালকি মোটরস লিমিটেড, স্বাধীন মিউজিক লিমিটেড, নূর ইসলামিক অ্যাপ, মাই ফুয়েল পাম্প লিমিটেড, ওপেনরিফ্যাক্টরি, ক্রসরোডস্ ইনিশিয়েটিভ, রিলাক্সি লিমিটেড, উইগ্রো টেকনোলজিস লিমিটেড, ন্যাপটেক ল্যাবস লিমিটেড, এবং ডাঃ চাষী-এর মতো উদ্যোগগুলো। এ সকল স্টার্টআপ দেশের উদ্যোক্তা ইকোসিস্টেমে নতুন উদ্ভাবনী শক্তি যোগাচ্ছে এবং প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শুধু স্টার্টআপ নয়, আইডিয়া প্রকল্পের আওতায় স্টার্টআপদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) জন্যও ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে, যা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২,৪৭৪ জন এসএমই উদ্যোক্তাকে মোট ১২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রত্যেক উদ্যোক্তা ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান পেয়েছেন। উল্লেখ্য, গত জুলাই ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ সময়কালে নতুন করে ২৪২ জন এসএমই উদ্যোক্তা আইডিয়া প্রকল্পের এসএমই সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে এই অনুদান পেয়েছেন।

তরুণ উদ্যোক্তারা যাতে সহজে কাজ শুরু করতে পারে, সেজন্য আইডিয়া প্রকল্প বিনামূল্যে কো-ওয়ার্কিং স্পেস ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছে। এ পর্যন্ত ১৩৪টি স্টার্টআপ ও ৩৫৭ জন উদ্যোক্তা এই স্পেস ব্যবহার করে তাদের স্বপ্ন পূরণের যাত্রা শুরু করেছেন। বর্তমানে ৫১টি ডেস্কের মধ্যে ৩৩টি ডেস্ক স্টার্টআপদের বরাদ্দ দেওয়া আছে, যা তাদের কার্যক্রমকে সহজ করছে।

আইডিয়া প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত 'স্টেম কোর্স (ইলেকট্রনিক্স) ফর স্টুডেন্টস' বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি

ছাত্র-ছাত্রীদের আইডিয়া ল্যাব পরিদর্শন

স্টার্টআপদের গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজের জন্য রয়েছে ফ্রি আইডিয়া ল্যাব সুবিধা। এই ল্যাব প্রযুক্তি ও আইটি-ভিত্তিক নতুন, উদ্ভাবনকে সহজতর করছে। উদ্যোক্তারা সহজেই তাদের প্রোটোটাইপ বা নতুন সমাধান তৈরি করতে পারছেন বিনা খরচে।

আইডিয়া প্রকল্পের অন্যতম শক্তি হলো কার্যকর মেন্টরিং ও প্রশিক্ষণ সুবিধা। এই প্রকল্পের অধীনে 'আইডিয়া ১০১' এবং 'স্টেম কোর্স (ইলেকট্রনিক্স) ফর স্টুডেন্টস' -এর মতো নানা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ প্রজন্ম, উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ প্রতিনিধিসহ অনেকেই অংশ নিচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে উদ্যোক্তারা হাতে-কলমে শিখছেন ব্যবসা পরিচালনার কৌশল। পাশাপাশি তারা বাজারজাতকরণ ও ব্র্যান্ডিংয়ের সঠিক পদ্ধতি, বিনিয়োগ সংগ্রহের কৌশল এবং নেটওয়ার্কিংয়ের দক্ষতা অর্জন করছেন। ফলে তারা নিজেদের ব্যবসাকে আরও টেকসই ও লাভজনকভাবে এগিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করছেন।

এছাড়া, আইডিয়া প্রকল্প নিয়মিত আয়োজন করছে ইনোভেশন গ্র্যান্ট, ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রাম, স্টার্টআপ এক্সপো, আইডিয়া শোকেসিং, আইডিয়াথন, হ্যাকাথন ও নানা স্টার্টআপ সংশ্লিষ্ট কোলাবোরেশন ইভেন্ট। এসব আয়োজন তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য কর্পোরেট দুনিয়ার দরজা খুলে দিচ্ছে, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করছে। পাশাপাশি স্টার্টআপরা তাদের পণ্য, সেবা বা সমাধান সরাসরি প্রদর্শন করতে পারছে, যা বিনিয়োগ ও বাজার সম্প্রসারণে সহায়ক। উল্লেখযোগ্য যে, সারাদেশ থেকে উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ আইডিয়া খুঁজে বের করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ (বিআইসি) কর্মসূচি আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলার স্কুল

ও কলেজ পর্যায়ে উদ্ভাবনী ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতি গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

রোবোটিক্স বিষয়ক ট্রেইনিং সেশনের একাংশ

আইডিয়া প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একাংশ

দেশের প্রথম সরকারি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড' আইডিয়া প্রকল্প থেকেই যাত্রা শুরু করে স্টার্টআপদের জন্য বিনিয়োগের নতুন দুয়ার খুলে দিচ্ছে। বলা যায় যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা শুধু নিজেরাই এগোচ্ছে না, বরং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের অর্থনীতিকে বহুগুণে শক্তিশালী করছে। বিদেশি বিনিয়োগ আসার ফলে দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে। আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, উদ্ভাবনী মনোভাব আর সহায়ক অবকাঠামো এ তিনের সমন্বয়ে আইডিয়া প্রকল্প এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের তরুণ প্রজন্ম চাকরিপ্রার্থী থেকে চাকরি সৃষ্টিকারীতে পরিণত হচ্ছে।

একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে আইডিয়া প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট। উদ্যোক্তাদের পাশে থেকে তাদের স্বপ্নকে শক্তি জুগিয়ে দেশকে একটি জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর করাই এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকুক। এগিয়ে যাক আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। গড়ে উঠুক এক টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত অর্থনীতি, এটাই আইডিয়া প্রকল্পের অঙ্গীকার।

মুর্তুজা জুলকার নাঈন নোমান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
আইডিয়া প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

আইসিটি খাতে বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক তুলনা এবং আমাদের প্রস্তুতি

বর্তমানে আমরা এমন একটি সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, যা সম্পূর্ণভাবে আইসিটি নির্ভর। আর এ আইসিটি গঠিত হয়েছে হার্ডওয়্যার, সফ্‌টওয়্যার, নেটওয়ার্ক প্রভৃতির সমন্বয়ে। আর সবকিছুর সমন্বয় হচ্ছে শুধু তথ্যের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং সকল পর্যায়ে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল একসেস, তথ্য প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মানব সম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি শিল্পের রপ্তানীমুখী বিকাশ এবং তারুণ্যদীপ্ত উদ্ভাবনী বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়কগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আইসিটি সেক্টর। পোশাক খাত ও সেবা খাতের সঙ্গে আগামী দিনে এই আইসিটি খাতকেই প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে, এমনটাই প্রত্যাশা। এখন টুইটার, ভাইভার ও হোয়াটসঅ্যাপেও ব্যাংকিং কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রমে পুরো ব্যাংকিং সেবা এখন হাতের মুঠোয় এসে গেছে। ব্যাংকিং সেক্টরকে দেশীয় সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা এবং দেশীয় সফটওয়্যারও যথাযথভাবে উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা চলমান আছে। তথ্যপ্রযুক্তির এত সাফল্য ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এর সামনে রয়েছে শুরু থেকেই অনেক বড় বড় বাধা-বিপত্তি। আইটি খাতে সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো কানেক্টিভিটি, সেই কানেক্টিভিটির পথে সমস্যা হিসেবে দেখা যায় ধীরগতিসম্পন্ন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এ কারণে প্রত্যন্ত এলাকায় যথাযথ এমনকি একান্ত প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কটুকুর অনুপস্থিতি আইটি খাতের প্রধান উদ্দেশ্যকে সমস্যায় ফেলছে। সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তিপর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আইসিটির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করার পাশাপাশি আইসিটির নতুন নতুন সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই আমরা হতে পারবো আইসিটিসমৃদ্ধ এক জাতি।

বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত রয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার এবং বেসরকারি খাত একযোগে কাজ করে চলেছে, যার ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এবং রপ্তানি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে, আমাদের লক্ষ্য আরও বড়, বাংলাদেশকে আমরা ভবিষ্যতে একটি "নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশ" হিসেবে দেখতে চাই, যেখানে আইসিটি খাত হবে অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। আমরা চাই বাংলাদেশ অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার একটি শীর্ষস্থানীয় আইটি হাব হয়ে উঠুক। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ, গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকর্ষণ। দেশের ডিজিটাল অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে ফাইফ জি, ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT), ব্লকচেইন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটানো জরুরি। এসব প্রযুক্তি কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং শিল্প খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে গ্লোবাল টেকনোলজি মার্কেটে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করতে হলে

আমাদের দক্ষ আইটি কর্মী তৈরি করতে হবে। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্ভাবন, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার উপর জোর দিতে হবে। আমরা চাই সরকারি সেবাগুলো হবে আরও স্বচ্ছ, কার্যকর এবং প্রযুক্তিনির্ভর। স্মার্ট নাগরিক সেবা, ডিজিটাল পেমেন্ট, এবং স্বয়ংক্রিয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু হলে সাধারণ জনগণের জন্য সবকিছু সহজ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সেক্টরকে এমন এক পর্যায়ে দেখতে চাই যেখানে দেশটি প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। এটি অর্জনের জন্য আমরা তিনটি মূল স্তরে উন্নতি আশা করি:

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যমাত্রা

- ডিজিটাল রূপান্তর: সরকারি ও বেসরকারি সেবার শতভাগ ডিজিটাইজেশন;
- উন্নত আইটি অবকাঠামো: হাই-স্পিড ইন্টারনেট, ডাটা সেন্টার, ও সাইবার নিরাপত্তার উন্নতি;
- স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম: বিশ্বমানের স্টার্টআপ হাব গড়ে তোলা, যেখানে ইউনিকর্ন (বিলিয়ন-ডলার কোম্পানি) তৈরি হবে;
- মানসম্মত মানবসম্পদ: বিশ্ববাজারের উপযোগী দক্ষ আইটি কর্মী তৈরি করা;
- আইটি এক্সপোর্ট বৃদ্ধি: ২০৩০ সালের মধ্যে আইটি রফতানি ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা।

বৈশ্বিক তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতের বৈশ্বিক অবস্থান এখনও উন্নয়নশীল পর্যায়ে রয়েছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) প্রকাশিত আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (আইডিআই) অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০২৪ সালে ১০০-এর মধ্যে ৬২ স্কোর করেছে, যা বৈশ্বিক গড় স্কোর ৭৪.৮-এর তুলনায় কম। বাংলাদেশের সম্প্রতি কিছু অগ্রগতি হয়েছে, যেমন মোবাইল নেটওয়ার্ক কাভারেজে (থ্রি-জি ও ফোর-জি) এবং মোবাইল ইন্টারনেট ট্রাফিক সাবস্ক্রিপশন ইত্যাদি। তবে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং পরিবারের ইন্টারনেট সুবিধার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলো আইসিটি খাতে অনেক এগিয়ে। সিঙ্গাপুর এবং এস্তোনিয়ার মতো দেশ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে রোল মডেল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে নিম্নলিখিত লক্ষ্যে কাজ করতে হবে;

- ভারতের সাথে প্রতিযোগিতা: বাংলাদেশের লক্ষ্য হতে পারে আউটসোর্সিং খাতে ভারতের বিকল্প হওয়া;
- চীনের প্রযুক্তি উৎপাদন সক্ষমতার কাছাকাছি আসা: ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও চিপ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে বিনিয়োগ;
- সিলিকন ভ্যালির স্টার্টআপ সংস্কৃতি তৈরি করা: উদ্ভাবন ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা;
- এস্তোনিয়ার মতো ডিজিটাল গভর্নেন্স গড়ে তোলা: সরকারি সেবাগুলো ডিজিটাইজ করে নাগরিকদের জন্য সহজলভ্য করা।

ভবিষ্যৎ দৃষ্টি

বাংলাদেশকে এশিয়ার প্রযুক্তি হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
এআই, ব্লকচেইন, ক্লাউড কম্পিউটিং, এবং সাইবার নিরাপত্তায় বিশ্বমানের সক্ষমতা তৈরি করা;
দেশীয় প্রযুক্তিপণ্য ও সফটওয়্যার ব্র্যান্ড বিশ্ববাজারে পরিচিত করা।

আমাদের করণীয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতকে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বমানের অবস্থানে নিয়ে যেতে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- ডাটা সেন্টার অবকাঠামো উন্নয়ন
- উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ
- ডাটা নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা
- ক্লাউড কম্পিউটিং ও ভার্চুয়ালাইজেশন
- আইসিটি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন
- আইটি উদ্ভাবন ও গবেষণা
- সরকারের ডিজিটাইজেশন এবং ই-গভর্নেন্স
- আইসিটি সেক্টরের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন
- AI এবং অটোমেশন প্রযুক্তির ব্যবহার
- স্থানীয়ভাবে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হার্ডওয়্যার উৎপাদন
- ডিজিটাল অর্থনীতি ও ই-কমার্স সম্প্রসারণ
- উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম শক্তিশালীকরণ
- সবার জন্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নিশ্চিতকরণ
- ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন
- ডিজিটাল সচেতনতা প্রচারণা
- MSME পোর্টাল (B2B পোর্টাল, প্রকল্পের তথ্য এবং বিতরণ ইত্যাদি)
- ডিজিটাল স্কুল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
- ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
- টেলিমেডিসিন প্ল্যাটফর্ম
- ডিজিটাল কৃষি-তথ্য পরামর্শমূলক পরিষেবা
- ডিজিটাল কৃষি বিতরণ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
- ডিজিটাল কৃষি ই-মার্কেটপ্লেস
- E2E ডিজিটাল LGI পরিষেবা
- স্মার্ট গ্রিড (কার্যকর গ্রাহক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, সমন্বিত নবায়নযোগ্য শক্তি, প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গ্রিড)
- সম্পদ স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
- ডিজিটাল বিদ্যুৎ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
- ডিজিটাল পুলিশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- স্বয়ংক্রিয় ভ্যাট প্রদান
- মাল্টি-মডেলের জন্য প্ল্যাটফর্ম
- কানেকটিভিটি ইনফ্রা প্ল্যানিং
- ডিজিটাল নগর পরিবহন পরিকল্পনা
- ছাত্র-শিক্ষক পোর্টাল আইসিটি শিক্ষার প্রসার
- ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা
- ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা বিতরণ
- কৃষকদের জন্য আর্থিক পরিষেবা অ্যাপ (বীমা, ঋণ ইত্যাদি)
- ডিজিটাল কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা
- বন আচ্ছাদন ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম
- জিএইচজি নির্গমন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
- স্মার্ট শহর/গ্রাম
- ডিজিটাল পর্যটন সেবা ব্যবস্থা
- সরাসরি সুবিধা স্থানান্তর পোর্টাল
- (দরিদ্র / বেকার/ প্রতিবন্ধী / যুবক)
- প্রতিবন্ধী সহায়ক প্রযুক্তি
- ডিজিটাল খাদ্য ও পোশাক বিতরণ ব্যবস্থা
- ডিজিটাল পেনশন পোর্টাল
- জনসাধারণের কাজের প্ল্যাটফর্ম (গিগ কর্মী)
- ডিজিটাল কর আদায় পর্যবেক্ষণ
- ট্রেড এবং লজিস্টিকস সিঙ্গেল উইন্ডো
- পোর্ট সিঙ্গেল উইন্ডো
- ডিজিটাল এনগেজমেন্ট চ্যানেল
- ডেটা অ্যানালিটিক্স / এআই প্ল্যাটফর্ম
- কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র (ট্রাফিক পর্যবেক্ষণ,
- ঘটনা প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা, সড়ক নিরাপত্তা, নজরদারি)

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১) বর্তমান ডিজিটাল যুগে সাইবার অপরাধের প্রাবল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার ২০২৫ সালে "সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫" নামে একটি নতুন আইন জারি করেছে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ২০২৩ সালের বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হয়েছে এবং অনলাইন অপরাধ ও সাইবার হুমকি প্রতিরোধে বেশ কিছু নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় প্রকাশিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ এর গেজেটে বলা হয়, সাইবার নিরাপত্তা আইনে নাগরিক সুরক্ষাসংক্রান্ত বিধান অপ্রতুল থাকায় অপপ্রয়োগ ও নিপীড়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার খর্ব করেছিল। তাই সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করে এ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এ "সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর মাধ্যমে 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো' সমূহের সুরক্ষার বিষয়টি কঠোরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;

২) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা বিষয়টি রাষ্ট্রীয় বাস্তবতা ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে 'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' এবং 'জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫'এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয় কেবিনেট থেকে। জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার ডিসপিউট সেটেলমেন্টসহ ৬টি উইং এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়টির

উপর গাইডলাইন প্রদান, মনিটরিং, ও এনফোর্সমেন্ট করবে। এ লক্ষ্যে উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষটি আইসিটি অধিদপ্তরের উর্ধ্বে জাতীয় পর্যায়ে সরকার প্রধানের অধীনস্ত থেকে কাজ করবে। জাতীয় স্বার্থে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও আইসিটি অধিদপ্তরের নেতৃত্বে করা হয়েছে;

৩) নাগরিকের তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং ই-গভর্নেন্সকে ইফেক্টিভ করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় উইনিয়নের সাথে যৌথভাবে তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নানান দিক বিশ্লেষণ, ইন্টারঅপারেবিলিটির প্রয়োগ, ডিজিটাল আইডেন্টিটি, নাগরিক সম্পৃক্ততার বিষয়াদির ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

৪) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কতৃক স্থাপিত পার্কসমূহ পরিচালনার জন্য Standard Operating Procedure (SOP) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;

৫) কানেক্টিভিটি হচ্ছে আইসিটিভিত্তিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তম্ভ। সরকার ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ফাইবার সংযোগ ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এখন, বিভিন্ন সেক্টরে আইসিটিভিত্তিক পরিষেবা প্রদানের জন্য শেষ ব্যবহারকারী পর্যন্ত সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক; ইউনিয়ন স্তরের সকল সরকারি অফিসে ব্রডব্যান্ড ক্যাবল সংযোগ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে Establishing Digital Connectivity (EDC) প্রজেক্ট ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে শেষ ব্যবহারকারী পর্যন্ত ফিক্সড ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে সারাদেশে ISP সার্ভিস ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে ইউনিয়ন এবং গ্রাম স্তর পর্যন্ত এন্ড ইউজারদের জন্য ১,০৯,২৪৪ সংযোগ প্রদান করার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে চলেছে;

৬) এক ঠিকানায় সব নাগরিক সেবা আনার স্বপ্নযাত্রা- সরকারি ডিজিটাল সেবাসমূহ নাগরিকের কাছে নিয়ে যেতে নাগরিক সেবা প্লাটফর্ম উদ্বোধন করা হয়েছে । এর মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৪৫৮ টি সরকারি ডিজিটাল সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে জন্মনিবন্ধন, পাসপোর্ট, ভূমি সেবার মত গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিসসমূহ নাগরিকের দোরগোড়ায় নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে;

৭) Enhancing Digital Government and Economy (EDGE) প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ও টেকসই ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। প্রকল্পটি দক্ষ জনশক্তি তৈরি, ডিজিটাল গভর্নেন্স শক্তিশালীকরণ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহায়তা এবং আইসিটি শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর আওতায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, জুলাইযোদ্ধা, মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, নবীন গ্র্যাজুয়েট, সরকারি কর্মকর্তা এবং আইটি-আইটিইএস খাতের কর্মীসহ প্রায় ৫৫,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ও সহজ করতে চালু করা হয়েছে জাতীয় জব পোর্টাল (jobs.gov.bd)।

ডিজিটাল অবকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় ডেটা সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন, সরকারের জন্য ইউনিফাইড কমিউনিকেশন টুল চালু, ক্লাউডভিত্তিক নাগরিক সেবা সম্প্রসারণ এবং জাতীয় পর্যায়ে সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার স্থাপনের মতো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দেশের ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত Research and Innovation Centre (RIC)-এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৭৮টি গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে আইসিটি শিল্পের প্রসারে জাতীয় ও বৈশ্বিক কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি, সেমিকন্ডাক্টর শিল্প বিকাশে সেমিকন্ডাক্টর ল্যাব স্থাপন এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তি বিকাশে Centre for Fourth Industrial Revolution (C4IR) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। এছাড়া, প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি প্রণয়নে সরকারকে নিয়মিত কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে EDGE প্রকল্প;

৮) আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান - দুটি ধাপে আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথমে জাইকা (JICA) পরিচালিত সীমিত পরিসরের কান্ট্রি স্টাডিতে কিছু ঘাটতি থাকায় পরবর্তীতে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত করা হয়, যার খসড়া ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ পরিকল্পনায় ২০২৭ ও ২০৩০ সালের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি, সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণ এবং আইসিটি রপ্তানি বৃদ্ধির ভিশনারি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে ছয় মিলিয়ন দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও ৫ বিলিয়ন ডলার আয় অর্জনের লক্ষ্যে ঢাকায় একাধিক সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমিতে বেসরকারি খাতের জন্য মেট্রোপলিটন ওয়ার্কস্পেস তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সেমিকন্ডাক্টর খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ল্যাব ও মেকারস স্পেস স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে;

৯) স্কিল গ্যাপ পূরণের লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ ইন্ডাস্ট্রি-সার্টিফায়েড নতুন প্রশিক্ষণ প্রকল্প শুরু করেছে। বর্তমানে প্রকল্পগুলোর ডিপিপি প্রণয়ন চলছে, যেখানে আন্তর্জাতিক মানের ফ্রিল্যান্সিং, MySQL, পাইথন, ক্লাউড-ভিত্তিক ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েশন, সাইবার সিকিউরিটি, মোজো জার্নালিজম ও ডিজিটাল ভেরিফিকেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি হচ্ছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণে দুটি সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করা হবে–একটি ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (NSDA) কর্তৃক স্বীকৃত, অন্যটি আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন। লক্ষ্য হলো ইন্ডাস্ট্রিতে বিদ্যমান তথ্যপ্রযুক্তি-সম্পর্কিত প্রাথমিক স্কিল গ্যাপ দূর করা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সার্টিফিকেট কর্মজীবনে প্রয়োগযোগ্য করা। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, আইসিটি বিভাগ আর কোনো প্রশিক্ষণ দেবে না যা জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়;

১০) বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তর প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করায় ডিজিটাল অবকাঠামো কিছুটা ফ্র্যাগমেন্টেড অবস্থায় রয়েছে এবং পর্যাপ্ত ইন্টারকানেক্টিভিটি ও ইন্টারঅপারাবিলিটি গড়ে ওঠেনি। প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের উদ্যোগে অনিরাপদভাবে এপিআই সংযোগ স্থাপনে নিয়োজিত ছিল। এই পরিস্থিতিতে একটি সমন্বিত ও নিরাপদ ডেটা গভর্নেন্স এবং ইন্টারঅপারেবল ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সে উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ের ডেটা গভর্নেন্সের চাহিদাসমূহ তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে;

১১) দেশের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, তথা সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সার্ভারগুলোকে আন্তঃসংযুক্ত করে একটি জাতীয় কানেক্টিভিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি ন্যাশনাল কানেক্টিভিটি বাস তৈরি হবে, যা পুরনো ও নতুন সরকারি-বেসরকারি সেবার জন্য সার্ভিস বাস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ডেটাবেজ ও সফটওয়্যারগুলোকে হরাইজন্টাল ও ভার্টিকাল, এই দুই শ্রেণিতে শ্রেণিবিদ্ধ করার কাজ চলছে;

১২) ২০২৪ সালের "হার পাওয়ার (HER POWER) প্রকল্প"-এর আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের শুরু পর্যন্ত মোট ৯৪টি ব্যাচে ৫,৩৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। এর মাধ্যমে সমান সংখ্যক নারী অংশগ্রহণকারী সফলভাবে সক্ষমতা উন্নয়ন সম্পন্ন করেছেন;

ডিজিটাল গভর্নেন্স ও ডেটা অবকাঠামো উন্নয়ন:

- জাতীয় পর্যায়ে ডেটা গভর্নেন্স কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ডেটা আদান-প্রদান নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত হয়;
- ডিজিটাল আইডেন্টিটি, ট্রাস্ট সার্টিফিকেট ও সিঙ্গেল সাইন-অন (SSO) প্রবর্তনের মাধ্যমে নাগরিক সেবার ইন্টারঅপারেবিলিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- জাতীয় কানেক্টিভিটি এক্সচেঞ্জ (NCE) গঠন প্রক্রিয়াধীন, যা সরকারি-বেসরকারি সকল গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সার্ভার ও ডেটাবেইজকে একক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করবে;
- Data Exchange Platform উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সফটওয়্যার ও ডেটাবেসের মধ্যে নিরাপদ তথ্য বিনিময়ের পথ তৈরি করা হয়েছে;
- এ ছাড়া, জাতীয় সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (SOC) এবং Center for Industrial Revolution (C4IR) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা সাইবার নিরাপত্তা ও উদ্ভাবন ব্যবস্থাপনা জোরদার করবে;

মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন

- Her Power Project এর মাধ্যমে ৯৪ ব্যাচে মোট ৫,৩৪০ জন নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষিত হয়েছেন, যারা ডিজিটাল ফ্রিল্যান্সিং ও অনলাইন ব্যবসায় নিয়োজিত;
- "EDGE" প্রকল্পের আওতায় ৫০,০০০ শিক্ষার্থীকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে;
- জাতীয় সাইবার ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে, যাতে সরকারি কর্মকর্তা ও তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
- BCC Certified Cyber Experts Database তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সনদপ্রাপ্ত সাইবার বিশেষজ্ঞদের তালিকা সংরক্ষিত হচ্ছে;

উদ্ভাবন ও গবেষণা উন্নয়ন

- দেশের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা সেমিকন্ডাক্টর শিল্প বিকাশে গবেষণাভিত্তিক জ্ঞান তৈরি করবে;
- সেমিকন্ডাক্টর, রোবোটিকস, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিষয়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও রিসার্চ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে;
- ১০টি রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার (R&I Centers) স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে স্থানীয় উদ্ভাবক ও গবেষকরা আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা পরিচালনা করছেন;
- AI এবং রোবোটিকস সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে;

ডিজিটাল অর্থনীতি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন

- গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে ডিজিটাল উদ্যোক্তা বিকাশ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে ৫০০৭০০ নারী উদ্যোক্তার জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে;
- B-CV এবং অনলাইন জব কানেক্ট প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে, যা প্রশিক্ষিত তরুণদের চাকরি প্রাপ্তিতে সহায়তা করছে;
- ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বাড়াতে আইসিটি ডিভিশন, ব্যাংক ও FinTech প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম চলছে;

শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন

- ৪২টি স্মার্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে ইন্টার‍্যাকটিভ লার্নিং ও স্মার্ট ক্লাসরুম চালু হয়েছে;
- ৫৬০টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংযুক্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ১০০টি প্রতিষ্ঠানে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- UDC (Union Digital Center) পুনরুজ্জীবন কর্মসূচির আওতায় ১২০টি সেবাকেন্দ্র আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সব উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে;

অবকাঠামো ও সংযোগ সম্প্রসারণ

- জাতীয় ডেটা সেন্টারের (NDC) ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার (DRC) নির্মাণাধীন রয়েছে;
- BTCL, Postal Department এবং ICT Division-এর জমিতে নতুন সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে;
- সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) কাঠামোর মাধ্যমে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন বাস্তবায়নের জন্য নীতিগত সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে;

সাইবার নিরাপত্তা ও নাগরিক সেবা

- ৯৯৯ এবং ৩৩৩ হেল্পলাইন সিস্টেম আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, যাতে দ্রুত নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা যায়;
- সাইবার থ্রেট মনিটরিং ও ইনসিডেন্ট রেসপন্স সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়ক হবে;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য Cyber Risk Management Framework প্রস্তুত করা হয়েছে;

আগামী দিনে বাংলাদেশকে আমরা একটি উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর দেশ হিসেবে দেখতে চাই, যেখানে প্রতিটি নাগরিক ডিজিটাল সুবিধার আওতায় থাকবে, প্রযুক্তি হবে অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি এবং বাংলাদেশ হবে গ্লোবাল আইটি মার্কেটে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগী। নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এখনই আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে।

মোহাম্মদ সাইফুল হাসান
যুগ্মসচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা: বাস্তবায়নে ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গঠন

দেড় দশক ধরে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শব্দযুগল রাজনৈতিক বক্তৃতায় যেমন প্রভাব ফেলেছে, তেমনি জনগণের মনেও এক স্বপ্ন জাগিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এটি মূলত জনপ্রিয় রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবেই থেকে গেছে। প্রশাসনিক কাঠামো, নাগরিক সেবা, তথ্য ব্যবস্থাপনা–সবই এখনো কাগজের স্তূপ, দপ্তরের ধাপ ও একই তথ্য বারবার জমা দেওয়ার পুরনো প্রক্রিয়ায় আটকে আছে।

বাংলাদেশে জাতীয় নাগরিক পরিচয় নিবন্ধন (এনআইডি), জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন তথ্যভান্ডারসহ বিভিন্ন নাগরিক তথ্য সম্বলিত তথ্যভান্ডার থাকলেও তা সঠিকভাবে আন্তঃসংযুক্ত বা ইন্টারঅপারেবল নয়। একজন নাগরিককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাসপোর্ট, ব্যাংক হিসাব, কর দাখিল, জমির কাগজ–প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই মৌলিক তথ্য বারবার জমা দিতে হয়। এতে সময়, অর্থ ও শ্রমের অপচয় হয়, তথ্যভ্রান্তি বাড়ে, এবং নাগরিক সেবা ধীরগতি হয়। আরও বড় উদ্বেগ–গত কয়েক বছরে একাধিকবার জাতীয় তথ্যভান্ডার থেকে বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়েছে মর্মে প্রচারিত হয়েছে।

এই চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত উদাহরণ রয়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। অল্প জনসংখ্যার দেশ এস্তোনিয়া নাগরিক সেবা ব্যবস্থায় 'একবারের নীতি' চালু করেছে–জীবনে একবার মৌলিক তথ্য জমা দিলে তা সব সরকারি-বেসরকারি অনুমোদিত সেবায় নিরাপদে ব্যবহৃত হয়। ফলে কর দাখিল, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাপ্রবেশ–সবই দ্রুত, ঝামেলামুক্ত। সকল তথ্য বিভিন্ন তথ্যভান্ডার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হওয়ায় মাত্র ৩ মিনিটে সেখানে ই-ট্যাক্স জমা দেয়া যায়। সিঙ্গাপুরে রয়েছে "সিংপাস" (SingPass)–একটি একক ডিজিটাল পরিচয় ব্যবস্থা, যা দিয়ে ব্যাংক একাউন্ট খোলা, কর দেওয়া, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এমনকি সম্পত্তি নিবন্ধন পর্যন্ত করা যায়। এমনকি ভারতে "আধার কার্ড" ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় পরিচয়ভান্ডারের মাধ্যমে কর দাখিল, ব্যাংক হিসাব, সরকারি ভর্তুকি প্রদানে বিপ্লব এনেছে। ফিনল্যান্ডে কর, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার তথ্যভান্ডার সম্পূর্ণভাবে ইন্টারঅপারেবল। নাগরিক যেকোনো সেবা নেওয়ার সময় নতুন করে তথ্য জমা দেন না–প্রয়োজনীয় তথ্য অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ নিরাপদভাবে আদান-প্রদান করে। দক্ষিণ কোরিয়া বা জাপান ফাইভ জি প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবাকে সম্পূর্ণ অনলাইন করেছে, নগদবিহীন অর্থনীতি ও স্মার্ট নগর ব্যবস্থায় বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে।

বাংলাদেশেও যদি "একবারের নীতি" কার্যকর হয়, তবে কর ফর্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হবে, হাসপাতালে পুরনো রোগীর তথ্য মুহূর্তে পাওয়া যাবে, জমির হস্তান্তরের জন্য নতুন করে নথি জমা দিতে হবে না। এর জন্য প্রয়োজন ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামোতে বড় বিনিয়োগ ও যথাযথ আন্তঃসংযোগ প্ল্যাটফর্ম এবং নাগরিক আইডেন্টিটি রেজিষ্টার ব্যবস্থা স্থাপন করা। শুধু দপ্তরভিত্তিক সফটওয়্যার নয়, জাতীয় পর্যায়ে নিরাপদ তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা, উচ্চগতির ইন্টারনেট, শক্তিশালী ডেটা সেন্টার, এবং কার্যকর সাইবার নিরাপত্তা গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে ফাইভ জি প্রযুক্তি চালু করা অপরিহার্য, যা দ্রুতগতি ও কম বিলম্বের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প ও কৃষিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক সেবা সম্ভব করবে। ডিজিটাল সেবা যেন কেবল শহরে সীমাবদ্ধ না থাকে–তার জন্য প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়নে "এক-দ্বার নাগরিক সেবা কেন্দ্র" থাকা উচিত, যেখানে জন্মনিবন্ধন, কর দাখিল, জমির নথি, সামাজিক সুরক্ষা ভাতা, স্বাস্থ্যসেবা–সবকিছু এক জায়গায় পাওয়া যাবে। বর্তমানে ৮,৮০০ সেবাকেন্দ্র থাকলেও অধিকাংশের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সীমিত।

ডিজিটাল রূপান্তর বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংকের ব্যবসা সহজীকরণ সূচকে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ১৬৮তম। নিবন্ধন, কাস্টমস ছাড়পত্র, লাইসেন্স নবায়ন দ্রুত অনলাইনে হলে বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে প্রযুক্তি ও উৎপাদনের সম্ভাবনাময় কেন্দ্র হিসেবে দেখবে। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি খাত থেকে বছরে প্রায় ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়; কার্যকর সংস্কার আনতে পারলে ২০২৭ সালের মধ্যে তা ৫ বিলিয়ন ডলার হতে পারে। বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী–যারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশ–আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। তাদের তথ্যপ্রযুক্তি, প্রোগ্রামিং, সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করলে তারা শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও কর্মসংস্থান তৈরি করবে। বর্তমানে রেমিট্যান্স আয় প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার; দক্ষ আইটি কর্মী বিদেশে প্রেরণ করলে এ আয় বহুগুণে বাড়তে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তিকে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষার মৌলিক জ্ঞান থাকলেই শুধুমাত্র জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জার্মানীতে ১ মিলিয়ন জনশক্তির কর্মসংস্থান সম্ভব। দেশের ভেতরও ফ্রিল্যান্সিং কাজের সুযোগ বিপুল। বর্তমানে প্রায় ৬.৫ লাখ ফ্রিল্যান্সার আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করছে। প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো, নিজস্ব ফ্রি-ল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস ও আন্তর্জাতিক অর্থ লেনদেনের সুবিধা বাড় কয়েক মিলিয়ন তরুণ এই খাতে যুক্ত হতে পারবে।

আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত "কাগজবিহীন" ও "নগদবিহীন" অর্থনীতি। অনলাইনে বিল প্রদান, ডিজিটাল অর্থ লেনদেন, ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ও ই-ফাইলিং শুধু স্বচ্ছতা আনবে না–সময়, অর্থ ও পরিবেশও রক্ষা করবে। বর্তমানে মোবাইল আর্থিক সেবার মাসিক লেনদেন প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা–যা ভবিষ্যতের নগদবিহীন অর্থনীতির সম্ভাবনা স্পষ্ট করে। তবে প্রযুক্তি কেবল তখনই কাজে লাগবে যখন ডিজিটাল সাক্ষরতা–অর্থাৎ প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ জনগোষ্ঠী–গড়ে উঠবে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে পেশাগত প্রশিক্ষণ পর্যন্ত প্রযুক্তি শিক্ষাকে জাতীয় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

গত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে–শুধু স্লোগান দিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর রাষ্ট্র গড়া যায় না। আমাদের এখনই সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে–নিরাপদ তথ্য ব্যবস্থাপনা, একবারের নীতি, ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ, ফাইভ জি প্রযুক্তি, এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে। তাহলে বাংলাদেশ শুধু প্রযুক্তি ব্যবহারকারী নয়–প্রযুক্তি সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় আমাদের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে এর বিকল্প নেই।

ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান
যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
এবং
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি

বাংলাদেশে সাইবার সুরক্ষা ও উপাত্ত সুরক্ষা

সাইবার জগত বা পরিসর একটি বিস্তৃত ধারণা যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাইবার জগতের সাথে সম্পৃক্ত। ডিজিটাল প্রযুক্তির উত্তরোত্তর অগ্রগতির সাথে সাথে প্রায় প্রতিটি মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে সাইবার জগতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে-এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তথ্য চুরি, হ্যাকিং, সাইবার আক্রমণ, ডিজিটাল প্রতারণা ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতে সাইবার হুমকি প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার "সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫" প্রণয়ন করেছে, যা দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা কাঠামোকে আরো শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলবে। বর্তমানে বিশ্বের ১৮০+ দেশে কোনো না কোনো ধরনের সাইবার সুরক্ষা আইন (Cyber security Law) কার্যকর রয়েছে।

সাইবার সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সাইবার সুরক্ষা বলতে বুঝায় তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর সকল প্রকার অবকাঠামো, সফটওয়্যার ও উপাত্তকে ডিজিটাল আক্রমণ, হ্যাকিং, ম্যালওয়্যার, ফিশিং ইত্যাদি থেকে রক্ষা করা। ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায়, সরকারি সেবা ও অবকাঠামো রক্ষা, শিক্ষা ও গবেষণার সুরক্ষা সর্বোপরি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা ইত্যাদি কারণে সাইবার সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে একাধিকবার সাইবার হামলার শিকার হওয়া বিশেষত ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, কার্যকর সাইবার সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা কতটা জরুরি। সঠিক আইনী কাঠামো গড়ে তোলা এবং তা বাস্তবায়ন, সচেতনতার মাধ্যমেই সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

সাইবার সুরক্ষা আইনের আদ্যোপান্ত

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উক্ত অপরাধের বিচার সর্বোপরি ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে ২০১৮ সনের ০৮ অক্টোবর "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮" (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) প্রণীত হয়। পরবর্তিতে তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার হতে জনগণের সম্পদ ও সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকিমুক্ত করার প্রয়াসে "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন,২০১৮" রহিতক্রমে বিভিন্ন দেশের আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২৩ সনের ১৮ সেপ্টেম্বর "সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩" (২০২৩ সনের ৩৯ নং আইন) প্রণীত হয়। কিন্তু 'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩' ব্যাপক আইনী নির্যাতন নিপীড়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করায় এবং তাতে নাগরিক সুরক্ষা অপ্রতুল থাকায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার খর্ব করার কারণ ঘটায় দেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বহুল বিতর্কিত 'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩' বাতিল করে সাইবার স্পেসে safety and security নিশ্চিত করার প্রয়াসে "সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫" নামে একটি পৃথক আইনি কাঠামো তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের সহযোগিতায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তদারকিতে এবং সচিব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের দিকনির্দেশনায় 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ' এর

খসড়া প্রণয়ন কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তিতে আইন প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপ যেমন- অংশীজনের সমন্বয়ে কর্মশালা আয়োজন, একাধিকবার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহ, আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আয়োজন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি'তে উপস্থাপন করে মতামত সংগ্রহসহ বিভিন্ন ধাপে দেশি-বিদেশি স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলাপ-আলোচনা, মতামত এবং পরামর্শের ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়, যা ২৪.১২.২০২৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে অনুমোদন লাভ করে।

খসড়া 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ' এর বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করায় উক্ত মতামতসমূহ আলাপ-আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ মোতাবেক 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ' এর খসড়া পুনরায় পরিমার্জন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘ এ পরিমার্জন প্রক্রিয়ায় 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ' এর খসড়া প্রায় ২৪ বার হালনাগাদ করা হয়। পরিমার্জিত খসড়া গত ০৯.০৪.২৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে সর্বশেষ ০৬.০৫.২৫ তারিখে উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। যথারীতি ভেটিং শেষে সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার স্পেসে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উক্ত অপরাধের বিচার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান সম্বলিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ) গত ২১ মে, ২০২৫ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত হয়।

এক নজরে খসড়া 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫'

- প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের মোট ধারার সংখ্যা ৫১টি;
- প্রস্তাবিত খসড়ার ধারা ২ এ বেশ কিছু নতুন সংজ্ঞা সংযোজন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংজ্ঞা পরিমার্জন করা হয়েছে (গ্লোবাল থ্রেট ইন্টেলিজেন্স, জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা অপারেশন সেন্টার, সাইবার সুরক্ষা, সাইবার স্পেস, যৌন হয়রানি, রিভেঞ্জ পর্ণ, ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান, সেক্সটর্শন ইত্যাদি);
- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ব্যক্তির পাশাপাশি কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট বা টুলের সহায়তায় সংগঠিত অপরাধকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে;
- প্রস্তাবিত খসড়াকে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনে প্রায় প্রতিটি ধারায় সংশোধন আনা হয়েছে;
- এ অধ্যাদেশে ইন্টারনেটকে নাগরিকের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে;
- ধারা ৮(১) এ ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রচারিত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার বিষয়ে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে;
- ধারা ৮(৩) এ কোন কন্টেন্ট ব্লক হলে স্বচ্ছতার স্বার্থে সরকার কর্তৃক সকল ব্লক হওয়া কন্টেন্টের তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে;
- ধারা ৯(৬) এ কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম বা সার্ট (CIRT) এর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ধারা ৯(৮) এ সার্টসমূহের দায়িত্বাবলী বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে;
- ধারা-১২ তে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং ধারা ১২(৩) এ কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা নাগরিক সমাজের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে;
- ধারা-২৩(ঙ) তে নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে;
- ধারা ২৬ এ বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে শুধুমাত্র সহিংসতা উদ্রেক করা কে আইনের আওতায় আনা হয়েছে;
- প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের ৩০ ধারায় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত জরিমানা হতে বা জরিমানার অতিরিক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্থ
- ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে;
- ধারা ৩১(৪) এ সাইবার স্পেসে জালিয়াতি, যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইলিং এবং সাইবার স্পেসে সহিংসতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধের ভিত্তি না থাকলে অভিযোগ খারিজ এবং আটক ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মুক্তি প্রদানের অপশন রাখা হয়েছে;
- এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো অনলাইন জুয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে;
- এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো সাইবার স্পেসে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌন হয়রানিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে;
- ধারা ৫০(৪) এ সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের ধারা ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪ এবং উক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধে নিষ্পন্নাধীন ও তদন্তাধীন মামলাসমূহ বাতিল হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে;

'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫'- আগামীর করণীয় ও কৌশল

- এজেন্সি গঠন প্রজ্ঞাপন ধারা-৫(১)
- সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত, অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ধারা-৭(১)
- কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, তথ্য প্রযুক্তি বা সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হতে, যাদের সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদ বা সার্টিফিকেট রয়েছে-তাদের মধ্য হতে মহাপরিচালক ও পরিচালক নিযুক্তকরণ। ধারা-৬
- ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করলে উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ, ক্ষেত্রমতো স্থানান্তর বা ব্লক করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে, অতঃপর বিটিআরসি বলে উল্লিখিত, অনুরোধ করা। ধারা-৮(১)
- অপসারণ বা ব্লক সংক্রান্ত তথ্যের তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ। ধারা-৮(৩)
- কার্যকর N-CERT, N-SOC গঠন ধারা-৯
- জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ও কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, ডিজিটাল ফরেনসিক বিষয়ে স্বীকৃত সনদধারী বিশেষজ্ঞ এবং প্রয়োজনে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠন। ধারা-৯(৩)
- নির্ধারিত গুণগত মান থাকা সাপেক্ষে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এর স্বীকৃতি প্রদান। ধারা-১০(২)
- সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলের সভা আহবান ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ। ধারা-১২, ধারা-১৪
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণা এবং বছর ভিত্তিক তালিকা হালনাগাদকরণ। ধারা-১৫
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর নিরাপত্তা পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা। ধারা-১৬
- সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ এর আওতায় অপরাধ, দণ্ড, মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রকাশ করে
- জনসাধারণকে সতর্কীকরণ। ধারা-১৭ থেকে ধারা-৩০ ,ধারা-৩৫
- এই অধ্যাদেশে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেটকে নাগরিকের অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বিধায় এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ধারা-২(ল)
- প্রয়োজনীয় সকল বিধি প্রণয়ন ধারা-৪৯

ডিজিটাল উন্নয়ন শুধু প্রযুক্তির প্রসার নয়, বরং একটি নিরাপদ ও আস্থাভাজন পরিবেশ নিশ্চিত করাও এর অংশ। সাইবার সুরক্ষা ছাড়া প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার সমন্বিত কৌশল, শক্তিশালী আইন কার্যকর এবং নাগরিক সচেতনতা। প্রযুক্তি ও মানবাধিকার এই দুইয়ের ভারসাম্য বজায় রেখে আইনটি কার্যকর করা গেলে, বাংলাদেশ একটি সুরক্ষিত ও স্থিতিশীল ডিজিটাল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাবে।

উপাত্ত সুরক্ষা

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে উপাত্ত (Data) একটি সম্পদে পরিণত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তি, প্রতিষ্টান ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অনেকাংশে উপাত্তের সুরক্ষার উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে ডিজিটাল উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ই-গভর্ন্যান্স.স্মার্ট সেবা, অনলাইন শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি খাতে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত তৈরী ও সংরক্ষিত হচ্ছে। ফলে উপাত্ত সুরক্ষা এখন সময়ের দাবী। উপাত্ত সুরক্ষা বা Data Protection হলো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপাত্ত যেন অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার বা বিকৃতি করতে না পারে, তার নিশ্চয়তা প্রদান। ব্যক্তি পরিচিতির তথ্য (PII), যেমন নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য, ফোন নম্বর, অবস্থান ইত্যাদি যদি নিরাপদ না থাকে, তাহলে তা ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার "উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র- উভয়কে ঝুঁকিমুক্ত করা সম্ভব। বর্তমানে পৃথিবীর ১৫০+ দেশে কোনো না কোনো ভাবে উপাত্ত সুরক্ষা আইন (Data Protection Law) কার্যকর রয়েছে।

উপাত্ত সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে প্রতিদিন লাখ লাখ নাগরিক তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন, ব্যাংক হিসাব, মোবাইল নম্বর, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপাত্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে জমা দিচ্ছেন। এসব উপাত্ত সঠিকভাবে সুরক্ষিত না হলে তা সাইবার হামলা, হ্যাকিং, প্রতারণা কিংবা গোপনীয়তা লঙ্ঘনের শিকার হতে পারে। তাই ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, আন্তর্জাতিক মান বজায় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা বজায় রাখতে উপাত্ত সুরক্ষা অপরিহার্য।

আইন প্রণয়নে কার্যক্রম

বাংলাদেশে উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের বিষয়টি নতুন নহে। খুব সম্ভবত সেপ্টেম্বর,২০২০ সন থেকে আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আইন প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপ শেষে বিগত সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন নীতিগত অনুমোদন লাভ করে। পরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য প্রেরিত হয়। তার পরের ঘটনা সকলের জানা। দেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের উপাত্তের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়াসে "ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫"(Personal Data Protection ordinance-PDPO) নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন আইনি কাঠামো তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তদারকিতে তার দপ্তরের ডাটা সায়েন্টিস্ট টিম এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কনসালটেন্ট সমন্বয়ে খসড়া প্রণয়ন কমিটি দেশিয় পরিপ্রেক্ষিত এবং বৈশ্বিক উত্তম চর্চার অনুশীলনে একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তুতে নিরলস ভাবে কাজ করছে। খসড়া প্রণয়ন কমিটি দেশিয় ও বিদেশি স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণের সুবিধার্থে বাংলা ও ইংরেজী দুটো ভার্সনে পাশাপাশি খসড়া তৈরী করে। উক্ত খসড়া একাধিকবার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহ, দেশি-বিদেশি স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে কর্মশালা আয়োজন, বিদেশি স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরিমার্জিত খসড়া নিয়ে আলোচনা, পুনঃআলোচনা মতামত এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভার মতামতের ভিত্তিতে খসড়া পরিমার্জন করা হয়। উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধ্যাদেশ প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপসমূহ পরিপালন পূর্বক উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে অনুমোদন ও যথারীতি ভেটিং শেষে বাংলাদেশে সহসা "ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫" নামে একটি অধ্যাদেশ আত্মপ্রকাশ করবে।

উপাত্ত সুরক্ষায় স্বাধীন কর্তৃপক্ষ

বর্তমান সরকার ব্যক্তির উপাত্ত স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়াকরণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা, উদ্দেশ্যের নিরিখে উপাত্তের আইন সম্মত ব্যবহার, সরকারি-বেসরকারি এবং দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাঝে আইনানুগভাবে পারস্পরিক উপাত্তের আদান-প্রদান, আইনি বিধানে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রতিকারের মাধ্যমে উপাত্তের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিতকল্পে কর্ম সম্পাদনের জন্য জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ (National Data Governance & Interoperability Ordinance-NDGIO) নামে একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। এজন্য "ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫"এর পাশাপাশি 'জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫' (National Data Governance & Interoperability Ordinance 2025) নামে একটি আইনি কাঠামো তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সে লক্ষ্যে একই পদ্ধতি অবলম্বনে কার্যক্রম চলমান। এটি সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ। পৃথিবীর অনেক দেশে এ রকম আইন নেই। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মহোদয়ের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে ও পথ নির্দেশনায় NDGIO অধ্যাদেশ বাংলাদেশের আইনে অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

চ্যালেঞ্জসমূহ

উপাত্ত সুরক্ষা নিশ্চিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো–সচেতনতার অভাব, প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি, বিশেষজ্ঞ জনবলের অভাব এবং আইনগত কাঠামোর দুর্বলতা। অনেক প্রতিষ্ঠানেই এখনো তথ্য সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি নেই যা ডেটা লিক ও অপব্যবহার বাড়িয়ে তোলে। তদুপরি একটি গ্রহণযোগ্য পরিমার্জিত খসড়া প্রস্তুতের পর অধ্যাদেশ প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপসমূহ পরিপালন পূর্বক দ্রুততার সাথে (ক)"ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫" (খ) 'জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫' উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে অনুমোদন, যথারীতি জারী ও কার্যকর করা ও বড় চ্যালেঞ্জ।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে 'সাইবার সুরক্ষা ও উপাত্ত সুরক্ষা' বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী একটি বিষয়। বাংলাদেশে সাইবার সুরক্ষা ও উপাত্ত সুরক্ষা এখন আর বিলাসিতা নয়, এটি একটি মৌলিক প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, স্বাস্থ্যখাত ও শিক্ষাখাতে ব্যাপক হারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছে। এতে একদিকে যেমন উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে, অন্যদিকে বেড়ে চলেছে সাইবার হামলার ঝুঁকি এবং ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল উপাত্তের অপব্যবহারের সম্ভাবনা। প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি যদি আমরা উপযুক্ত আইনের কার্যকর প্রয়োগ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি, তবে একদিকে যেমন নাগরিকদের তথ্যের গোপনীয়তা ও আন্তঃপরিবাহিতা নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে একটি নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে উঠবে।

মোহাম্মদ ইউছুফ
উপসচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

জুলাইয়ের চেতনায় তারুণ্য নির্ভর ডিজিটাল অর্থনীতির বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইডিজিই প্রকল্প

জুলাই ২০২৪ –বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় মাইলফলক। শত জুলাই এসেছে, শত জুলাই চলে গেছে। কিন্তু এ জুলাই ছিল ভিন্ন। কারণ, এ মাসেই ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে বাংলাদেশকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছে। তরুণদের নেতৃত্বে এ আন্দোলন শুধু একটি স্বৈরশাসনের পতন ঘটায়নি, বরং প্রমাণ করেছে–বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতেই। তারা শুধু প্রতিবাদ করতেই জানে না, গড়তেও জানে। তরুণরাই জাতির প্রতিটি সংকটে এগিয়ে এসেছে, আগামীতেও আসবে। তারা সৃজনশীল, তারা প্রযুক্তি-দক্ষ। এ তরুণরাই একদিন বাংলাদেশকে ডিজিটাল অর্থনীতির দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও টেকসই ডিজিটাল সরকার ও অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপূরণে কাজ করছে "এনহ্যান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি (Enhancing Digital Government and Economy-EDGE)" প্রকল্প। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের EDGE প্রকল্প দক্ষ জনশক্তি তৈরি, ডিজিটাল গভর্নেন্স শক্তিশালীকরণ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে পৃষ্ঠপোষকতা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি টেকসই ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে কাজ করছে।

তরুণ প্রজন্ম রয়েছে EDGE প্রকল্পের বিভিন্ন উদ্যোগ ও পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কারণ বৈষম্যমুক্ত, প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বাংলাদেশের আগামী দিনের নেতৃত্ব তরুণদের হাতেই। জুলাইয়ের চেতনায় তারুণ্য নির্ভর ডিজিটাল অর্থনীতির বাংলাদেশ গড়তে EDGE প্রকল্প নানামুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে তরুণ প্রজন্মের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ, গবেষণার ইকো-সিস্টেম উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার (RIC)' প্রতিষ্ঠা এবং নতুন ও উদীয়মান প্রযুক্তিসমৃদ্ধ শিল্প উন্নয়ন। এসব উদ্যোগ তরুণদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে এবং গবেষণা-উদ্ভাবনের ইকোসিস্টেম গড়ে তুলে বাংলাদেশকে বিশ্বে একটি উদ্ভাবনী ডিজিটাল অর্থনীতির দেশ হিসেবে তুলে ধরতে সহায়তা করছে।

দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান

বাংলাদেশকে একটি উদ্ভাবন-নির্ভর ও টেকসই ডিজিটাল অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে EDGE প্রকল্পের উদ্যোগে শুধুমাত্র তরুণ প্রজন্মের জন্য 'হায়ার অ্যান্ড ট্রেইন', 'ডিজিটাল স্কিলস ফর স্টুডেন্টস ট্রেনিং' এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত

'হায়ার অ্যান্ড ট্রেইন' কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীরা কাজ করছেন। বিডি কলিং অফিস, ঢাকা

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নতুন গ্রাজুয়েটদের জন্য 'হায়ার অ্যান্ড ট্রেইন' কর্মসূচি

দেশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা আইটি গ্রাজুয়েটরা চাকুরি বাজারের উপযোগী দক্ষতাসমৃদ্ধ হবার সুযোগ পায়না। এর ফলে আইটি গ্রাজুয়েটদের মধ্যে যেমন বেকারত্ব বেড়ে চলছিল, পাশাপাশি কোম্পানিগুলোকে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণে জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হতো। দেশের বেশিরভাগ আইটি কোম্পানির জন্য বিষয়টি বেশ কঠিন ছিল। এ সমস্যার সমাধানে, EDGE প্রকল্প 'হায়ার অ্যান্ড ট্রেইন' নামে একটি প্রশিক্ষণ চালু করে। এ কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে একজন নতুন গ্রাজুয়েটকে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁকে দক্ষ করে তোলা হয়। 'হায়ার অ্যান্ড ট্রেইন' কর্মসূচির আওতায় উদীয়মান প্রযুক্তি যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লকচেইন, রোবটিক্স, ডেটা অ্যানালিটিক্স, ক্লাউড কম্পিউটিং, সাইবার সিকিউরিটি, মেশিন লার্নিংসহ ৫০টি ট্র্যাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গত এক বছরে মোট ১,০৩৪ জন নতুন গ্রাজুয়েটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রায় ৮৫% বিভিন্ন আইটি কোম্পানিতে চাকুরি করছেন।

'ডিজিটাল স্কিলস ফর স্টুডেন্টস ট্রেনিং' কর্মসূচি

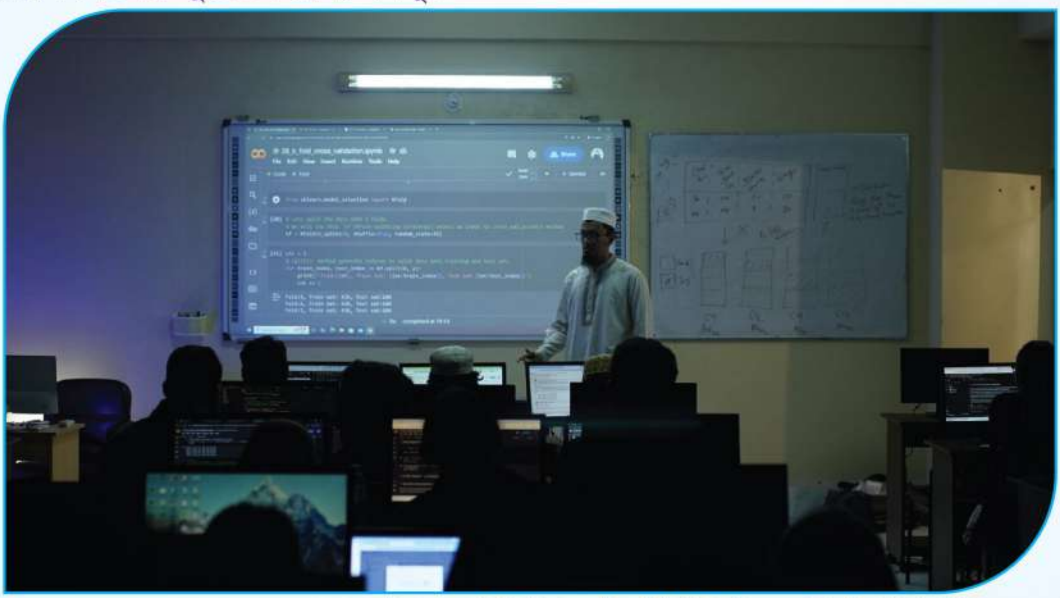

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটে 'ডিজিটাল স্কিলস ফর স্টুডেন্টস ট্রেনিং' কর্মসূচি

এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে ন্যাশনাল জব পোর্টাল (jobs.gov.bd)। এ পোর্টালের মাধ্যমে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল কার্যাবলী অনলাইনে সম্পাদন করা যায়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একজন আবেদনকারীর বিভিন্ন সনদ, ছবি, স্বাক্ষর ইত্যাদি যাচাইয়ের সুবিধাও রয়েছে এ পোর্টালে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ জব পোর্টালে ১০ (দশ) টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন Prevention of Violence and Harmful Practices against Children and Women in Bangladesh (PVHP) শীর্ষক প্রকল্পের ৩১৭ টি পদের চাকুরির আবেদন জব পোর্টালের মাধ্যমে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লিখিত চাকুরির জন্য ১৫ হাজারের বেশি চাকুরিপ্রার্থী ন্যাশনাল জব পোর্টালে নিবন্ধনের মাধ্যমে আবেদন করেছেন।

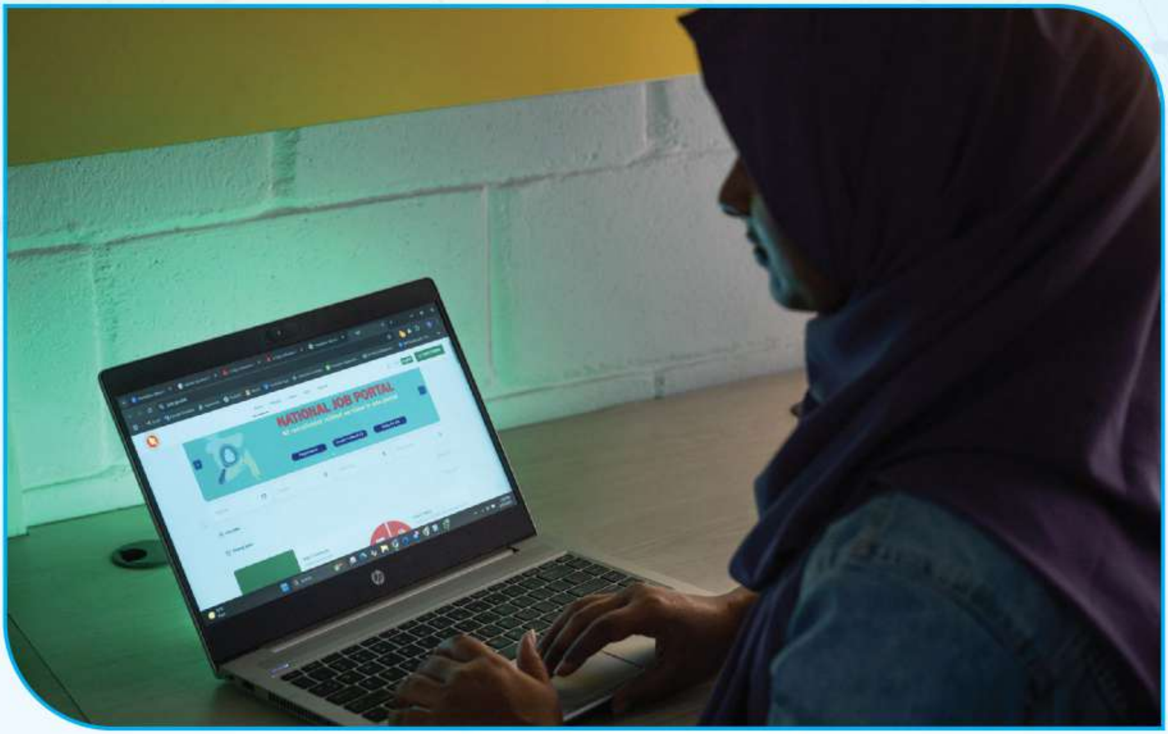

ন্যাশনাল জব পোর্টাল থেকে চাকুরির আবেদন করছেন একজন তরুণী

গবেষণা ও উদ্ভাবন

তরুণ প্রজন্মকে গবেষণা ও উদ্ভাবনে আগ্রহী করে তুলতে এবং দেশে শক্তিশালী গবেষণা ইকো-সিস্টেম তৈরি করার জন্য EDGE প্রকল্পের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ১০টি 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার'। সেই সাথে "সেন্টার ফর ফোর আই আর" (C4IR) নামে একটি থট-লিডারশিপ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হচ্ছে।

রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার (RIC)

বাংলাদেশকে একটি গবেষণা ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতির দেশ হিসেবে অগ্রগামী করে তুলতে দেশে, বিশেষতঃ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে, গবেষণা ও গবেষক-বান্ধব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন অতীব জরুরি। এ লক্ষ্যে EDGE প্রকল্পের উদ্যোগে দেশের ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার' (Research and Innovation Centre-RIC)। এসব সেন্টারের আওতায় দেশের তরুণ গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণা প্রস্তাবকে অর্থায়নসহ অন্যান্য সহযোগিতা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭৮টি গবেষণায় অর্থায়ন করা হয়েছে যার অধিকাংশের নেতৃত্বে রয়েছে তরুণ গবেষক ও উদ্ভাবক। প্রায় ১,৯০০ গবেষণা প্রস্তাবের মধ্য হতে এসকল প্রকল্প বাছাইকালে নতুন ও উদীয়মান প্রযুক্তিভিত্তিক (যেমন-আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি, রোবটিক্স, জীন প্রযুক্তি, বায়োটেক, ইত্যাদি) পণ্য ও সেবা উদ্ভাবনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বাছাই-এর ক্ষেত্রে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাত, যেমন- কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পানিসম্পদ, জ্বালানী, পরিবেশ, সাইবার নিরাপত্তা, পরিবেশ-এর বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সক্ষম প্রকল্পের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার' থেকে অর্থায়নকৃত গবেষণার অধিকাংশই কাঙ্ক্ষিত পণ্য ও সেবা'র প্রোটোটাইপ তৈরি সম্পন্ন করেছে।

EDGE প্রকল্পের 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার' (RIC)-এর গবেষণালব্ধ পণ্য এবং সেবা'র মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, বাণিজ্যিকীকরণের জন্য স্টার্টআপ অথবা ব্যবসায়িক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে । আশা করা যাচ্ছে যে, RIC-র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গবেষণা ও উদ্ভাবন ইকো-সিস্টেম গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থানকে অচিরেই সুদৃঢ় করে তুলবে।

'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার' এর সহযোগিতায় তৈরি Pedograph মেশিনের মাধ্যমে একজন ডায়াবেটিক রোগীর পায়ের তলার প্রেশার স্ক্যান করা হচ্ছে

সেন্টার ফর ফোর আই আর (C4IR)

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং সম্ভাবনাসমূহকে তরুণ মেধাবীরা যাতে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে সে জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তোলা জরুরি। সে লক্ষ্যে EDGE প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে "সেন্টার ফর ফোর আই আর" (C4IR) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। যেসব সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, নীতি-নির্ধারণ, কৌশল ও রূপরেখা প্রণয়ণ এবং বাস্তবায়নে কাজ করছে তাদেরকে সমন্বিত করে এ প্লাটফর্ম কাজ করবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, জনবল তৈরি, সহায়ক নীতিমালা-কৌশল ও রূপরেখা প্রণয়ণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে গবেষণা, কর্মশালা, সেমিনার, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এ সেন্টার থেকে।

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন শুধু একটি ঘটনা নয়, এটি একটি চেতনা–যার কেন্দ্রে রয়েছে তারুণ্য, স্বপ্ন এবং একটি নতুন বাংলাদেশের প্রত্যয়। এ চেতনা আমাদের দেখিয়েছে, বাংলাদেশের প্রাণ হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। তরুণদের দক্ষতা, মেধা ও সাহসে ভর করে বাংলাদেশ আজ নতুন এক সম্ভাবনার পথে। জুলাইয়ের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তারা শুধু ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দক্ষই হচ্ছে না, বরং তারা হয়ে উঠছে গবেষক, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা এবং ভবিষ্যতের নেতৃত্ব। উদীয়মান প্রযুক্তির যুগে তরুণদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে EDGE প্রকল্প নতুন বাংলাদেশের সেই স্বপ্নের ভিত নির্মাণ করছে, যার অন্যতম প্রধান উপাদান হবে জ্ঞাননির্ভর ডিজিটাল সরকার এবং শক্তিশালী ডিজিটাল অর্থনীতি।

ইডিজিই প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

BEAR SUMMIT
AND NATIONAL SEMICONDUCTOR SYMPOSIUM
2025
EDGE

SUMMIT 2025

Meet the press
Launching Starlink services In Bangladesh
InterContinental Dhaka
Date: 18 july 2025

> এখনকার যুগ হলো প্রযুক্তির যুগ,
> সৃজনশীলতার যুগ।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ই-বুক পেতে স্ক্যান করুন

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ictd.gov.bd   ICT DIVISIONBD   YouTube ICT Division